INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

December 20, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 20th December, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, Chief Minister, Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty four members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 136.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 136

QUESTION

1) Under what rule and in what manner house rent is charged from the employees residing in Government quarters;

2) whether any consideration has been allowed to such employees under the said rules in regard to charging house rent;

3) if so, what is the loss of amount the Government so far incurred for such consideration per year ?

ANSWER

1) Under Fundamental Rules rents are recovered by deduction from pay bills of the Government Servants.

2) Rent free accommodation is provided to certain categories of Staff as per their service conditions.

3) As the rent free accommodation is allowed according to service condition, the question of loss does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এফ, আর, এর কত নম্বর রুল অনুযায়ী কুঞ্জবন টাউনশীপের টাইপ টু কোয়ারটারের রেন্ট আদায় করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই কথা কি সত্য যে যারা টাইপ টু কোয়ারটারে থাকেন তাদের কাছ থেকে সরকার বাড়ী ভাড়া আদায় করে থাকেন, অথচ তাদের বাড়ী ভাড়া ভাতা দেওয়া হয় না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই কথা কি সত্য যে যারা সরকারী কোয়ারটারে থাকে না, এমন কি ভাড়াটে বাড়ীতেও থাকে না, নিজের বাড়ীতে থাকে এবং ৩০০ টাকার নীচে বেতন পায় তাদের সরকার বাড়ী ভাড়া ভাতা দেন অথচ এ ক্যাটাগরীর কর্মচারী যারা কোয়ারটারে থাকেন তাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভাতা দেওয়া হয় না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 306.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker Sir, Question No. 306.

প্রশ্ন

১) তপশীলি জাতি ও উপজাতীয় ছাত্ররা তাহাদের বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাড়াইবার জন্য কোন দাবী জানাইয়াছেন কি ?

২) বর্তমানে যেভাবে জীবনধারণের খরচ বাড়িয়াছে তাহাতে বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সরকার স্বীকার করেন কি ?

৩) যদি স্বীকার করেন তবে উহা বাড়াইবার ব্যবস্থা কবে করা হইবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। জীবনধারণের খরচ বেড়েছে সত্যি, তবে স্টাইপেণ্ড সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহের জন্য দেওয়া হয় না।

৩। ১ই নভেম্বর, ১৯৬৭ইং হইতে স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই স্টাইপেণ্ডের হার এখন কি ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—১'৫০ পয়সা হারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আগে কত ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আগে ছিল শহরাঞ্চলে ১'০০ পয়সা আর গ্রামাঞ্চলে ১'০০ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটা কোন সময়ে ঠিক করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এম. বি. বি. কলেজের ছাত্রেরা বর্দ্ধিত হারে স্টাইপেণ্ড পাওয়ার জন্য কোন দাবী করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কি স্টাইপেণ্ড বললে আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি মফঃস্বলেই হোক আর টাউনেই হোক সেই স্টাইপেণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোন তারতম্য আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সকল জাতি উপজাতি ছাত্রদের খাবার দেওয়া হয় মাথা পিছু ১'৫০ পয়সা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—বিশালগড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে যে সমস্ত ছাত্ররা থাকে তাদের যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় বোধজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বোর্ডিং এ যে ছাত্ররা থাকে তাদেরও কি একই ভাবে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বর্দ্ধিত হার জানার পর থেকে একই হার হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—চম্পকনগর লোকশিক্ষালয় বোর্ডিং হাউসে যে সমস্ত ছাত্ররা থাকে সেই সমস্ত ছাত্রদিগকে এই ১'৫০ পয়সা হারে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—১'৫০ পয়সা হারে এফেক্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এফেক্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোন মাস থেকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা গত ৯-১১-৬৭ ইং হইতে বর্দ্ধিত করে দৈনিক মাথাপিছু শহরাঞ্চলে ১'৫০ পয়সা করা হয়েছে। যদি কোথাও এফেক্ট না দেওয়া হয়ে থাকে সেই এফেক্ট পাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন বর্তমানে যে ভাবে এফেক্ট দেওয়া হয়েছে সেটা এই দুর্য্যোগের দিনে যথেষ্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি আগেই বলেছি এই স্টাইপেণ্ডটা সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহের জন্য দেওয়া হয় না। এটা একটা আংশিক সাহায্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত ছাত্ররা বোর্ডিং'এ থাকে তাদের এই স্টাইপেণ্ড বাদে আলাদা ফুডিং চার্জ বা চাউল আদায় করা হয় কিনা মান্থলি হিসাবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আলাদাভাবে কিছু আদায় করা হয় না। তবে তারা যদি এই ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে চলতে না পারে তাহলে তারা হয়তো বাড়ী থেকে এনে খায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— যে সমস্ত ছাত্ররা বোর্ডিং'এ থাকে এই ষ্টাইপেণ্ডে যদি তাদের না চলে তাহলে তাদের ফিক্সড রেটে একটা এ্যামাউন্ট ষ্টাইপেণ্ড দিতে হবে এরকম কোন নিয়ম আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এটা আমাদের কন্সারন্ড নয়। গভর্ণমেন্ট এই দায়িত্ব নিতে রাজী না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— এম, বি, বি, কলেজের যে সমস্ত ছাত্র হোষ্টেলে থাকে তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য সরকার কোন দরখাস্ত পেয়েছেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এম, বি, বি, কলেজে অনেক রকম ছাত্র থাকে, জেনারেল ষ্টুডেন্ট, সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইব ইত্যাদি। ট্রাইবেল বলে এরা কিছু পায় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর ও খোয়াই'এ ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের দাবীতে ছাত্র ও জনসাধারণ যে আন্দোলন সুরু করিয়াছেন সরকার তাহা অবগত কি ?	ধর্মনগরে কোন আন্দোলন সুরু হইয়াছে বলিয়া সরকার জানেন না, খোয়াই সম্পর্কে জানেন।
২। যদি অবগত থাকেন তবে এ'দুটি স্থানে সরকারী উদ্যোগে কলেজ গঠন করা হইবে কি ?	না।
৩। ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত থাকায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম অঞ্চলে কলেজের সংখ্যা বাড়ানো সরকার প্রয়োজন মনে করেন কি ?	না।

সাপ্লীমেন্টারী :—

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে খোয়াই উপজাতি একজন কৃষক কলেজের জন্য জমি দান করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন, বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কলেজ আছে, ছাত্র অনুপাতে এগুলি যথেষ্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— যথেষ্ট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাশ :— কোয়েশচান নাম্বার ৩৫৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মিঃ স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ৩৫৪।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) গ্রামলক্ষী ও স্কুল মাদার এই দুইটি পোষ্টে যারা কাজ করেন তারা সরকারী কর্মচারী কি না ?	না।
খ) গ্রামলক্ষী ও স্কুল মাদারের ডিউটি আওয়ার কত ঘন্টা ?	প্রায় তিন চার ঘন্টা।
গ) গ্রামলক্ষী ও স্কুল মাদারগণ তাহাদের ডিউটি আওয়ার সম্বন্ধে অবগত আছেন এমন কোন সরকারী সার্কুলার আছে কি না ?	ডিউটি আওয়ার সম্বন্ধে এমন কোন সরকারী সার্কুলার দেওয়া হয় নাই।
ঘ) থাকিলে সেই সার্কুলারটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
ঙ) দ্রব্য মূল্যের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের এ্যালাউন্স বৃদ্ধি করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি ?	হাঁ।

সাপ্লিমেন্টারী :—

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই গ্রাম লক্ষী ও স্কুল মাদার এহ দুইটি পোস্টে যারা কাজ করে তাদের যে বেতন দেওয়া হয়, কোন্ ফাণ্ড থেকে এবং কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কনটিজেন্সী ফাণ্ড থেকে দেওয়া হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি তারা আট ঘণ্টা কাজ করে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, তাদের যে ভাতা বা এ্যালাউন্সেস দেওয়া হয় সেটা কি ভিত্তিতে দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এটা গ্রামলক্ষ্মীর যে কাজ, সেই কাজের ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—গভর্ণমেণ্টের একটা ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে অথচ এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে যে তারা সরকারী কর্মচারী নয়, সেটা কেমন কথা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তারা বেতন পান না, তারা একটা এ্যালাউন্স পান।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :—তারা কত মাসে কত এ্যালাউন্স পাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—·· টাকা পাচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন তাদের ডিউটি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তাহাদের ডিউটি হল প্রয়োজন অনুসারে গ্রাম লক্ষ্মীরা স্কুলে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত মিড্ ডে মীল তৈরী করেন এবং স্কুল মাদাররা স্কুলে ·-·· পর্যন্ত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বালোয়াবী কেন্দ্রে আনা নেওয়ার কাজ করেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এখানে বিধানসভায় যে তিনজন গ্রাম-লক্ষ্মী আছে তাহাদের কি বলা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বিধানসভায় গ্রাম লক্ষ্মীর দরকার হয় না।

শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যারা গ্রামে লক্ষ্মী তাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এত অপ্রচুর কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় সদস্য প্রচুর করে দিলেই পারেন।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গ্রামলক্ষ্মীদের ডিউটি আওয়ারস্ প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা। তাতে আমরা কি বুঝব, ৩ ঘণ্টা না ৪ ঘণ্টা ? প্রায় কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রায় এই জন্য যে অনেকের বাড়ী থেকে ছেলে মেয়ে আনা নেওয়া হয়। তারা হেঁটে আসে। হাঁটার উপর সময় নির্ভর করে। গাড়ী তো নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ রাখেন যারা গ্রামলক্ষ্মী তাদের সারাদিনই খাটতে হয়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 421.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker.
Sir, Question No. 421.

প্রশ্ন

১। কাকড়াবন বেসিক ট্রেনিং কলেজ সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৫-৭৬ সালে কলেজ সংলগ্ন কোন জায়গা (জমি) লওয়া হইয়াছে কি ;

২। হইয়া থাকিলে ঐ জমির পরিমাণ ও মূল্য কত ;

৩। ঐ জমির মালিকগণ কি মূল্য পাইয়াছে ,

৪। না পাইয়া থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। জমির পরিমাণ ১৬.২৬ একর ; মূল্য ২,৭৮,০১০.৪৭ টাকা

৩। মালীকগণ সম্পূর্ণ টাকা এখনও পান নাই।

৪। আইনগত কারণে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি তাদিগকে এই টাকা দিতে কতদিন লাগবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা আইনগত কারণ। এটা ফয়সালা হলেই পাবে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে তারা কত টাকা পেয়েছেন আর কত টাকা বাকী আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তারা পেয়েছেন ২,৭৬,৪১০.৮১ পঃ, আর বাকী আছে ১,৬১৯.৬২ পঃ। তার মধ্যে দেওয়ানী আদালতে সংশ্লিষ্ট ভূমির স্বত্বাধিকার নির্দ্ধারণ সাপেক্ষে অ্যাকুজিশন আইনের ৩০ ধারা মতে আদালতের আদেশ অনুযায়ী আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে ৪,৯১১.১২ পঃ। মৃত মালিকের পক্ষে প্রকৃত উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে উত্তরাধিকার

সার্টিফিকেট পাওয়া সাপক্ষে ২,৪৪৩.৭৫ পঃ, মালিকের সত্ত্বাধিকার সম্বন্ধে তদন্ত সাপক্ষে ২৫৮.৭৫ পঃ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই সমস্ত জমি কাহাদের নিকট হইতে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মালিকদের নিকট হইতে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে যে অ্যামাউন্টটা স্যাংশন করা হল এটা কানি প্রতি বা একর প্রতি কত করে পড়ল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কিসের ভিত্তিতে এই ক্ষতিপূরণ বাবদের টাকাটা মঞ্জুর করা হল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা অ্যাকুইজিশন অফিসের যে ওয়াড রয়েছে সেই ওয়াডের ভিত্তিতে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No 524.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 524.

QUESTION

a) What are the reasons for not making Quasi-permanent the assissant teachers of Bir Bikram Institution, Dharmanagar namely (1) Shri Prafulla Ch. Das. (2) Shri Ramapada Bhattacharjee, (3) Kamakhya Roy Choudhury, (4) Shri Mrinmoy Sengupta, (5) Shri Firoz Uddin Ahemd, (6) Shri Kedarnath Singh and Lecturer, (7) Shri Mrinal ch. Deb and (8) Laboratory Assistant Shri Jyotsnamay Deb and also the Class IV employee 9. Shri Paresh Ch. Das.

b) The above named employees from 1 to 7 nos. have been serving for more than 10 years and No. 8 to 9 have been serving for 6 years No. 1 to 4 and 7,9 are displaced persons. Why their cases are not considered in accordance with the provision for the same ?

ANSWER

a) & (b) :— The employees concerned were not considered for quasi-permanent due to the non-fulfilment of the condition of age as prescribed by Government of India and they were informed accordingly.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ডিসপ্লেসড্ পার্সন এর এজ্ সম্বন্ধে কোন বার আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—নিশ্চয়ই বার আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এজ্ লিমিট কত ইন কেস্ অব্ ডিস্প্লেসড পার্সন্স্ ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—নোটিশ চাই ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলের মধ্যে কত বছর চাকরী করলে তাকে কোয়াসী পার্মানেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের যে নিয়ম আছে তাতে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার স্যাংশন নিতে হয়। এখন আমাদের কিছু রিলেক্সেসন করেছে। সেই অনুসারে ৮০ পারসন্ট আমরা ডিক্লারেশন দিতে পারি এবং সেই মতে কাজ চলছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, এই যে একটা নাম দেওয়া হয়েছে, প্রফুল্ল দাস, তাকে যখন অ্যাপয়েন্টমেট লেটার দেওয়া হয় তখন কথা ছিল ৬ মাস পরে তাকে কনফাম করা হবে। তাকে কনফাম না করার কারণটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে কোয়াসি পার্মানেন্ট এবং পার্মানেন্ট করার জন্য লেটেষ্ট কোন ডিরেকশন আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—লেটেষ্ট ডিরেক্শন যেটা আছে সেটা সম্ভবত: eighty পারসেন্ট অব দি পোষ্ট। কারেক্ট্লী আমি বলতে পারছিনা। সেটা বলতে হলে আমাকে একটু সময় দিতে হবে। একটা সার্কুলার এসেছে। আগে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পাওয়ার ছিল, বর্ত্তমানে ত্রিপুরার সরকারকে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। ডিটেলস্ আমি পরে বলতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, ডিসপ্লেস্ড পার্সন থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ডিসপ্লেস্ড পার্সনের যে ফ্যাসিলিটি আছে সেটা তাদের দেওয়া হয় নাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা আমি অবগত নহি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া লেটেষ্ট যে ডিরেকটিভ কতদিন আগে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে এসে পৌঁছেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই ডিসপ্লেসড পার্সন সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, আমি দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কোয়েশচান নাম্বার ৫৩৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশচান নাম্বার ৫৩৮।

প্রশ্ন	উত্তর
ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কত লোককে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে, কোন মহকুমায় কত, এই সকল বেকারের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ৫৫৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশচান নাম্বার ৫৫৮।

Question.	Answer.
1. Whether it is a fact that some implements meant for the preparation of soap were purchased by the Directorate of Industries for the Industrial— Estate, Arundhutinagar ;	Yes.
2. if so, the present condition of those implements ?	The implements have been let out to a private unit in the Industrial Estate.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এইসব ইমপ্লীমেন্টস কখন পার্চেজ করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি সময় চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটা কার থেকে পার্চেজ করা হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই ইমপ্লীমেন্টস'এর দাম কত পড়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এষ্টেটের কোন ইউনিটকে এই ইম্প্লীমেণ্টস দেওয়া হয়েছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—There was a unit of Soap making under the Training-cum-Production Centre, Arundhutinagar. The machinery were purchased for the said unit. After the training phase the workers formed Co-operative of their own and the maohinery were given to them for utilisation.
When the said unit ceased functioning the machinery were taken back by the Government and the same has again been handed over to a Private Soap making unit in the Industrial Estate on rental basis.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—সেই ভদ্রলোক'এর নাম কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা কি সত্য যে এই ইম্প্লীমেণ্টসগুলি গৌরাঙ্গ দালাল বলে একজন ভদ্রলোককে দেওয়া হয়েছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটের যে ইউনিট আছে এবং যে ভদ্রলোক এটা তৈরী করে তাকে এই ইম্প্লীমেণ্টসের সামান্যতম অংশ দেওয়া হয়েছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি তদন্ত করার কথা বলেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গৌরাঙ্গ দালালকে যেজন্য ইম্প্লীমেণ্টসগুলি দেওয়া হয়েছে এবং সে সোপ ম্যানুফেক্চার করে না।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—সেই জন্যই আমি বলেছি আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই জিনিষটা তদন্ত করে দেখবেন কি না যে সেইসব ইম্প্লীমেণ্টসগুলি অকেজো অবস্থায় গৌরাঙ্গ দালালের বাড়ীতে পড়ে আছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—তা নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭২।

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৭ ইংরেজী সনে সরকার সোনামুড়ায় কয়টি প্রাইমারী স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে ?

খ) সেই স্কুলগুলিতে কি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়াশুনার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ?

ঘ) বর্ত্তমানে ঐ স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

ক ১৯৬৭ ইং সনে সরকার সোনামুড়ায় কোন নূতন প্রাইমারী স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই।

খ) প্রশ্ন উঠেনা।

গ) প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৫।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কতগুলি বালোয়ারী বিদ্যালয় আছে এবং উহাতে কতক সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্র ছাত্রী আছে ;

২) ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত কতজন বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর শিখানো হয়েছে ? এই কাজের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে ? এবং উহাতে কতজন শিক্ষক রহিয়াছে ? এই প্রকল্প কতদিন পর্য্যন্ত চালু থাকিবে ?

উত্তর

১) ক) ৩৬৯টি বালোয়াড়ী কেন্দ্র।

খ) ১৮১ জন শিক্ষক এবং ১৯৭ জন শিক্ষয়িত্রী।
(মোট = ৩৭৮ জন) বালোয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে কাজ করেন।

গ) ৮২৮৮ জন ছাত্র এবং ৮৫২৯ জন ছাত্রী (মোট—১৬,৮১৭ জন)

২) ক) ৩১—৩—৫৬ ইং পর্য্যন্ত ১,৩১,৯৪৬ জন বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষর শিখানো হইয়াছে।

খ) ৪৭৫টি প্রতিষ্ঠান (সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র + বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র) আছে।

গ) ৩৮৫ জন শিক্ষক এবং ২২৩ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন।

ঘ) এই প্রকল্প আপাততঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যন্ত চালু রাখার ব্যবস্থা আছে।

সাপ্লিমেণ্টারী

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—এর পর এইগুলি কি বন্ধ করে দেওয়া হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০ ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০ ।

Question	Answer
1) Whether the proposal for the revision of pay scales sent to the Central Government on 17.5.65 and 19.5.65 have been approved ;	Yes (excepting a few items).
2) If not, what specific steps Government are taking to get the said proposals approved ?	A few items which have not yet been finalised are still under correspondence with the Government of India.

সাপ্লিমেণ্টারী

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, রিভিশন অব-পে স্কেল ত্রিপুরায় চালু করার পর যে সমস্ত কর্মচারীদের বেতন পূর্ব্বের তুলনায় কমে গেছে, তাদের সম্পর্কে কোন কন্সিডারেশান করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রিভিশন অব পে-স্কেল হওয়ার পর পূর্ব্বের তুলনায় বেতন কমে গেছে এইরকমতো দেখি না ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, সেনিটারী ইন্সপেক্টার, ট্রেণ্ড ধাই, রেডিও মেকানিক্স এবং আমিন যারা আছেন তাদের আগের তুলনায় রিভিশনের আওতায় এসে কমে গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :-আগে যারা বেশী বেতন পেত তাদের ক্ষেত্রে প্রটেক্শানের ব্যবস্থা আছে, তারা যদি অপ্শান দেন তাহলে সে বেতনই ড্ করতে পারেন, আর এখন যেটা হয়েছে সেটা নূতন যারা আসবে তারা এই হারে বেতন পাবেন ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—১৯৫৯ সনের ১লা জুলাই রিভিশন অব পে-স্কেল যে করা হয় তাতে শতকরা ৯০ ভাগ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি সময় চাই ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৬ ।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৬ ।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরা সরকার কি দিল্লীতে কোন সেলস্ এম্পোরিয়াম খুলিয়াছেন,	না ।

খ) যদি খুলিয়া থাকেন, তবে উহার জন্য এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে, — প্রশ্ন উঠে না।

গ) উহা লাভে চলিয়াছে না লোকসানে চলিয়াছে, — প্রশ্ন উঠে না।

ঘ) লোকসান হইলে তাহার কারণ কি? — প্রশ্ন উঠে না

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 335.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 335.

প্রশ্ন

১) এম, বি, বি কলেজ ও অন্যান্য কলেজের কিছু অধ্যাপক পরিবর্তিত হারে বেতন ও ভাতা পাইতেছেন না ইহা কি সত্য?

২) ঐ সকল অধ্যাপকের নিকট হইতে কি কোন প্রতিবাদ পাওয়া গিয়াছে?

৩) (১) এবং (২) যদি সত্য হয় তবে ঐ ব্যাপারে সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

৩। ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das :—Question No. 353.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No.353.

প্রশ্ন

ক) অন্যান্য সকল কর্ম্মচারী revised Scale যাহারা পাইয়াছেন তাহারা ১৯৬১ ইং হইতে পাইয়াছেন। শিক্ষকরা কি ১৯৬১ ইং হইতে revised scale পাইবেন;

খ) যদি না পায়, ১৯৬১ ইং হইতে শিক্ষকরা revised scale না পাইবার কারণ কি?

উত্তর

ক) হ্যাঁ।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :— Question No. 426

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 426.

QUESTION

1. How many Social Education Organisers, Mukhya Sevikas and Gram Sevikas are there under the Education Department ;
2. What is their scale of pay (Old and new),
3. What is the qualification required for the appointment of Social Education Organisers, Mukhya Sevika and Gram Sevika ?

ANSWER

1.	Social Education Organiser—	25
	Mukhya Sevika—	14
	Gram Sevika—	23

			Old seale	New scale
2.	Social Education Organiser/ Mukhya Shevika	(a)	Rs. 100-5-215-10-225/-	Rs. 175-7-238-EB-7-8-325/-
		(b)	Rs. 80-4-160-5-180/-	Rs. 125-3-140-4-156-EB-4-200
	Gram Sevika		Rs. 70-3-118-4-150/-	Rs, 125-3-140-4-156-EB-4-200/

3.	Social Education Organiser/ Mukhya Sevika.	(a)	Trained Graduate (for the scale of Rs. 175-325/-)
		(b)	Others (Trained or un-trained) for the scale of Rs. 125-200/-
	Gram Sevika		Matriculates or its equivalent.

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মুখ্য সেবিকা এবং সোস্যাল এডুকেশান অর্গেনাইজারের ডিউটি একই রকম কিনা ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচর্য্য :—তাদের ডিউটি একই রকম ।

শ্রী রাজকুমার কমলজিত সিং :—তাহলে এক জায়গায় ১২৫ টাকা এবং আর এক জায়গায় ১৭৫ টাকা হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—এটা কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী। কেউ গ্র্যাজুয়েট কেউ গ্র্যাজুয়েট নন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—গ্রাম সেবিকাদের স্কেল দেওয়া হয়েছে ১২৫ টাকা আর মুখ্য সেবিকাদের দেওয়া হয়েছে ১২৫ টাকা। তাদের ফাংশন এবং ডিউটি সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাইরে স্বর্ণ শিল্পীরা মুখ্য মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য মিছিল করে এসেছেন। অতএব আমি অনুরোধ করি হাউস অ্যাড-জোর্ণ করে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করার জন্য ডেপুটেশনিষ্টস্‌দের সুযোগ দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :— এর জন্য হাউস অ্যাডজোর্ণ করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ডেপুটেশনিষ্টরা মুখ্য মন্ত্রীর সংগে দেখা করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যদি এখানে বসে থাকেন তাহলে তারা কি করে দেখা করবেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ—আফটার কোশ্চেন আওয়ার তারা মুখ্য মন্ত্রীর সংগে দেখা করবেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং ঃ—গ্রাম সেবিকাদের কি কাজ বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Question No. 521

Shri Krishnadas Bahttacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 521.

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় কতগুলি Non-Govt. Hindi Prachar Sanstha আছে ও কতজন শিক্ষক কাজ করেন, তন্মধ্যে কতজন সরকারী কর্ম্মচারী উক্ত সংস্থায় part time শিক্ষকের কাজ করেন ;

খ) সরকারী কর্ম্মচারী যাহারা উক্ত সংস্থায় part time শিক্ষকতা করছেন তাহাদিগকে সরকার হইতে কোন allowance দেওয়ার কথা আছে কি ? যদি সরকারের স্বীকৃতি থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে allowance নির্দ্ধারিত নিয়মে দেওয়া হইতেছে কি ?

উত্তর

ক) ১। ত্রিপুরায় ১টি বে-সরকারী কেন্দ্রীয় হিন্দী প্রচার সংস্থা এবং তাহার অন্তর্গত ১২টি হিন্দী শাখা প্রচার সংস্থা আছে।

২। ৯ জন শিক্ষক কাজ করেন।

৩। তন্মধ্যে ৩ জন সরকারী কর্ম্মচারী part time শিক্ষকের কাজ করেন।

খ) ১। সরকার হইতে কোন allowace দেওয়ার স্বীকৃতি নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুলের টিচার হিন্দী প্রচার সংস্থায় কাজ করতেন তাদিগকে কোন সময়ে অ্যালাউন্স দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোন সময়ে অ্যালাউন্স দেওয়ার স্বীকৃতি নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে খবর নিবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আচ্ছা আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যারা নন্-অফিসিয়াল হিন্দী অরগেনাইজারের কাজ করে আজকে দুই বছর যাবত তারা বেতন পায় না কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তাদের জন্য রুলস করা হয়েছে। রুলস্‌টা অ্যাপ্রুভ হয়ে এলেই তারা পাবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—এই সম্পর্কে কি তারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, আমি পেয়েছি। রুল অ্যাপ্রুভ হয়ে এলেই পাবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— তারা কি এখন কাজ করছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচর্য্য :— আমার সেটা জানা নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—এই নন্ অফিসিয়াল সংস্থার নাম কি বলতে পরেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কেন্দ্রীয় হিন্দী প্রচার সংস্থা।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—এটার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীর নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :- -ইহা কি সত্য যে প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী সমস্তই সরকারী কর্ম্মচারী থেকে করা হয় এবং এস, ডি, ও, রা এক্স অফিসিও প্রেসিডেন্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Chandra Choudhury :— 539

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, question No. 539.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় যে সকল সরকারী ও বে-সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেই সকল বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক পরিদর্শন করা হয় কি না? Belonia B. K. I.; Belonia Girls' High; Belonia Bidyapith; Jalaibari H. S. School and Bagafa H. S. School কখন পরিদর্শন করা হইয়াছে?

২। ত্রিপুরাতে কয়টি বে-সরকারী বিদ্যালয় আছে? উহাতে মাসিক Grant যাহা দেওয়া হয় তাহা প্রতি মাসে মাসে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ, Belonia Vidyapith & Jalaibari H. S. স্কুলগুলিকে গ্রান্ট দেওয়ার ব্যাপারে ১৯৬৬-৬৭ ইং সনে পরিদর্শন করা হইয়াছে। B. K. I.; Belonia Girls' High এবং Bagafa H. S. গত দুই বছর পূর্ব্বে পরিদর্শন করা হইয়াছে।

২। ত্রিপুরাতে ২২টি বে-সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক এবং ৬টি মাধ্যমিক এবং ২২টি প্রাথমিক স্কুল আছে। এইগুলিতে সরকারী গ্রান্ট প্রতি মাসে দেওয়ার ব্যবস্থা নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :— সরকারী গ্র্যান্ট কিভাবে দেওয়া হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ৩ মাস অন্তর অন্তর অগ্রিম দেওয়া হয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :— সরকারী এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের কোন নিয়ম আছে কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— বাধা-ধরা তেমন কোন নিয়ম নাই, তবে সময় পেলেই তারা পরিদর্শন করেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :— পরিদর্শন করা প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— হ্যাঁ পরিদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি।

Mr. Speaker :— Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :— 557.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, question No. 557.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is fact that all the purchased Chemicals (Sylicate etc.) for preparing soap and femile at the Industrial Estate, Arundhutinagar have not yet been utilised;	1. No.
2. If so, why?	2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, কি পরিমাণ কেমিক্যালস, প্রিপেয়ারিং সোপের জন্য, যেমন ফিনাইল'এর জন্য চর্বি ইত্যাদি এখন পর্য্যন্ত আন ইউটিলাইজে্ড অবস্থায় রয়ে গেছে, এখনও সোল্ড হয় নি।

Shri S. L. Singh :— The unit on Soap making under the Training-cum-Production Centre, Arundhutinagar, partly utilised the chemicals. And the balance was handed over to the Soap making Co-operative Unit organised by the ex-workers of the Unit.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, এইসব কেমিক্যাল কোনদিন পার্চেজ করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, যে পরিমাণ পার্চেজ করা হয়েছিল এবং যে পরিমাণ ডিসপোজ্ড করা হয়েছে, তাতে কোন সর্টেজ আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫১।

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 151.

QUESTION	ANSWER
1. Whether National Industrial Development Corporation Ltd. has prepared a project report for setting up of Paper Plant in Tripura ?	Yes.
2. If so, what is the latest position of the said plant ?	A proposal for establishment of a Paper Plant in Tripura has been submitted to the Government of India whose decision is awaited.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই প্ল্যান করে দেওয়া হয়েছিল, কোন মাসে, কোন সনে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই পেপার প্ল্যান্ট ত্রিপুরার কোন জায়গায় হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে A proposal for establishment of a Paper Plant in Tripura has been submitted to the Government of India whose decision is awaited.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—ইহা কি সত্য, এই পেপার প্ল্যান্ট তৈরীর জন্য ত্রিপুরায় লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে গেছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, The National Industrial Development Corporation Ltd., New Delhi has at the instance of the Government of India prepared a Preliminary Project Report for the establishment of a 50 Tonne a day paper Plant in Tripura at an estimated cost of Rs. 577·08 lakhs (re-devaluation rate). The Central Government has been requested to setup the Paper Plant as their venture under Public Sector. The decision of the Govt. of India in the matter is awaited. কত টাকা খরচ হয়েছে আমি বলতে পারিনা, সুতরাং আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, টোট্যাল' এ্যামাউন্ট অব এষ্টীমেট কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এষ্টিমেটেড কস্ট হচ্ছে ৫৭৭·০৮ লাখস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং—এটার দ্বারা কত লোককে এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারা যাবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সঠিক কত লোককে কাজ দেওয়া যাবে সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করবে এবং সাইট প্লান্টের উপর নির্ভর করবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে যে প্ল্যান স্কীম দেওয়া হয়েছে সেই প্ল্যান স্কীমের মধ্যে আমাদের কাঁচামাল কত এবং তার প্রডাকশান ক্যাপাসিটি কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—৫০ টন্‌স এ ডে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমাদের ত্রিপুরাতে যে বেম্বু হয় সেটা প্রডাকশানের পক্ষে যথেষ্ট কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—এটা হচ্ছে এক্‌সপার্টদের রিপোর্ট যে ৫০ টন্‌স এ ডে প্রডাকশান হবে। আমাদের যে কাঁচামাল আছে মোর দ্যান ৫০ টন্‌স তা দিয়ে হবেনা।

মিঃ স্পীকার—শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। তপশীলী জাতি উপজাতির বোর্ডিং এর ছাত্র-ছাত্রীরা কি তাহাদের বোর্ডিং স্টাইপেণ্ড বাড়াইবার দাবী জানাইয়াছেন।	হঁ্যা।
২। যদি জানাইয়া থাকেন, এ সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত করিতেছেন?	বোর্ডিং স্টাইপেণ্ডের হার বর্ধিত করা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৪।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের জনতা কলেজে এখন কাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

২। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

৩। যদি শিক্ষা দেওয়ার কাজ বন্ধ হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি?

৪। ভবিষ্যতে ঐ কলেজটিকে কি কাজে লাগানো হবে?

উত্তর

১। বর্তমানে কোন নিয়মিত শিক্ষার্থী নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সমাজ শিক্ষা কার্যারত শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া যাওয়ায় কলেজটিতে নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের শর্ট কোর্স ট্রেনিং এর জন্য এই কলেজের প্রাঙ্গনটি ব্যবহার করা হয়।

৪। সমাজ কল্যাণ তথা যুবকল্যাণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং।

Shri Raj Kumar Kamaljit Singh :—Question No. 427.

Shri S. L Singh :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 427.

Question,	Answer.
1. Is it a fact that the Industrial Units at P. L. Camp, Arundhutinagar ceased working for the last 8 months ;	No.
2. if so, what is the reason ;	Does not arise.
3. how many staff are there in those units ?	3 (three)

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এখানে কতজন লোক কাজ করে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটীশ চাই, স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, তাদেরকে আর কাজে যোগ না দেওয়ার জন্য নোটীশ দেওয়া হয়েছে বা বলা হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—The weaving centre at P.L. Camp, Arundhutinagar was running up to March, 1967 as per sanction of the Government. For continuance of the same during the year 1967-68 Government of India was moved on 11.5.67 and sanction thereto is still awaited. Meanwhile, the centre is running still now inanticipation of sanction. At present number of workers is 5 (five) and number of staff deputed there from Industries Department is 3 (three). Further reference to the Govt. of India has been made on 20.10. 67 for continuance of the Centre.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—এই স্যাংশান কতদিনের মধ্যে আশা করা যায় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এ্যাজ সুন এ্যাজ ইট উইল বি এভেলএবল।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :— স্যাংশান যদি না পাওয়া যায় তাহলে তারা যে কাজ করছে তারা সাপলীমেন্টারী টাকা পাবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—না পাওয়া গেলে টাকা দেওয়ার কোন ক্ষমতা এই সরকারের নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৮।

প্রশ্ন

ক) স্কুলে অধ্যয়নরত তপশীলি জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীগণ ও কলেজে অধ্যয়ণরত তপশীলী জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রাগণ যথাক্রমে দৈনিক বা মাসিক হিসাবে কত Stipend পায়?

খ) বর্ত্তমান দ্রব্যমুল্যের সঙ্গে তুলনা করলে যে stipend দেওয়া হয় তা অপ্রচুর নয় কি;

গ) যদি অপ্রচুর মনে করিয়া থাকেন তবে stipend বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

ঘ) এই stipend অপ্রচুর হওয়ায় অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতেছে— এ সম্বন্ধে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা হইতেছে জানাবেন কি?

উত্তর

(ক) স্কুল পর্য্যায় :—

১। অনুন্নত তপশীলী সম্প্রদায় ও উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত স্কুলে অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্রছাত্রী সরকারের অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকেন তাঁহারা নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি পান :—

মহকুমা সহরে এবং মহকুমা সহর ব্যতীত অন্যস্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাসে
প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী মাথাপিছু দৈনিক ... ১·৫০ টা হারে।

২। অনুন্নত তপশীলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত যে সকল ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়বৃত্তি ও মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেন (তাঁহারা যদি ছাত্রাবাস বৃত্তি না পাইয়া থাকেন তবে) তাহাদিগকে মাথাপিছু মাসিক অনধিক ১০·০০ টাকা (দশটাকা) হারে বৃত্তি দেওয়া হয়।

৩। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক পর্য্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে অনুন্নত তপশীলী সম্প্রদায় ও উপজাতি সমপ্রদায়ভূক্ত ২য় শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্রছাত্রী পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে বিদ্যালয়ে শতকরা ন্যূনকল্পে ৯০ দিন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি দেওয়া হয় :—

ক) ২য় শ্রেণীতে মাসিক ১·৫০ টা হারে।

খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে মাসিক ২·০০ টা হারে।

গ) ৫ম শ্রেণীতে মাসিক ২·৫০ টা হারে।

৪। উচ্চতর বিদ্যালয় পর্যন্ত ত্রিপুরার স্থায়ী অধিবাসী উপজাতি ও তপশীলী সম্প্রদায়ভূক্ত ছাত্রছাত্রীগণ হইতে টিউশন ফিস আদায় করা হয় না।

স্কুল পরবর্ত্তী পর্য্যায় :—

পাঠ্যক্রম	প্রতিপালন বা Maintenance বাবদ মাসিক টাকা	
	অনুমোদিত ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী	যারা ছাত্রাবাসে থাকেন না।
প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রি বার্ষিক ডিক্রী কোর্স	৪০·০০	২৭·০০
স্নাতকোত্তর ও বি, টি, কোর্স	৫০·০০	৩৫·০০
পেশাগত ডিগ্রী কোর্স	৭৫·০০	৬০·০০
পেশাগত ডিপ্লোমা কোর্স	৬৫·০০	৫০·০০

উপরোক্ত বৃত্তি ব্যতীত অধ্যয়নরত প্রত্যেক বৃত্তিধারী ত্রিপুরার অধিবাসী ছাত্রছাত্রীকে স্ব স্ব বিদ্যালয় নির্দ্ধারিত হারে ভর্ত্তিফিস, টিউশন ফিস, লাইব্রেরী ফিস গেম ফিস এবং পেশাগত শিক্ষামূলক ভ্রমণ বাবদ যাবতীয় বাধ্যতামূলক দেয় ফিস্ ও সরকার হইতে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ফেরৎ যোগ্য ফিস যথা Caution money etc. সরকার হইতে দেওয়া হয়না।

খ) আংশিক সাহায্য বাবদ ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। কাজেই চলিত ষ্টাইপেণ্ডের হার অপ্রচুর বলা যায়না।

গ) প্রশ্ন উঠেনা।

ঘ) প্রশ্ন উঠেনা।

Mr. Speaker :— Question hour is over. There are 8 (eight) unstarred questions. The ministers may place on the Table of the House replies to the Unstarred questions.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করছি হাউসটা অন্তত: ১০ মিনিট অ্যাডজোর্ণ করা হোক। বাইরে অনেক শ্লোগান করা হচ্ছে। তাদের সংগে আমাদের দেখা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি হাউস এই জন্য অ্যাডজোর্ণ করব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডেপুটেশনিষ্টদের সংগে ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখা করতে পারেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মাত্র আমি খবর পেয়েছি যে, তারা উপরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বলেছিলাম যে কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হলে আমি যাব। এখন কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হয়েছে। আমি চললাম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরবর্তী যে আইটেমগুলি আছে সেইগুলিতে আমাদের পার্টিসিপেট করা দরকার। সেই হিসাবে আমাদের দায় দায়িত্ব আছে এবং সেখানে আমাদের যাওয়া দরকার। সেই হিসাবে আমি মনে করি হাউস অ্যাডজোর্ণ করা দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি যেতে পারেন। কিন্তু হাউস আমি অ্যাডজোর্ণ করতে পারি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—তার মানে তো আমরা ডিসকাশনে পারটিসিপেট করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি ইনডিভিজুয়ালী যেতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—আজকে যে অ্যাজেণ্ডা আছে সেটা খুব বেশী নয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি অনুরোধ করছি হাউস অ্যাডজোর্ণ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি দুঃখিত এই জন্য যে, আমি হাউস অ্যাডজোর্ণ করতে পারব না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—আমাদের রিজলিউশন আছে। আমাদের ডিসকাশনের সুযোগ থাকবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনারা একজন একজন করে দেখা করে আসুন। যার রিজলিউশন থাকবে তিনি থাকবেন ডিস্কাশনের জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সব সময়েই দেখেছি বিধানসভায় কেউ মিছিল করে এলে হাউস কিছুক্ষণের জন্য অ্যাডজোর্ণ করে রাখা হয়েছে। আমরা এটা বহুবার দেখেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই রকম নজীর নাই। Next item in the List of Business is discussion & Voting on Demands for Excess Grants for the year 1963-64. To-day 4 Demands viz. Demand Nos.—9—General Administration, 14—Education, 26—Public Works (including roads) and 28—Pension and other Retirement Benefits are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands and there will be discussion on the demands. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 9—General Administration.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,29,111/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 9—General Administration.

Mr. Speaker :—I am putting the main demand to vote.

The question before the House is that the Hon'ble Finance Minister moved that a further sum not exceeding Rs. 1,29,111/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 9—General Administration.

Mr. Speaker :—As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices—'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice).

The Demand is Passed.

Now I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 14.—Education.

Shr Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,18,196/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 14—Education.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আলোচনা না করেই পাশ করিয়ে দিলেন, এটা কেমন কথা হল ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি তো আলোচনা করবেন বলে বলেন নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি আগেই বলেছি আমি আলোচনা করব। এর জন্য আমি বসেছিলাম। আমি আপনার ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করে ৫ মিনিটের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনার আলোচনা করবার সুযোগ তো আছেই।

(শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বাইরে বেরিয়ে গেলেন)

মিঃ স্পীকার — ডিমাণ্ড নং ফোরটিনে আপনারা কেউ আলোচনা করবেন ?

Mr. Speaker :—Now, I am putting the main demand to vote.

The question before the House is that the Hon'ble Finance Minister moved that a further sum not exceeding Rs. 3,18,196/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 14—Education.

(None come forward to discuss)

Mr. Speaker :—As may as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

The demand is passed.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 26. Public works (including roads).

Shri Krishnadas Bhattacherjee :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 21,90,103/- be granted to meet the exces expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of demand No. 26—Public Works (including roads).

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কথা আছে এই ডিমাণ্ড সম্বন্ধে। এটা দেখা যাচ্ছে ১৯৬৩—৬৪ সনের এক্সেস্ ডিমাণ্ড। যদি এক্সেস্ ডিমাণ্ড ১৯৬৩—৬৪ সনের এখন করতে হয় তাহলে এটা ১৯৬৫—৬৬ সনে না আসার কারণটা কি ? কেন এটা এরকম ভাবে অনেক দিন পরে এল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি ৬৩—৬৪ এর যে বাজেট সেই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু খরচটা এক্সেস্ হয়ে যায়। তবে অ্যারিয়া ডিমাণ্ডে

এক্সেস হয় নাই। কিন্তু ঐ পারটিকুলার ডিমাণ্ডে এক্সেস হয়েছিল। তাতে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি এটা যখন বিবেচনা করেন তখন বললেন যে এটা ইউনিয়ন টেরিটরীজ অ্যাকটের সেকশান ১৩তে বোধ হয় এটাকে অ্যাসেম্বলীকে দিয়ে রেগুলেরাইজ করে নিতে বলেছেন। তাদের রিকমণ্ডেশান অনুযায়ী জাষ্ট টু রেগুলেরাইজ এটা আমরা দিচ্ছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এই যে একসেস ডিম্যাণ্ড তাকে সমর্থন করে আমি দুই একটি কথা বলছি। যখন একটা বাজেট করা হয় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টএ তখন সেই বাজেটে যে খরচ, তার থেকে যে অতিরিক্ত খরচ যেটা এন্টিসিপেট করা হয় না,.সেটা সাধারণতঃ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে পাশ করিয়ে নেওয়া হয় এবং সাপ্লি- মেন্টারী বাজেটে যদি পাশ করিয়ে নেওয়া না হয় তখনই ফর আনএভয়েডএবল রীজন হিসাবে সেটাকে একসেস গ্র্যাণ্ট হিসাবে এখানে দেওয়া হয় এবং পি. এ. সি তার কন্সিডারেশনের জন্য অনলি টু রেগুলারাইজ সেটাকে রিকম্যাণ্ড করেছে। কিন্তু এই একসেস সম্বন্ধে কয়েকটা মন্তব্য আছে সেটাই আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। কারণ এই একসেস গ্রাণ্ট কোন অবস্থায়ই এন্কারেজ করা যায় না। Parliamentary Procedure in India by A. R. Mukherjee (pages 298&299) says—'Excess expenditure is always considered a serious matter and a financial sin so much so that the British House of Commons recorded its disapproval of excess expenditure in a resolution on 30th March, 1849 in the following language :—

"When a certain amount of expenditure for a particular service has been determined upon by Parliament, it is the bounden duty of the Department, which has that service under its charge and control, to take care that the Expenditure does not exceed the amount placed at its disposal for that purpose," and that according to our Practice and Procedure of Indian Parliament by S. S. More (page 449) সেখানে আমরা দেখছি যে একসেস গ্র্যাণ্ট সম্বন্ধে যখন উঠেছিল তখন বলেছিল—

"Excess votes are naturally few and far between, since they amount to a confession of incompetent estimating or bad accountancy on the part of the department concerned."

অতএব সেখানে আমাদের হাউসে যদিও আমরা এই একসেস গ্রাণ্ট সমর্থন করছি এবং আনএভয়েডএবল বলে আমরা এটা পাশ করছি কিন্তু আমি হাউসে স্পীকার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই যে পার্লামেন্টারী প্রসিড্যুর মন্তব্য যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে—since they amount to a confession of incompetent estimating or bad accountancy on the part of the department concerned.

আমি শুধু এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি যাতে একসেস গ্র্যাণ্ট সম্বন্ধে বাজেট করার সময় এফিশিয়েন্সী অব স্টাফ এবং এফিশিয়েন্সী অব ডিপার্টমেন্ট কনসার্নড ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাই।

Mr. Speaker :—Any other Member will take part in the discussion ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, মাননীয় সদস্য শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত যে কথাটা বললেন এটা সম্পূর্ণ সত্য এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যে রুলিং, যে মন্তব্য তিনি বললেন এটাও সম্পূর্ণ আমি স্বীকার করছি। আমাদের এ্যাসেম্বলী এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা পার্থক্য রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য স্বীকার করবেন। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি এখানে বলেছেন যে এষ্টিমেটিং অব বাজেট পারফেক্টলি না হওয়ার দরুন এইগুলি হয়। কিন্তু এষ্টিমেট হয়তো আমরা ঠিকমত করলাম কিন্তু রিসিট সাইডটা আমাদের হাতে নয় সেইজন্য আমাদের অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের খরচের দিকটা কেটে দেয়, তাতে হয় কি খরচের জাস্টিফিকেশান থাকলেও কেটে দেওয়ার দরুণ বেশী বরাদ্দ রাখতে আমরা পারি না, শেষ মুহূর্তে হয়তো কোন কোন হেডে কিছু কিছু একসেস পাওয়া যায় এবং সেগুলি দিয়ে বিশেষ কতকগুলি কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবেন যে গত ১৯৬৬-৬৭ সনের যে বাজেট এই হাউসএ পাশ করা হয় তাতে স্যাংশাণ্ড যে গ্র্যান্ট যখন নাকি রিভাইজ্ড বাজেট আমরা আরও তার চেয়ে টাকা বাড়িয়ে বাজেট পাঠালাম তখন হ'ল কি ওভার অল স্যাংশাণ্ড গ্র্যান্ট যা দিয়েছিল রিভাইজড বাজেটে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া দূরের কথা স্যাংশাণ্ড গ্র্যান্ট যেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কমিট করেছিল, সেটার থেকেও কিছুটা কেটে দিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে রিসীট সাইড আমাদের কনট্রোলে না থাকায় এস্টিমেট ঠিকমত কাজ করছেনা। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্টএর কথাটা এখানে খাটে না যদি রিসীট সাইডের উপর আমাদের কন্ট্রোল না থাকে সেটা এই গভর্ণমেন্টএর নাই, এই এ্যাসেম্বলীর নাই। সুতরাং হয়তো আমাদের পাঁচটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে—পি. ডবল্যু. ডি. এগ্রিকালচার, হেলথ, এডুকেশান প্রভৃতি, এই ডিপার্টমেন্টগুলির এস্টিমেট দিলাম যে আমাদের আরও দুই তিন অথবা চার লক্ষ টাকা দরকার। আনফরচুনেটলী হয়তো এডুকেশানের টাকাটা এমনভাবে কাটলেন যে এই দিয়ে একটা বিশেষ জরুরী কাজ করা যাচ্ছে না। কিন্তু আবার হয়তো ফরচুনেটলি দেখা গেল আরেকটা ডিপার্টমেন্টের টাকা কম কেটেছে সেখানে কিছু একসেস বছরের শেষে পাওয়া যায়, তখন সেই টাকা দিয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজটা করিয়ে নিতে হয়, এই সবক্ষেত্রে ভেরিয়েশান আমাদের করতে হয়। যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পদ্ধতি এখানে গ্রহণ করা হয় তা হলে আমাদের ত্রিপুরার স্বার্থের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হবে। কারণ রিসীট সাইডএর উপর আমাদের কন্ট্রোল নাই। সেই জন্যই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রুলিং বা নজীর যেটা মাননীয় সদস্য এখানে উদ্ধৃত করলেন সেটা এখানে প্রযোজ্য না করাই উচিত।

Mr. Speaker :— Now the discussion is over. Now I put the Demand to Vote.

The question before the House is that the Hon'ble Finance Minister moved that a further sum not exceeding Rs. 21,90,103/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in couse of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 26—Public Works (including roads).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

No Voice.

I think Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it,

The Demand is passed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his **Demand No. 28—** Pensions and other Retirement Benefits.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,95,883/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 28—Pensions and other Retirement Benefits.

Mr. Speaker :—Will any member take part in the discussion ?

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—Hon'ble Speaker, Sir, আমি এটা সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এটা সত্যি কথা যে রিসিট সাইড আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আমরা যখন বাজেট করি এবং বাজেট যখন ফাইন্যালী স্যাংশন হয়ে আসে তখন আমরা কোন হেডে কত খরচ করব সেটা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেরই উইদিন দি বাজেট থাকা উচিত এবং তার উপরেও এষ্টিমেট করা হয়। তারপর যখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সেটা কেটে দেয় তখন অন্য ডিপার্টমেন্টের টাকা থেকে কেটে এনে কাজ চালানো হয়। তখন টাকা এক্সেস থাকলে বা সেভিংস হলে সেটাকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মারফত আমরা রেগুলেরাইজ করতে পারি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের যে বৃটিশ পার্লা-মেন্টের নজীর সেটা শুধু বৃটিশ পার্লামেন্টের নজীর নয়, আমি যেটা বলেছিলাম সেটা ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টেরও নজীর। আমার কথা হচ্ছে টু ডিসকারেজ দি ডিমাণ্ডস ফর এক্সেসেস গ্র্যান্ট। এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সাপ্লিমেন্টারী দিয়ে যত এক্সেস ডিমাণ্ড কম আনা যায় ততই মঙ্গল। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই নজীরটা এখানে দাঁড় করিয়েছি। নতুবা একটা খারাপ নজীর হয়ে যায়। সেই যে নজীরটা, সেটাকে এনকারেজ করা উচিত নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— অনারেবল স্পীকার স্যার, এক্সেস ডিমাণ্ড যদি পাস করাতে হয় তাহলে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করার প্রয়োজন পড়ে না। এক্সেস ডিমাণ্ডই যদি আমরা প্রত্যেক বছর, ১৯৬৩-৬৪ এর ডিমাণ্ড যদি আজকে হয় সেই প্রয়োজনীয়তা মনে করেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করা হয় এবং ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে টারগেট তাতে তাদের যে ভলিয়ম অব ওয়ার্ক, তাদের যে ক্যাপাসিটি অব আদার নেসেসিটি তার উপর নির্ভর করেই এই বাজেট করা হয় এবং ১৯৬৩-৬৪ সালেও এই চিন্তাধারার উপর নির্ভর করেই এই বাজেট হয়েছিল। তদুপরি আজকে দেখা যায় ১৯৬৬-৬৭তে গিয়ে অ্যাকসেস হয়েছে বলে এই প্রশ্নটা এসেছে। যদিও আমি এই ডিমাণ্ডটা সমর্থন করে যাচ্ছি তথাপি টেকনিক্যাল পয়েন্ট অব ভিউ থেকে এটা আমি মেনে নিতে পারি না।

Mr. Speaker : Hon'ble Finance Minister to please give reply.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্সেস সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করি বলেই এক্সেস গ্র্যানটের কোন প্রয়োজন নাই সেটা আমি স্বীকার করি না। এক্সেস গ্র্যান্ট হয় এবং তার জন্য প্রভিশনও রয়েছে। তা না হলে তার কোন প্রভিশন থাকত না। সেটা রেগুলেরাইজ করার জন্য কোন ক্লজ বা সেক্সান থাকতো না। এক্সেস ডিমাণ্ডের প্রয়োজন আছে এবং সেই জন্যই সেই প্রভিশন রাখা হয়েছে। সেটা রাখা হয়েছে তার কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমারজেন্সী কেসে সেগুলির প্রয়োজন হয়। সেজন্যই রাখা হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত যেটা বলেন যে সেটাকে এনকারেজ করা উচিত নয় তাহলে ডিপার্টমেন্ট ইনডাল্জেন্স পেয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কোয়ায়েট কারেক্ট। তারজন্য ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট সব সময় অ্যালার্ট আছে এবং তারা যদি এক্সেস এক্সপেণ্ডিচার করতে চায় তাহলেও সেটা করাটা খুব সহজ নয়। সেটা করতে গেলেই ডিপার্টমেন্টের অনেক বেগ পেতে হয় এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট সেটা যথেষ্ট কড়াকড়ি করেন এবং ভাল করে বিবেচনা করে দেখেন যে সত্যি সত্যি সেই এক্সেস প্রয়োজন কিনা। সেটা খুব ভালভাবে দেখেই এবং অনেক কড়াকড়ি করেই সেই এক্সেস গ্র্যান্টটা দেওয়া হয়। সেই দিক দিয়ে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট লক্ষ্য রাখবেন এবং রাখছেন এই আশ্বাস আমি দিতে পারি।

Mr. Speaker :— The discussion is over. Now I may put the demand to vote.

The question before the House is that the Hon'bls Finance Minister moved that a further sum not exceeding Rs. 2,95,883/-, be granted to meet the excess expenditure incurred in course of payment during the period from 1. 7. 63 to 31. 3. 64 in respect of Demand No. 28—Pensions and Other Retirement Benefits.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice).

The demand is passed.

Next item in the list of business, the Appropriation (No- 4) Bill. 1967 (Bill No. 5 of 1967) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his Motion for leave to introduce the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1967 (Bill No. 5 of 1967).

Mr. Speaker :— Now the queseion before the House is that the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee for leave to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1967 (Bill No. 5 of 1967).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

No voice.

Mr. Speaker :— I think 'Ayes' have it, "Ayes" have it. 'AYES' have it. The leave to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1967 (Bill No. 5 of 1967) is granted.

(Secretary read the title of the Bill)

Mr. Speaker :— I shall call on Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1967(Bill No. 5 of 1967).

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minisrer) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1967(Bill No. 5 of 1967).

Mr. Speaker ;—The question before thc House is that the Appropriation (No. 4) Bill, 1967(Bill No. 5 of 1967) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice).

I think 'AYES' have it,.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Appropriation (No. 4) Bill, 1967(Bill No. 5 of 1967) is introduced.

(Copies of the Bill were circulated to the Members)

(Deputy Speaker took the Chair).

Mr Speaker —I shall now give my ruling to the point of order raised by Shri Upendra Kumar Roy, M. L. A. on 19. 12. 67.

This House has precedence that the Resolution in the form in which it has been admitted, is admissible. I have followed the rule 69 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripnra Legislative Assembly as well as the precedence created by my Hon'ble Predecesser. Extract of the Rule 69 quoted above reads thus : --

"The resolution may be in the form of .... or in such form as the Speaker may consider appropriate."

As to the precedence created by my Hon'ble Predecessor I would recall the attention of the House to the Resolutions discussed in the House on 18. 12. 64., 7. 10. 65., 29. 10. 65, 18. 3. 65., 22. 3. 66., 2. 9. 66., 30. 8. 66., 5. 4. 66., 10. 3. 66., 25. 3. 66., 10. 3. 66 etc., etc. Hence the point of order in this respect is ruled out.

Shri U. K. Roy :—Point of clarification Mr. Speaker, sir. There has been a precedence stated here. Was the resolution in this form ? Did these contain defamatory expressions also. "যেহেতু এই আইন কার্যকরী করার সময়ে চরম দুর্নীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে"।

Mr. Speaker :—It is not defamatory and not unparliamentary.

Shri U. K. Roy :—Is it not defamatory ?

Mr. Speaker :—No.

The Resolution of Shri Bidya Ch. Deb Barma which was shown on the List of Business for 19. 12. 67 could not be disposed of that day. Now I shall call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to raise discussion on his Resolution that—

This Assembly is of opinion that—

যেহেতু, বর্তমান ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনটিতে ভূমিহীন, ভাগচাষী কোর্ফাপ্রজা এবং গরীব কৃষকদের স্বার্থরক্ষিত হয় নাই,

যেহেতু, এই আইনের সুযোগে কৃষক উচ্ছেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে,

যেহেতু, এই আইনের বলে রাজস্ব এবং নজরানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে,

যেহেতু, এই আইন কার্যকরী করার সময়ে চরম দুর্নীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে,

সেই হেতু, এই ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন (১৯৬০) সংশোধন করার জন্য এবং প্রয়োজন বোধে কোন কোন ক্ষেত্রে জমির পুনর্জরীপ করার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

As the proposer Shri Bidya Ch. Deb Barma is absent, the resolution moved by him deemed to be withdrawn.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Umesh Lal Singh to move his Resolution that—this Assembly is of opinion that in view of the different kind of treatment for various diseases and to patronise the Homeopathic treatment one Homeopathy Hospital at Agartala and some charitable dispensaries in the sub-divisional Headquarters should be started with proper and requisite staff. So, for this purpose necessary fund is to be allotted in the next year's budget.

Shri U L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I wish to raise the resolution as follows :—

"This Assembly is of opinion that in view of the different kind of treatment for various diseases and to patronise the Homeopathic treatment one Homeopathy Hospital at Agartala and some charitable dispensaries in the sub-divisional Headquarters should be started with proper and requisite staff. So, for this purpose necessary fund is to be allotted in the next year's budget."

Hon'ble Speaker, Sir, আমি এই প্রস্তাব আনছি। আশা করি হাউস তা গ্রহণ করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে প্রথমেই স্পীকারকে বলেছিলাম, যে গ্র্যান্ট যে চাওয়া হয়েছে তার উপর আমি বক্তব্য রাখব, ডিসকাশানে পার্টিসিপেট করব এবং সেইজন্য আমি বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মাকে পাঠিয়ে আমি নিজে থেকে যাই কিন্তু স্পীকার আমাকে বলার জন্য আহ্বান না করে, অর্থমন্ত্রী ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৯—জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশান মুভ করার সাথে সাথে ভোটে দিয়ে পাশ করিয়ে নেন এবং আমাকে বলার সুযোগ দেননি। তদুপরি এই জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান'এর উপর আমার একটা মোশান ছিল সেটাও তিনি ডিসএ্যালাউ করেছেন। আমি ডিম্যাণ্ডের উপর আলোচনার সুযোগ পাব এই কনসিডারেশানে আমি সেটা মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু এটাও তিনি করতে দিলেন না। কাজেই আমি মনে করি তিনি আমাদের অধিকারকে খর্ব করেছেন অতএব তার প্রতিবাদ হিসাবে সারাদিনের জন্য আমরা এই হাউস কক্ষ ত্যাগ করলাম।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব মাননীয় সভ্য উত্থাপন করেছেন, হোমিওপ্যাথি প্রচলন দরকার সেটা আমি স্বীকার করি এবং তার ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী এবং ঔষধ তৈরীর কাজ এখানে চলছে,

ডিসপেন্সারী খোলা হয়েছে এবং সেখানে ঔষধ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা আছে এবং আবশ্যকতা আছে সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ফিনানসিয়াল পজিশন। অর্থ আমাদের আনতে হয় সেনট্রাল থেকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত মাননীয় সভ্যকে জানাব যে ফোর্থ প্ল্যান এখন চলছে না, এখন একটা ইন্টারমিডিয়ারী স্টেজ এবং তাতে অর্থাদির বরাদ্দ কতটুকু হবে কিভাবে হবে সেটাও আমরা সঠিক এখন বলতে পারছি না। ১৯৬৯-৭০ ইং থেকে ফোর্থ প্ল্যান সুরু হবে। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মাননীয় সদস্যকে বলব উনি যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যাহার করে নেন তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Umesh Lal Singh.

শ্রীউমেশলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে আমি অত্যন্ত আশান্বিত। আমি জানতাম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বেশ কিছু ব্যুৎপত্তি তার আছে। অবশ্য তিনি ডিপ্লোমা পাননি কারণ তাঁর শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হয়নি, সেই হিসাবে আমি আশা করি তিনি যখন এই হোমিওপ্যাথ শাস্ত্রে অনুরক্ত এবং তিনি যেহেতু এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন সেই হিসাবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পাঁচটি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী আছে এবং সরকারী সাহায্যে চলছে।

ডাইরেকটরেট অব হেল্থ সার্ভিসেস থেকে তার কাজ চলছে। কিন্তু যতটা পরিমাণ কাজ হওয়া দরকার ততটা হয়নি বলেই আমি এখানে প্রথম একটা হাসপাতাল এবং প্রত্যেক সাবডিভিশনেই একটা করে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী চেয়েছি এই প্রস্তাবের মারফতে। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন। তারা নিজেরাই রীতিমত প্র্যাকটিস করে থাকেন। ডাক্তার পাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না এবং আমি দেখেছি অ্যালোপ্যাথি পড়ে যারা বড় বড় ডিগ্রি লাভ করে আসেন তারাও অনেক সময় পরবর্তীকালে অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে থাকেন এবং এই জাতীয় নামকরা ডাক্তারের অভাব ভারতবর্ষে নাই। সেই হিসাবে এটাকে প্যাট্রনাইজ করা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে দরকার ছিল। যাই হোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আশ্বাস দিয়েছেন। সেই হিসাবে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করছি।

Mr. Speaker :—Now I shall have to take the leave of the House to withdraw the Resolution.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice 'AYES').

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice)

I think 'AYES' have it (Pause)

'AYES' have it, 'AYES' have it.

The Resolution is withdrawn.

Mr. Speaker— There is another resolution of Shri Suresh Chandra Choudhury. I would call on Shri Choudhury to move his Resolution that—This Assembly is of opinion that the existing 5 (five) non-Municipal towns of Tripura, such as (1) Dharmanagar, (2) Khowai, (3) Radhakishorepur, (4) Belonia and (5) Kailashahar consisting of population of (1) 13,240, (2) 8,782, (3) 8,778, (4) 8,744 and (5) 8,575 respectively as per Census 1961, be declared as Municipal Towns and the Act of Municipality of Tripura be extended over them at an early date.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবে উল্লিখিত জায়গাগুলিকে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা শহরগুলিকে নামে মাত্র শহর বলা হয়। ঐসকল অঞ্চলে জনসাধারণ শহরের কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। বিশেষতঃ ১৯৬১ইং এর পরে ত্রিপুরাতে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে শহরগুলিতে তার সংখ্যা কম নয়। তাতে এই সেনসাস রিপোর্টে যে পপুলেশন দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে আরও অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে কতকগুলি বিষয়ে এই শহরগুলিতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে পানীয় জল, রাস্তা, ড্রেন বা যেসব শহরে বর্ত্তমানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, ষ্ট্রিট্ লাইটের ব্যবস্থায় এই শহরগুলিতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইতিপূর্ব্বে আর, ডব্লিউ, এস থেকে শহরের টিউবওয়েল, রিংওয়েলগুলি মেরামত করে বসানো হয়েছে। এখন আর. ডব্লিও, এস্ সমস্ত ব্লক হেড়ে চলে গেছে। ব্লক মনে করে শহরগুলি আমাদের আওতার বাইরে। আমরা গ্রামের কাজ করব, শহরের কাজ করব না। তাতে শহরের প্রায় সমস্ত টিওবওয়েল, রিংওয়েলগুলি অকেজো হয়ে গেছে। আর রাস্তা পি, ডব্লিও, ডি, থেকে মেরামত করা প্রয়োজন। কিন্তু সেইভাবে করা হয় না। কারণ পি, ডব্লিও, ডি মনে করে আমাদের প্ল্যান ওয়ার্ক আছে, আমরা সেগুলিই করব। ননপ্ল্যান ওয়ার্ক আমরা করব না। এই জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়ে শহরগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা খুব অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে যে সমস্ত শহরে ইলেকট্রিসিটি আছে সেই সমস্ত শহরে ষ্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ষ্ট্রিট লাইটের পয়সা যোগাড় করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়ত দেখা যায় চাঁদা আদায় করে মাঝে মাঝে এইসব চালিয়ে নিতে হয়। যদি মিউনিসিপ্যালিটি হয় তাহলে আইনসম্মতভাবে এইসব ষ্ট্রিট লাইটের জন্য ট্যাক্স আদায় করে এইসব চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং শহরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা যদি এই মিউনিসিপ্যালিটির হাতে থাকে তাহলে রাস্তা, পানীয় জল এবং ড্রেনেজ ইত্যাদি করা যেতে পারে। আমি এই কারণে এই প্রস্তাব হাউসে রাখছি এবং আশা করি আমার এই প্রস্তাব সমর্থিত হবে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিউনিসিপ্যালিটি হোক এবং সেই টাউন গড়ে উঠার সাথে সাথে জনসাধারণের চাহিদা থাকে যে সে ভাল জল পাবে, রাস্তার আলো

পাবে, ড্রেন চাইবে, রাস্তার উন্নতি চাইবে এটা স্বাভাবিক। আমরা সেই অনুসারে বেংগল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট গ্রহণ করেছি এবং "any place or town can be declared as notified area". তবে তার সঙ্গে তিনটা কণ্ডিশন আছে। সেই তিনটা কণ্ডিশন এর মধ্যে একটা ফুলফিল করা চাই যে নিউ টাউন গ্রো করছে, এইরকম হওয়া চাই। এর আর একটা হল "any area for industries and other establishment are in progress and any area which does not fulfil the condition for being constituted Municipality under this act".এই তিনটা আমাদের দেখতে হয় এবং অর্থেরও বরাদ্দের কথা আমাদের চিন্তা করতে হয়। সেটাও মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন। সেই অনুসারে আমরা নিজেরা মনে করছি যে ধর্মনগরে, কৈলাসহরে, বিলোনীয়া এবং উদয়পুর এই চারটিকে নোটিফাইড্ অ্যারিয়া করা যায় কিনা সেটা আমাদের দেখতে হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে ত্রিপুরার যে আরো ৬টি সাবডিভিশন আছে ঐ জায়গাগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি প্রচলন করতে হবে। তবে এইগুলিকে নোটিফাইড্ অ্যারিয়া করতে গেলে পরে এইসমস্ত কণ্ডিশন আমাদের দেখতে হবে, স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে এবং অর্থের বরাদ্দ করতে হবে এবং তার সাথে সাথে সুইপার্স প্রগ্রাম যেটা সেটাও দেখতে হবে। জলের বন্দোবস্তের কথাও চিন্তা করতে হবে। অতএব এটা সময় সাপেক্ষ। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফৎ মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই পরিপ্রেক্ষিতে যেন তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

Mr. Speaker :—Now I call on mover of the Resolution.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই শহরগুলিকে নোটিফাইড্ এরিয়া করার জন্য যেকথা বলেছেন এবং আপাততঃ অর্থ সংকুলানের কথা দেখিয়েছেন, নোটিফাইড্ এরিয়া করে শহরগুলিকে উন্নতি করার ব্যবস্থা করার কথা যে বলেছেন তাতে আমি মনে করি এই প্রস্তাব এই হাউসে রাখার প্রয়োজনীয়তা নাই। আমি এই প্রস্তাব উইদড্র করলাম।

Mr. Speaker :—The resolution is to be withdrawn with the leave of the House.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

—

Mr. Speaker :—I think, Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The resolution is withdrawn with the leave of the House.

Mr. Speaker :— There is another Resolution of Shri Promode Ranjan Das Gupta. I would call on Shri Das Gupta to move his resolution that— This Assembly requests the Government of India to amend the Constitution to make the necessary provisions for raising the Union Territory of Tripura to the status of the State.

As the Mover of the Resolution is absent, the resolution deemed to be withdrawn

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 21st December, 1967.

Papers laid on the Table
Appendix 'A'

STARRED QUESTION NO. 152

By **Shri Aghore Deb Barma.**

QUESTION

(1) Whether any construction grant has been sanctioned to the Kanchanbari H. S. School, Kailashahar ;

(2) if so, whether the construction has been started ;

(3) if not, reasons thereof ?

ANSWER

(1) No.

(2) Does not arise.

(3) No construction grants are being given to Government H/S School, Kanchanbari H/S School being a Government one, the question of sanctioning construction grants to the School does not arise.

Starred Question No. 548

by Shri Promode Rn. Das Gupta.

QUESTION

1) Total No. of Social Welfare Centres opened under Mohanpur Block from 1964 to 1967 (Upto October, 1967) ;
2) total number of Social Welfare Workers serving under Mohanpur Block in 1967 (upto October, 1967) ;
3) No. of Centres closed with name ;
4) if closed, the reason thereof ?

ANSWER

1. Nil
2. Nil
3. Does not arise.
4. Does not arise.

Appendix 'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 532

by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় তপশীলী জাতির কত ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করে। তন্মধ্যে কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ষ্টাইপেণ্ড পাইতেছে; আলাদা ভাবে হিসাব ;

২। স্কুলে ৪০% নম্বর পাইলে বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড পাইবার নিয়ম বাতিল করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী মাত্রকেই ষ্টাইপেণ্ড দিবার নিয়ম চালু করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

৩। স্কুল বোর্ডিং হাউসের আবাসিক ছাত্র ছাড়া স্কুলের তপশীলি জাতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ষ্টাইপেণ্ড দিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? থাকিলে তাহার বিবরণ।

৪। অবিলম্বে তেলিয়ামুড়ায় তপশীলি জাতির ছাত্রদের জন্য কোন বোর্ডিং হাউস করা হইতেছে কি ?

উত্তর

১)
২)
৩)
৪)

Materials are being collected.

UNSTARRED QUESTION NO. 478

by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। রবীন্দ্র শত বার্ষিক কমিটি কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। যদি ভাঙ্গিয়া না দেওয়া হইয়া থাকে—উহার কার্য্যাবলী বর্ত্তমানে কি।

৩। রবীন্দ্র ভবন নির্ম্মাণের ব্যাপারে ঐ কমিটির কি কোন ভূমিকা আছে, যদি থাকিয়া থাকে তা কি ধরণের।

৪। ঐ কমিটি চালু থাকিলে গত ৫ বছরে উহার কয়টি বৈঠক হইয়াছে এবং তাহাতে কি কি কাজ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

উত্তর

১। না।

২। কমিটির হিসাব নিকাশ পরীক্ষাধীনে আছে।

৩। হাঁ, চিলড্রেন পার্কে রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গল শিলা স্থাপন।

৪। হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 479—by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা গত আগষ্ট মাসে কি কি দাবীর উপর ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন।

২। ঐ সকল দাবীর উপর সরকার পক্ষ হইতে কি কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

৩। প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ পর্য্যন্ত কি কি কাজ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা নিম্নলিখিত দাবীগুলির উপর ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন।

(ক) আগামী বৎসরের মধ্যে পরিকল্পিত স্থানে কলেজ বিল্ডিং নির্ম্মাণের কাজ শেষ করা।

(খ) কলেজের সমস্ত শাখায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের ব্যবস্থা।

(গ) এ্যাসিষ্ট্যান্ট সহ একজন লাইব্রেরীয়ান।

(ঘ) একটি পড়িবার হলঘরের ব্যবস্থা।

(ঙ) একটি ১৬ মিঃ মিঃ প্রজেক্টর, একটি টেপ-রেকর্ডার, রেডিও, ক্যামেরা এবং ব্যায়ামের সরঞ্জাম।

(চ) একটি ডাকঘর।

(ছ) খেলাধূলার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

(জ) সপ্তাহে তিনদিন হোষ্টেল পরিদর্শন (ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা) করার জন্য একজন এম, বি, বি, এস মেডিক্যাল অফিসার।

(ঝ) একটি কেন্টিন।

(ঞ) প্রত্যেক হোষ্টেলের জন্য পর্য্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা।

(ট) একটি মাইক, একটি ডাইনামো, একটি গ্রামোফোন, এবং প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্রাদি।

(ঠ) প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পরিচয় পত্র।

২। সরকার পক্ষে প্রিন্সিপ্যাল নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন :—

(ক) যাহাতে জিরানীয়াতে নূতন নির্ব্বাচিত স্থানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শীঘ্রই আরম্ভ করা যায় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

(খ) ইউ, পি, এস, সি, কর্ত্তৃক আবশ্যকীয় শিক্ষক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(গ) অবশিষ্ট দাবীসমূহ মিটাইবার আশু ব্যবস্থা হইবে।

৩। ষ্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(ক) ইউ, পি, এস, সি কর্তৃক মনোনীত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএর জন্য একজন প্রফেসর কাজে যোগদান করিয়াছেন।

(খ) এড্ হক্ নিয়োগ ব্যবস্থায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর জন্য একজন এসিঃ প্রফেসর নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তিনি কাজে যোগদান করিয়াছেন।

(গ) ইহা ছাড়াও ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য বিভাগ হইতে ভিজিটিং লেকচারার দ্বারা রীতিমত সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিকেল শাখায় শিক্ষাদানের সাময়িক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলার সরঞ্জাম ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহা পরিচালনা করিবার জন্য একজন ইন্‌ষ্ট্রাক্টারও নিয়োগ করা হইয়াছে।

(ঙ) পড়িবার সুবিধার জন্য ছাত্রদের 'রিডিং রুমের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(চ) মাইকএর একটি সেট ক্রয় করা হইয়াছে।

(ছ) সকল ছাত্রকেই পরিচয়পত্র দেওয়া হইয়াছে।

(জ) বর্ত্তমানে ১নং এবং ২নং হোষ্টেলে উন্নত ধরণের আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 414—Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

(১) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের পদে চাকুরীর জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে কোন সাব-ডিভিসনে কতজন প্রার্থী হন এবং কতজনের ইণ্টারভিউ লওয়া হয়।

(২) তাহাদের মধ্যে কতজনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে।

(৩) যাহাদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতজন কোন ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়াছেন।

(৪) যাহারা প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াও চাকুরী পান নাই এমন প্রার্থীদের সংখ্যা কত ?

উত্তর

(১) ১৯৬৬-৬৭ সনের মধ্যে কোনও ইণ্টারভিউ নেওয়া হয় নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

(৪) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 607

By Shri Suresh Chandra Choudhury.

প্রশ্ন

১) বগাফা রেশম শিল্প কেন্দ্রে কি কি ধরণের কাজ হয়,

২) ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ইং সনে এই কেন্দ্রের জন্য কত ব্যয় করা হইয়াছে, উক্ত সময়ে এই কেন্দ্রে কত আয় হইয়াছে,

৩) বগাফা রেশম শিল্প কেন্দ্রের জন্য কোন জমি খরিদ করা হইয়াছে কিনা ; যদি হইয়া থাকে—কত টাকায়, কত পরিমান জমি খরিদ করা হইয়াছে ? ইহা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৪) বগাফা ইণ্ডাষ্ট্রিতে ট্রেইনিং কাম প্রডাক্‌শন কেন্দ্রে কি জাতীয় কাজ হয় ; বৎসরে কত টাকা কর্ম্মচারীর বেতন দেওয়া হয় ? প্রডাক্‌শন কেন্দ্রের বৎসরে আয় কত ?

৫) ১৯৬৫-৬৬ইং ১৯৬৬-৬৭ইং সনে কত ট্রেইনার এখানে শিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন্ কোন্ বৃত্তির জন্য কতজন শিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে ?

উত্তর

১) বগাফা রেশম শিল্প কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ধরণের কাজ হয়। —

(ক) রোগমুক্ত রেশম পলুর ডিম উৎপাদন এবং বিনামূল্যে বিতরণ।

২) ... ১৯৬৫-৬৬ইং সনে ব্যয়—১৮,৯১২·০০
১৯৬৬-৬৭ইং সনে ব্যয়— ২০,৩২০·০০

ইহা একটি সাহায্যকারী কেন্দ্র বিধায় আয়ের প্রশ্ন উঠে না।

৩) ... হাঁ, ১,২০৫ একর জমি ১৭,২০৩·০০ টাকায় খরিদ করা হইয়াছে। অধিক খাদ্য ফলাও নীতিতে ইহার এক অংশে ধানের চাষ আছে।

৪) বগাফা ইণ্ডাষ্ট্রিতে ট্রেইনিং কাম প্রডাক্শন কেন্দ্র বলিয়া কিছু নাই।

৫) ... প্রশ্ন উঠে না।

খ) রেশম পলু প্রতিপালনের সম্যক পদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে জ্ঞাত ও উৎসাহিত করা, প্রতিপালনে ব্রত ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন বিষয়ক সাহায্য করা।

গ) বিনামূল্যে ভেরণের বীচি, তুঁত গাছের বীচি/ডাল। চারা ইত্যাদি বিতরণ করা।

ঘ) ত্রিপুরাতে রেশম শিল্পের সম্প্রসারনের জন্য প্রচার কার্য্য চালাইয়া জন-সাধারণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করা।

UNSTARRED QUESTION NO, 339

By Sri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1) What amount have been sanctioned for the development of Tripuri Tribal dialects by the Government of India, yearwise break-up of the amount from 1960-61 to 1966-67 ;

2) amount spent year-wise break-up for the above mentioned years ;

ANSWER

1) | Government of Tripura spent
2) |

Rs. 4,532/- in '60-61
Rs. 4,307/- in '61-62
Rs. 2,900/- in '62-63
Rs. 3,100/- in '63-64
Rs. 34,918/- in '64-65
Rs. 24,776/- in '65-66
Rs. 800/- in '66-67.

UNSTARRED QUESTION No. 272
BY SHRI JATINDRA KUMAR MAJUMDER.

প্রশ্ন

(ক) রেশম শিল্পের ব্যাপক প্রচার ও উন্নতির জন্য সরকার কি ধরণের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন ;

(খ) ঐ বিভাগের পরিচালনার জন্য রেশম শিল্প বিষয়ক Higher course training প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত ?

(গ) ঐ শিল্প কার্য্যে আগ্রহশীল জনসাধারণ সরকার হইতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য ও ঋণ পাইতেছেন কিনা ;

(ঘ) যদি পাইয়া থাকেন ইহা কি ধরণের ?

উত্তর

(ক) রেশম শিল্পের প্রচার ও উন্নতির জন্য সরকার নিম্নলিখিত ধরণের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন।

(১) রেশম শিল্পে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা।

(২) ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে রেশম শিল্প কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন।

(৩) অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা বিবিধ প্রকার ও যোগাযোগের মাধ্যমে রেশম পলু প্রতিপালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে জ্ঞাত ও উৎসাহিত করা।

(৪) যাহারা রেশম পলু প্রতিপালনে লিপ্ত এবং গ্রহণে ইচ্ছুক তাহাদিগকে কারিগরি সাহায্য প্রদান করা।

(৫) বিনামূল্যে রোগমুক্ত রেশম পলু, ডিম, ভেরণের বিচি, তুঁত গাছের চারা/ডাল বীজ প্রভৃতি বিতরণ করা।

(৬) রেশম পলু প্রতিপালন গৃহনির্ম্মাণ, সরঞ্জামাদি এবং সূতা পাকানোর যন্ত্র ক্রয় বাবত খয়রাতি সাহায্য প্রদান।

(খ) ২ জন।

(গ) খয়রাতি সাহায্য করা হয়।

(ঘ) খয়রাতি সাহায্যগুলি নিম্নলিখিত ধরণের :—

(১) রেশম পলু প্রতিপালন গৃহনির্ম্মাণের শতকরা ৫০ ভাগ খয়রাতি সাহায্য

(২) রেশম পলু প্রতিপালনের সরঞ্জাম খরিদের শতকরা ৭৫ ভাগ খয়রাতি সাহায্য

(৩) এণ্ডিসূতা পাকানোর যন্ত্র খরিদের শতকরা ৭৫ ভাগ খয়রাতি সাহায্য

UNSTARRED QUESTION No. 481
BY SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA.

প্রশ্ন

(১) উদয়পুরের প্রদীপ ইণ্ডাষ্ট্রিজের পরিচালকদের নাম।

(২) ঐ প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা সরকারের নিকট হইতে কি কি সুযোগ সুবিধা পাইয়াছেন ;

(৩) ঐ প্রতিষ্ঠানে কত লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে ?

উত্তর

(১) শ্রী দীপক রায়।

(২) প্রতিষ্ঠানটি সরকার হইতে ইকনমিক্ রেণ্টএ ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটে (গকুলপুর) একটি ঘর ও ৩৪ (চৌত্রিশ) মেট্রিক টন ওজনের টিন প্লেইট (ওয়েষ্ট ওয়েষ্ট) পাইয়াছে।

(৩) প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে চালু নাই।

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER UNION TERRITORIES ACT 1963.

December, 21, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on the Thursday, the 21st December, 1967.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty four Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :— To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma. :—Question No. 156.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 156.

QUESTION.	ANSWER.
1) Whether any amount has been surrendered from the budget of Public Works Department in the year 1966-67.	Yes.
2) if so, the reasons therefor ?	(a) Due to Non-appointment of staff for non-sanction of additional division. (b) Abandonment of certain works. (c) Delay in sanction of Gumti Hydro Electric Project and finalisation of contract for

bulk supply of power from Assam.

d) change of scheme and specification.

(e) want of materials.

(f) Non-finalisation of contract due to high rates.

(g) Non-finalisation of Land Acquisition cases.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ ডিপার্টমেন্টের কত টাকা সারেণ্ডার করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নম্বার ৩৫৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৯।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) হালাহালি, মরাছড়া ও সালেমা হইতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের আবেদন শিক্ষা বিভাগে আসিয়াছে কিনা,	হাঁ।
(খ) আসিয়া থাকিলে ঐ সব স্থানের আগামী আর্থিক বৎসরে ঐ সব সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে আপগ্রেডেড করিয়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের স্বাংশান দেওয়া হইবে কি না ?	বিবেচনাধীনে আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৬।

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 346.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য Survey Settlement Department এর 4th & 3rd class কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হইলে T. A. ও D. A. দেওয়া হয় না ;

২) না দেওয়া হইলে তাহার কারণ কি ;

৩) ইহা কি সত্য কোন কোন ক্ষেত্রে সদর Hd. quarter হইতে ঐ Department এর 3rd এবং 4th class কর্মচারী বিভিন্ন Division এ স্থানান্তরিত হইলে T. A. এবং D. A. পাওয়া যায় ;

৪) কিসের ভিত্তিতে কাহারা পায় ও কাহারা পায় না তাহার কারণ কি ;

৫) Survey Settlement Department বিভিন্ন সময়ে একই আদেশে কর্মচারীদিগকে স্থানান্তরিত করিলে কোন কোন কর্মচারীকে T. A. এবং D. A. দেওয়া হয় ও কোন কোন কর্মচারীকে T. A. এবং D. A. দেওয়া হয় না ইহা কি সত্য ?

ANSWER

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হ্যা, নিয়মানুযায়ী সকলক্ষেত্রেই T. A. ও D. A. দেওয়া হয়।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

৫) না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরার দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে উদয়পুরের ফরেষ্ট অফিসে কোন অফিস রেজিষ্টার রাখিতেন না বলিয়া অডিট রিপোর্টে আপত্তি জানান হইয়াছে ?	না।
২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে অডিট রিপোর্টের আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৬।

প্রশ্ন

১) বিলনীয়া-মোতাই-ঋষ্যমুখ রাস্তার সোলিং-এর কাজ কোন ঠিকাদারকে কবে দেওয়া হইয়াছিল ;

২) ঐ কাজ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ;

৩) যদি অগ্রসর না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

৪) উক্ত ঠিকাদার কি কোন পার্ট পেমেন্ট পাইয়াছেন ;

৫) যদি পাইয়া থাকেন তাহার পরিমাণ ।

উত্তর

১) শ্রীআশুতোষ রায় ও শ্রীডিঃ পিঃ গাঙ্গুলীকে যথাক্রমে ৩-৭-৬৪ এবং ২৬-৫-৬৭ইং সনে দেওয়া হইয়াছিল ।

২) রাস্তার ০ মাইল হইতে ৬।২ ফাঃ অংশ সোলিং সম্পন্ন হইয়াছে ।

৩) ইট সরবরাহকারী ঠিকাদার কার্য্য সম্পন্ন করিতে অপরাগ হওয়ায় রাস্তার ৬।২ ফাঃ হইতে ১২।৪ ফাঃ অংশে ইট বিছাইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই ।

৪) হাঁ ।

৫) ১৪,৫৩১ টাকা ।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singha : —Question No. 425.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) **:**—Mr. Speaker, Sir, question No. 425.

QUESTION

1) Is it a fact that the non-gazetted A. S. O. 's have inherrent powers to deal with the cases under the provisions of the TLR and LR Act, 60 which all the gazetted A. S. O. 's can deal with ;

2) if so, why is the distinction of the cadre and why are non-gazetted A. S. O. 's deprived from pay and status of the Gazetted A. S. O. 's. ?

ANSWER

1) Yes, the statutory powers vested on both the Gazetted and Non-Gazetted Assistant Settlement Officer are indentical.

2) Kanungoes are promoted to the post of non-gazetted Assistant Settlement Officer in the scale of Rs. 250-15-400/- who are subsequently promoted to the Gazetted rank of Assistant Settlement Officer in the scale of Rs. 275-650/-by virtue of their seniority and efficiency.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং ঃ--নন-গেজেটেড এ, এস, ও, রা কত বেতন পান ?

Shri S. L. Singh :—Kanungoes are promoted to the post of non-gazetted Asstt. Settlement Officer in the scale of Rs. 250-15-400/- who are subsequently promoted to the gazetted rank of Asstt. Settlement Officer in the scale of Rs. 275-650/- by virtue of their seniority and efficiency.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং ঃ—এই ডিফারেন্সিয়েট করার কারণ কি ?

Shri S. L. Singh :—Statutory powers vested on both the Gazetted Non-Gazetted A, S, O. 's are identical, I have already stated.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ—যদি পাওয়ার আইডেনটিকেল হয় তাহলে এই দুইটা গ্রেড করার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—এখানে বলা হয়েছে কানুনগো থেকে যারা প্রমোটেড হবে তাদের দুইটি স্কেল আছে অ্যাকর্ডিং টু সিনিয়রিটি অ্যাণ্ড এফিসিয়েন্সী। তারা প্রথমে হবে নন্‌গেজেটেড এ, এস, ও, পরে হবে গেজেটেড এ, এস, ও। সেই অনুসারে দুইটি স্কেল করা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 529.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, question No. 529.

QUESTION

1. Has any representation been received by the Principal Engineer (PWD) for maintenance and new construction of some S. P. T. bridges at Dharmanagar Sub-division on 12. 6. 67 ?
2. if received, what has been done by the P. W. D. for the purposes ?

ANSWER

1) Yes.
2) The posibilities for construction of the S. P. T. bridges are under examination.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ৬টি ব্রীজের জন্য রিপ্রেজেনটেশন দেওয়া হয়েছিল সেই ৬টি ব্রীজই আণ্ডার একজামিনেশন আছে কিনা ?

Shri S, L. Singh :—The cases have been forwarded to the Executive Engineer, Northern Division (P. W. D.), Dharmanagar for detail reports which is awaited.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রিপ্রেজেনটেশনে উপ্তাখালি টু মঙ্গলখালি রোডে এস, পি, টি, ব্রিজের যে উল্লেখ ছিল এই সম্বন্ধে কি হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—I demand Notice.

Mr. Speaker :— Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri S. L. Singh (Chief Minister):—Mr. Speaker, Sir, question No. 596.

QUESTION	REPLY
1. Whether the pay scale of all the overseers and sub-overseers have been revised ;	1. Yes.
2. if not, the reason thereof ?	2. Does not arise

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন সি, পি, ড্বলিউ, ডি,-এর ওভারসীয়ার ব্রজেশ্বর সরকারের পে স্কেল এখনও কেন রিভাইজড হয় নাই ?

Shri S. L. Singh :— I want notice.

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—603.

Shri S. L. Singh (Chief Minister):— Mr. Speaker, Sir, question No. 603.

প্রশ্ন

১। কর্তৃপক্ষ কি অবগত আছেন যে কোন টেক্সি বনকরে মুহুরী নদী পার হইয়া বিলোনীয়া সহরস্থ টেক্সি ষ্ট্যাণ্ডে আসে না, সহর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে বনকর ঘাটেই অবস্থান করে ?

২। টেক্সি ভাড়ার উপর সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কি না ?

৩। কোন্ শ্রেণীর টেক্সি কতজন যাত্রী বহন করিতে পারে ?

৪। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মঘটের জন্য মোটর যানবাহন কতদিন বন্ধ ছিল এবং এই সময় যাত্রী পরিবহণের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১। এই ব্যাপারে কোন রিপোর্ট কাহারও নিকট হইতে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।
২। হ্যাঁ

৩। জীপ, টেক্সিগুলি যাত্রীসহ সাতজন এবং অন্যান্য সকল প্রকারের টেক্সিগুলিতে যাত্রীসহ ছয়জন লোক বহন করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

৪। যতদূর খবর আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১১।৯।৬৭ইং হইতে ১৭।৯।৬৭ইং পর্যন্ত গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। ১৮।৯।৬৭ইং হইতে ২দিন সরকার পক্ষ হইতে কয়েকটি বাস গাড়ী ও মালবাহী গাড়ী রিকুইজিসন করিয়া জরুরী অবস্থায় যাত্রী ও মাল পরিবহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ১৩।৮।৬৭ইং তারিখে, ১৪।৮।৬৭ইং, ২৩।৮।৬৭ইং তারিখে বাস গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that the electric Bill of the Chief Minister's residence has not been paid for the last one years ; 2) if so, whether the connection has been discontinued ; 3) if not, the reasons thereof ?	Materials are under collection.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমার বক্তব্য আছে। এই প্রশ্নটা এক বছর আগের, এখনও মেটেরিয়েলস ইজ বিইং কালেক্টেড, এটা কেমন কথা? এক বছরেও মেটেরিয়ালস কালেক্শান হয় নি, তাহলে এইভাবে প্রশ্ন পুট আপ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

Mr. Speaker :—Yes, I shall enquire into the matter. Let us go to the next question. Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das :—Question No. 321.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Starred Question No. 321.

প্রশ্ন

১) তালুকদারের অধীন প্রজা ও জোতদারের অধীন প্রজা অর্থাৎ কুর্ফা প্রজাতে তারতম্য কেন? কুর্ফা প্রজাদের বন্দোবস্ত লইতে খাজনার ৩০ গুণ নজর দিতে হয় ইহা কি ঠিক?

২) যদি ঠিক হইয়া থাকে কুর্ফা প্রজাদের বেলায় তালুকের অধীন প্রজাদের মত খাজনার ত্রিশগুণ নজর না দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি ?

উত্তর

১) তালুকদার একজন মধ্য স্বত্বাধিকারী। ১৯৬০ ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৪ ধারা অনুযায়ী মধ্যস্বত্ব সরকারে ন্যস্ত হওয়ার ফলে ঐ আইনের ১৩৫ (খ) ধারা অনুসারে তদধীনস্ত প্রজাগণ সরাসরি রায়তরূপে সরকারের অধীনে আসিয়াছে। উক্ত আইনের ২ (ক) ধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তি কোন রায়তের জমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চুক্তি অনুবলে নগদে বা দ্রব্যে বা উৎপন্ন শস্যের অংশ দিয়া খাজনা দেওয়ার সত্বে চাষ বা দখল করে তাহাকে কুর্ফা প্রজা বুঝাইবে এবং যে ব্যক্তি কোন রায়তের জমি ভাগ, আধি অথবা বর্গা নামে সাধারণতঃ অভিহিত প্রথায় চাষ বা দখল করে তাহাকেও বুঝাইবে। সুতরাং রায়ত ও কুর্ফা রায়তের মধ্যে বহু ব্যবধান রহিয়াছে। সরকার কুর্ফা স্বত্ব সৃষ্টি করিতে পারে না সুতরাং ভূমি রাজস্বের ত্রিশগুণ নজরানা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে আমি একটা প্রিভিলেজ মোশান মুভ করতে চাই। যেহেতু এই প্রশ্নটা এক বছর পূর্ব্বে এই হাউসে দেওয়া হয়েছিল এবং আজকে এক বছর পরও তার উত্তর এই হাউসকে দেওয়া হলনা অতএব আমি মনে করি এটা কনটেম্পট অব দি হাউস। কাজেই আমি উনার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনতে চাই।

Mr. Speaker :—The motion can not be brought just now. I have already told the Hon'ble Member that I am enquiring into the matter.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, খোয়াই কুর্ফা প্রজাদের পক্ষ থেকে কোন মেমোরেণ্ডাম পেয়েছেন কি না এবং সেই মেমোরেণ্ডামে কি কি দাবী করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কুর্ফা প্রজাদের বহু টাকা দিয়ে কুর্ফা স্বত্ব জোতদারদের থেকে খরিদ করতে হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—কুর্ফা প্রজাদের নিকট হইতে যে নজরানা নেওয়া হয় সরকার সেটা সংশোধন করবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৮।

প্রশ্ন	উত্তর		
(১) রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে জুম কাটার অপরাধে ১৯৬৬-৬৭ সালে কোন বিভাগে (Sub-division) কতজন জুমিয়ার বিরুদ্ধে কেস্ করা হইয়াছে এবং কতজনের নিকট হইতে জরি-মানা আদায় করা হইয়াছে।		লোকের সংখ্যা	কত জনের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হইয়াছে।
	Sadar	28	—
	Khowai	1	1
	Dharmanagar	—	—
	Kailashahar	—	—
	Udaipur	33	—
	Belonia	14	—
	Sabroom	24	—
	Sonamura	—	—
	Amarpur	—	—
	Kamalpur	—	—

(২) এই জরিমানার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ কত : —	Rs. 10/- (Rupees ten) only.		
(৩) কতজনের বিরুদ্ধে "কেস্" এখনো চালু আছে ?	Udaipur	—	10 persons.
	Sadar	—	10 persons.
	Sabroom	—	5 persons.

সাপ্লীমেন্টারী :—

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, অমরপুর সাবডিভিশানে এই জুম কাটার অপরাধে ৫০ জনের নিকট হইতে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা আদায় করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এখানে যে তথ্য আছে, তাতে দেখা যায় অমরপুর একটা কেস্ও হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ভারতীয় বন আইন অনুসারে ত্রিপুরা সরকার ইচ্ছা করলে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানা নির্দ্ধারণ করা আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— ভারতীয় বনআইনের ১০ ধারা অনুসারে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় জুম কাটার জন্য সরকার নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন, যদি তা না দিয়ে থাকে তার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— টঙিয়া সিস্টেমে রিজার্ভ ফরেস্টে তারা জুম কাটতে পারে এবং প্ল্যান্টেশানে যদি তারা কাজ করে তাহলে তারা প্রতি একরে ৪৫ টাকা করে অর্থ পায়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি টঙিয়া সিষ্টেমের কথা বলি নাই। আমি ভারতীয় আইনের ১০ ধারা অনুসারে জুম কাটার জন্য সরকার এলাকা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন, যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে ত্রিপুরা সরকার কেন দেন নাই, এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্রদেববর্মা :— কোয়েশচান নাম্বার ৪২০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশচান নাম্বার ৪২০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) অমরপুর-চেলাগাং-জলায়া রাস্তার পুল নির্মানের জন্য এই পর্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে, ২) পুলগুলির অধিকাংশ ভাঙিয়া যাওয়ার কারণ কি, ৩) পুল নির্মানের কাজ কবে কোন ঠিকাদারকে দেওয়া হইয়াছে তার বিবরণ। ৪) সীমান্তের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই সকল পুল নির্মাণের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— কোয়েশচান নাম্বার ৪৩৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ৪৩৩।

QUESTION

a) How many registered contractors are there under P. W. D. of Tripura.

b) What is the critearia and qualification required to become a registered or recongnised contractor of Tripura.

c) Is there any classification of contractors ;

d) If so, what are these classifications ;

ANSWER

a) 973 Nos.

b) Financial resources and experiance in execution of works.

c) Yes.

d) Class—I,
Class—II,
Class—III,
Class—IV-A,
Class—IV-B,
Class—V,

Mr. Speaker :— Shri Promode Rn. Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta :— Question No. 597.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 597.

Question

1) Whether the Mohanpur Block has got representation from the concerned villagers for repairing or extending or construction of the following roads for the benefit of the respective villagers ;
   (a) Extension of Gopalnagar road from near the house of Shri Ananda Deb Nath towards the West.
   (b) Extension and repairing of the Debipur road (i. e. from the 17 mile post of Agartala-Simna road to Bijoynagar).
   (c) Construction of road from Simna Tahasil to Kunarghat.
   (d) Construction of road from Agartala-Simna road (near Simna T. K.) to Simna post office.
2) If so, the present position ?

ANSWER

1. Yes.
   (a) The roads belongs to the P. W. Department. The villagers have been advised to approach that Department. Villagers have not yet approached P. W. Department.
   (b) The feasibility of taking up the work under "Test Relief" was examined but due to paucity of fund the work could not be taken up.
   (c) Administrative approval to the works have already been issued, but
   (d) due to paucity of funds, work has not yet been taken up.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে (এ), (বি), (সি) এবং (ডি) বলা হয়েছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ রোডের জন্য এডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রুভেল পাওয়া গেছে ?

Shri S. L. Singh :—The following roads will be taken up during the current year if fund permits :—

1) Simha Tahasil to Konarghat.

2) Agartala-Simna road (near Simna T. K.) to Simna Post Office.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা কি ব্লকের আণ্ডারে করা হবে, না পি, ডব্লু, ডি, থেকে করা হবে ?

Shri S. L. Singh :—I have already told that these are not under the Block, These are under the P. W. Department.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই (এ) এবং (বি) সম্বন্ধে রিপ্রেজেণ্টেশান মোহনপুর ব্লকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে জানান হয়েছিল পি, ডব্লু, ডি'কে এপ্রোচ করার জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি নোটিশ চাই. স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০৪।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মিঃ স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০৪।

প্রশ্ন	উত্তর
(১) রিজার্ভ বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ভূমিহীন আদিবাসী বা বাঙ্গালী জঙ্গল কাটিয়া 'জুম' করিতে পারে কি না ?	না।
(২) মুহুরীপুর রিজার্ভ অঞ্চলে বন বিভাগের পরিচালনাধীনে ফরেষ্ট লেবারদের কোন সমবায় সমিতি ছিল কি না ?	হঁ্যা।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—উক্ত কো-অপারেটিভ বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

Shri Sanchindra Lal Singh :—Regarding Co-operative Society at Muharipur, it has been decided to put the said society to liquidition as there is no hope of its revival.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সংরক্ষিত বনাঁঞ্চলে কোন আদিবাসী জুম করতে পারে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে, টাঙ্গিয়া সিষ্টেম অনুযায়ী তারা রিজার্ভ ফরেষ্টে জুম করতে পারে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—প্রক্টেটেড ফরেষ্টে পারে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—প্রটেকটেড ফরেষ্টে লিখিত পারমিশন নিয়ে করতে পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই পারমিশন নিতে কোন টাকা পয়সা লাগে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—লাগে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্ল্যানটেশন করা হয় কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সংরক্ষিত বনাঞ্চল রাখাই হয় বনসম্পদের জন্য, আবার কতগুলো জায়গা আছে কনজার্ভেশন অব সয়েলের জন্য।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 580.

Shri S. L. Singh : —Mr. Speaker, Sir, Question No. 580.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ওয়ার্ক চার্জড অ্যাসিসটেন্টরা সরকারের নিকট কি কোন দাবীর তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন ;	১) পূর্ত্ত বিভাগের অধীনে ওয়ার্ক চার্জড অ্যাসিসটেন্ট বলিয়া কোনও পদ নাই।
২) উপস্থিত করিয়া থাকিলে তাহা কি কি ;	২) উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নই উঠে না।
৩) ঐ দাবী পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?	৩) প্রশ্নই উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :— Question No. 5 8.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 578.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ফটিকরায় তহশীলের সারদাবাড়ীর শ্রীবিদ্যারাম দাস কি এই মর্ম্মে কোন অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহার দখলীয়প্রায় এক দোন খাস টিলা কাঠাল বাগান সহ রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে;	হ্যাঁ।
২। যদি অভিযোগ করিয়া থাকেন, তবে সরকার ঐ টিলাটি রিজার্ভ মুক্ত করিবেন কি;	চিন্তা করা হচ্ছে।
৩। ইহা কি সত্য যে ঐটিলা তাহার বাড়ীর সন্নিকটে এবং তাহার জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজন।	জীবন ধারণের প্রয়োজন মনে করি বলিয়াই চিন্তা করা হচ্ছে।
৪। যদি সত্য হয় তবে সরকার ঐ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিতেছেন কি ?	৩ নম্বরের উত্তর সাপেক্ষে প্রশ্নই উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh : —589

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 589.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মোটর ভেহিকেল আইন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী আগরতলা টাউন ও ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গায় যাত্রীদের জন্য মোটর গাড়ী দাঁড়াইবার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি ?

২) হইয়া থাকিলে কোন কোন স্থানে এবং এ স্থানগুলিতে কতটি করিয়া গাড়ী দাঁড়াইতে দেওয়া হয় ?

৩) না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

আগরতলা সহরে মটর ষ্ট্যাণ্ড এলাকায় ও বটতলী এলাকায় মোটরগাড়ী দাঁড়াইবার স্থান সরকার কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট আছে। মোটর ষ্টেণ্ড এলাকায় যাত্রীদের অপেক্ষা করার জন্য একটি ঘর আগরতলা পৌরসভা কর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মফঃস্বল এলাকায় বিভিন্ন বাজার এবং উল্লেখযোগ্য স্থানে (যথা রাণীরবাজার, চম্পকনগর, তেলিয়ামুড়া মনু, আমবাসা, পেঁচারথল, কুমারঘাট, পানিসাগর, বিশালগড, মোহনপুর ইত্যাদি) মোটর দাঁড়াইবার স্থানগুলি সরকার কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট আছে। প্রতি মহকুমা সহরের তদনুরূপ গাড়ী দাঁড়াইবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। টাউনবাস সার্ভিসের জন্য আগরতলা সহরের বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ী থামিবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ভেহিকেল্‌স রুল চাপ্‌টার সিক্‌স (১০২) সেকশান অনুযায়ী মোটর ষ্ট্যাণ্ডের যে গাড়ীগুলি অকেজো অবস্থায় বছরের পর বছর গ্যারেজ না করে পড়ে আছে তার কোন প্রতিকার করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :– এটা সব আইনেই বলে if vehicles and communications are in difficulty then Govt. takes the action on it'

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই বিষয় নিয়ে এখানকার স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাছে এই গাড়ী সরাবার জন্য অনেকবার রিপ্রেজেনটেশন দেওয়া হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—I want notice.

Mr Speaker :—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Sri P. R. Das gupta :—Question No. 598.

Shri S. L Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 598.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার মোটর ভেহিকেলস আইন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী আগরতলা টাউন ও ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গায় যাত্রীদের জন্য মোটরগাড়ী দাঁড়াইবার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি ?	Information is under collection
২) হইয়া থাকিলে কোন কোন স্থানে এবং এ স্থানগুলিতে কতটি করিয়া গাড়ী দাঁড়াইতে দেওয়া হয় ?	
৩) না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?	

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রিভিলেজ মোশানটা মুভ করেছিলাম সেটা কি হল ?

Mr. Speaker :—Yes, I am telling the result of my enquiry about this matter. The question was received on 15.6.67. After June this is the available session of the Assembly for answering this question I would request the Chief Minister to instruct the Department under him to furnish information to this question of the M L.A. Shri Aghore Deb Barma as early as possible.

For information of the House, I would add that neither the Chair nor any Member can compel any Member of the Government to answer any question (p/505 of the Moors Parliamentary Practice in India),

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গত সেশানের পূর্ব্বে এটা দেওয়া হয়েছিল—

Mr. Speaker :— I have given my ruling on this subject. This is not a question of privilege. Hon'ble Member, you may take your seat.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত জুন মাসে হলেও আজকে প্রায় ৬ মাস চলছে এই ৬ মাস চলে যাওয়ার পরও এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেলাম না। কাজেই তিনি মেম্বার্স'দের অধিকার খর্ব্ব করেছেন এবং হাউসের অবমাননা করেছেন। সেই দিক থেকে আমি যে প্রিভিলেজ মোশান এনেছি তার যৌক্তিকতা আছে সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের বুঝা উচিত।

Mr, Speaker :—Hon'ble Member, please take your seat.

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from the following Members Shri Bidya Ch. Deb Barma on the subject of—

"Molestation of Smt. Nisha Rani Dey, D/O Surendra Dey of Konar Ghat P.S. Sidhai and W/O Shri Gopendra Lal Dey of Netaji Subhas Road, Agartala, at 5-30 P.M. on 20.12.67 by Simnachara B.O.P. personnel. I have discussed about this matter with the Members concerned in my Chamber. I have refused my consent to the Notice of Shri Bidya Ch. Deb Barma M.L.A.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ের উপর আমার একটা এডজোর্নমেন্ট মোশান মুভ করা আছে।

Mr. Speaker :—I am coming to that point. I have with me an adjournment Motion from the following Member Shri Abhiram Deb Barma on the subject is—

Last evening at 5-30 Smt. Nisha Rani Dey D/O Sri Surendra Dey of Konarghat P. S. Sidhai and W/O Sri Gopendra Lal Dey of Netaji Subhash Road, Agartala, reported to be molested by B,O.P personnel of Simna Cherra.

I have considered the Motion and have refused consent, under Rule 62 (VI). The matter is not so urgents to warrant interruption on the Business of the House.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মোশনটা পাবলিক ইম্পর্টেন্স হবে না কেন? গতকাল যখন নীশারাণী দে নেতাজী সুভাষ রোডের উপর দিয়ে যাইতেছিল—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আমার রুলিং যা দেওয়ার দিয়েছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমার এই বিষয়ে বক্তব্য আছে আপনি আপনার রুলিং হয়ত দিতে পারেন।

Shri Aghore Deb Barma :—It is a urgent matter.

Mr. Sreaker :—I request the Honble Members to take their seats.

(Interruption)

Mr. Speaker :—Order please. Order Please.

(Interruption)

Mr. Speaker :—I adjourn the House for 10 minutes. (at 11—45).

The House met again in the Assembly Chamber at 11—55.

Shri P.R. Das Gupta :—Mr. Speaker Sir, I want to move a privilege Motion. Sharvasree Bidya Ch, Deb Barma, M.L.A., Aghore Deb Barma,

M.L.A. and Abhiram Deb Barma, M.L.A. violating the order of the Speaker who disallowed an adjournment Motion have committed a breach of privilege of the Chair and thus also violated the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House. This may be treated as the Motion of Breach of Privilege.

Mr. Speaker :—I shall look into the matter.

LAYING OF DELIMITATION OF PARLIAMENTARY & ASSEMBLY CONSTITUENCIES ORDER, 1966.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is the Laying of Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies order, 1966. Now I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to lay on the Table of the House the Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies order, 1966.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House the Delimitation of Perliamentary & Assembly Constituencies Order, 1966.

Mr. Speaker :—The Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order, 1966 be laid on the Table of the House under Section 8 (2) of the Representation of the People Act 1950. This may be placed in the Library of the Assembly Secretariat.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING FORMATION OF COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

Mr. Speaker :—In exercise of the powers conferred by Rule 242 (A) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly, I do hereby nominate the following Members to be Members of of the Committee on Delegated Legislation :—

1.	Shri Promode Ranjan Das Gupta,	M.L.A.	Chairman Ex-Officio.
2.	Shrimati Renu Chakraborty,	—do—	Member.
3.	Shri Rajkumar Kamaljit Singh	—do—	—do—
4.	Shri Naresh Roy.	—do—	—do—
5.	Shri Abdul Wazid.	—do—	—do—.
6.	Shri Aghore Deb Barma.	—do—	—do—

Mr. Speaker :—There is an amendment to Rules submitted by Shri Promode Ranjan Das Gupta as follows :—

After Rule 39, the following rule may be inserted.

"Rule—40—COPIES Of Answers To Be Made Available To The Member Concerned—

A copy of written answer to questions shall be made available to the Member concerned one day before the commencement of the sitting for the day fixed for the answer of the questions. The reply shall be read out by the Minister concerned"

Under the Rule 289 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, leave of the House is necessary, so I am putting the question.

The question before the House is that the leave be granted to the draft amendment of Shri Promode Ranjan Das Gupta.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Draft Amendment stands referred to the Rules Committee of the House.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Appropriation (No. 4) Bill, 1967 (Bill No. 5 of 1967) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 4) Bill, 1967 (Bill No, 5 of 1967) be taken into consideration at once.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল যে একসেস ডিম্যাণ্ডগুলি পাশ করা হয়েছে, যেগুলি ১৯৬৩-৬৪ এ অতিরিক্ত খরচ হয়েছিল, সেইগুলি রেগুলারাইজ করার জন্য সেই একসেস ডিমাণ্ড পাশ হয়েছিল, তার জন্যই এপ্রোপ্রিয়েশান বিল আজকে আমি হাউসে পেশ করছি।

Mr. Speaker—Now any Member can speak.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল এখানে রাখা হয়েছে এটা অত্যন্ত জোড়াতালির মত। কারণ এখানকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কোন আইন কানুনের ধার ধারেন না, মিনিষ্টাররাও সেইভাবেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাচ্ছেন। অডিট রিপোর্টে অবজেকশান আনার পর হাউসের মধ্যে এই ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে এটা খুবই অন্যায়। ইণ্ডিয়ান রুলস এণ্ড রেগুলেশান সম্পর্কে যে সমস্ত আইনকানুন আছে সেই সমস্ত আইন কনুনের ধার ধারেন না, যার যেরকম খুসী সেই রকম ভাবেই চলছে এই হচ্ছে অবস্থা। এই অডিট রিপোর্টের মধ্যে যে সমস্ত অবজেকশান দেওয়া হয়েছে তার থেকে এটা পরিস্কার প্রমাণ করে যে রাজাটা কিভাবে চলছে। একটার পর একটা বহু অবজেকশান সেখানে দেওয়া আছে। আউট স্টেণ্ডিং অবজেকশানের মধ্যে আমরা দেখি যে—Financial irregularities noticed in central audit are reported to the departmental authorities. Half yearly reports of outstanding objections are also furnished to the Administrative Department for taking necessary steps for their expeditious settlement.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের ব্যাপারে অডিট রিপোর্টের আলোচনা আসতে পারে না। কারণ যখন পাবলিক অ্যাকাউন্‌স কমিটির রিপোর্ট আলোচনা হবে তখনি এই আলোচনা আসতে পারে।

মিঃ স্পীকার—দ্যাটস্ অল রাইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল যেটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে এটা অলরেডি খরচ করা হয়ে গেছে। যেহেতু অডিট অবজেকশন দেওয়ার পরেই এই বিলটা উপস্থিত করা হয়েছে, সেই হেতু এই প্রশ্ন আসবে না কেন?

মিঃ স্পীকার—এটা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট আলোচনার সময় আপনার অবজার্ভেশান আপনি রাখতে পারবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল যখন এসেছে, তখন আমার বলবার সুযোগ আছে। সুতরাং আমি কিছু বলব। Demands এর উপর আমাকে বলবার সুযোগ দেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার—নো, আপনাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, আপনি করেন নি

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই সমস্ত প্রশ্ন কোন কথা নয়, কথা হচ্ছে অডিট সমস্ত দোষ ত্রুটি ধরার পরে এই বিলটা আনা হয়েছে যে এই টাকাটা খরচ করার অধিকার গভর্ণমেন্টকে যেন দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এটা অলরেডি খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে এই বিলটা এইভাবে আনাটাই অন্যায় হয়েছে। এটা আমরা কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারি না।

(ইনটারাপ্শন)

* * * * * * *

Expunged as ordered by the Speaker on 21 12. 67.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, these are irrelevent. These should be expunged from the proceedings.

Mr. Speaker :— These are irrelevent and these things should be expunged from the proceedings.

(ইনটারাপশন)

* * * * *

Expunged as ordered by the Speaker on 21. 12. 67.

Shri S. C. Dutta :— Point of order, Sir. These are irrelevent.

Mr. Speaker :— Yes, these are irrelevents, and should be expunged from the proceedings.

Mr. Speaker ;— Now Hon'ble Finance Minister will give his reply.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ইরিলিভেণ্ট বলার পর যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে হোয়েদার দোজ উইল বি এক্সপান্জ্ড ফ্রম দি প্রসিডিংস্?

Mr. Speaker :— Expunge করার জন্য already আমি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু যা বলেছেন এটা ধান ভানতে শিবের গীতের মত হয়েছে। ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন নি। সেজন্য এই আলোচনা তিনি করেছেন। অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এটা আনা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, যে টাকাটা খরচ করা হয়েছে সেটা কিভাবে রেগুলেরাইজ করা হবে সেই সম্বন্ধে অডিট রিপোর্ট'এ ছিল। অর্থাৎ এই টাকাটা অ্যাসেম্বলীতে পাশ করানো হবে কি না এই নিয়ে একটা বিতর্ক ছিল এবং যখন নাকি পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটিতে আলোচনা হয় তখন আমাদের কনসার্ণিং ডিপার্টমেন্ট, এ, জি, এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট বলেছেন যে হ্যাঁ রুল থার্টিতে এটা রেগুলারাইজ করতে হবে। আর এই পিরিয়ডটা ছিল টি, টি, সি'র পিরিয়ড। তখন মাত্র অ্যাসেম্বলী হয়েছে। সেই সময়টা ছিল ট্র্যানজিশন্যাল পিরিয়ড। সেজন্যই আজকে এটা রেগুলেরাইজেশনের প্রশ্ন এসেছে। তবে অডিট রিপোর্টে এইরকম কোন কথা বলা হয় নাই যে, যে টাকাটা খরচ করা হয়েছে সেটা অযথা খরচ করা হয়েছে। নেসেসিটি ছিল বলেই এটা খরচ করা হয়েছে। শুধু একটা রুল্জ ছিল যে কিভাবে টাকাটা রেগুলেরাইজ করা হবে। এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে করানো হবে, না অ্যাসেম্বলীকে দিয়ে করানো হবে, সেই প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নটা আমাদের যারা এক্সপার্ট রয়েছেন, এ, জি, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট তাঁরা এটা ঠিক করতে গিয়ে বললেন যে এটা অ্যাসেম্বলীকে দিয়ে রেগুলেরাইজ করিয়ে নেওয়া হোক। তারজন্য এই প্রশ্নটা এখানে উঠেছে। কাজেই মাননীয় সদস্যের সন্দেহ অমূলক। অডিট রিপোর্টে এই টাকা খরচ সম্বন্ধে কোন বিপরীত মন্তব্য নাই। এই টাকাটা ঠিক যথাযথভাবে খরচ করা হয়েছে এবং নেসেসিটি ছিল বলেই খরচ করা হয়েছে। সেটা রেগুলেরাইজ করার প্রশ্ন এই হাউসের সামনে এসেছে এবং আশা করি হাউস সেটা রেগুলেরাইজ করবেন।

Mr. Speaker :— The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee that the Appropriation (No. 4) Bill, 1967 (Bill No. 5 of 1967) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Ayes.

As many as are of contrary opionion will please say Noes.

Mr. Speaker :— I think, Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Motion is carried.

Cl2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

——

Mr. Speaker :— I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

Cl3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Ayes.

As many as are of contray opinion will please say Noes.

——

Mr. Speaker :— I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opininon will please say Ayes.

Ayes.

As may as are of contrary opinion will please say Noes.

——

Mr. Speaker :—I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

Cl1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker :—I think, Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker :—I think, Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.

The Bill is passed.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

Mr. Speaker :—I have got three notices on matters of urgent Public importance for short duration. Next item in the list of Business is the discussion on following Matters of Urgent Public Importance for short duration—

i) " Low price of Jute "

ii) " High price of Sugar "

Notices have been given by Shri Aghore Deb Barma.

I have decided to take up these two to-gether.

Now I call on Shri Aghore Deb Barma to start discussion " Low price of Jute. " " High price of Sugar " together.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে যে ত্রিপুরার মধ্যে যে পাট উৎপাদন হয় সেটা কোন অংশেই কম নয়। পাট বহির্ভারতে ইম্পোর্ট করে বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করা যায়। কিন্তু সেই পাট যে চাষীরা উৎপাদন করে, আজকে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারের সেই সম্পর্কে একটা নীতি থাকা সত্বেও সরকার এই সম্পর্কে কিছু করছেন না। ধানের পরেই হচ্ছে পাট, পাটের দর না থাকলে গৃহস্থরা অত্যন্ত সাফার করে এটা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এবার যে অবস্থা হয়েছে, পাটের দর ত্রিপুরার কোন কোন বাজারের মধ্যে মণপ্রতি ১০।১২ টাকায় নেমে গেছে অর্থাৎ কৃষকরা টাকা পাওয়ার আশায় যেভাবে পাট উৎপাদন করে, পাট ভিজানো, পাট কাটা তার মুনি খরচ ইত্যাদি দিলে পাট বেচে তার মুনি খরচই হয়ে উঠে না। কাজেই এইভাবে পাট চাষীদের একদিক থেকে নিরুৎসাহই করা হচ্ছে। সরকারী নীতির মধ্যে আছে যে পাটের দর যদি ৩০ টাকার নীচে নেমে যায় তাহলে সরকার, যে সমস্ত কো-অপারেটিভ মার্কেটিং আছে তার মাধ্যমে সেই পাট কিনে নেবেন কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সরকার নীতিগত ভাবে এটা স্বীকার করেন এবং তার ব্যবস্থার কথাও মুখে বলে থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই ব্যবস্থা করা হয় না, ফলে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাট চাষীরা অসম্ভব রকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক সময় আমরা দেখি যে যাদের জমি জমা কম, পাট চাষের উপর তারা নির্ভর করে, মেস্তা পাট এবং বিভিন্ন রকম পাট বিক্রী করে তারা চাউল কিনে। কিন্তু এবার যে অবস্থা হয়েছে, পাট চাষীদের রীতিমত ধ্বংশ করার পথেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আজকে যদি একটা জুট বোর্ড গঠন করা হত এবং পাট কাটার প্রথম অবস্থা থেকেই একটা দর সাব্যস্ত করে দেওয়া হত তাহলে কৃষকরা নিশ্চয়ই উপকৃত হত এবং পাট চাষে উৎসাহিত হত। কৃষকরা লাভের আশায় এবং নিজেদের উন্নতি, অগ্রগতির জন্য, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কষ্ট করে পাট চাষ করে। সেই সমস্ত পাট বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে, যারা ইচ্ছা করলে পাটের দর বাড়াতেও পারে আবার কমাতেও পারে তাদের হাতে চলে যায়। হাজার হাজার মানুষের জীবন এই ধনী ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা, অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আজকে যদি কো-অপারেটিভের উপর পাট কিনার দায়িত্ব না দিয়ে সরকারী স্তরে এটা নেওয়া হত, সরকারী ভাবে বিদেশে পাঠান যেত তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার হত, তার সাথে সাথে কৃষকরাও উপকৃত হত। ভারতে পাটের যথেষ্ট মূল্য আছে কিন্তু তা থাকা সত্বেও ভারতের কৃষকরা বিশেষ করে ত্রিপুরার কৃষকরা তার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। কাজেই আমি এই হাউসে দাবী করব ত্রিপুরার মধ্যে জুট বোর্ড একটা করা হউক এবং তার মাধ্যমে যাতে পাট চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, উপযুক্ত দাম পায়, ঠিক ঠিক সময় তারা সরকার থেকে সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে একদিকে চাষীরাও উপকৃত হবে অন্যদিকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রোজগারেরও একটা পথ হবে। কিন্তু সরকার এই বিষয়ে একদম উদাসীন বললেই হয়। সরকার অনেক সময় বড় বড় বুলি আওড়ান, অনেক সময় পরিকল্পনা, প্রকল্পের কথা বলেন, কি কি কাজ করলে চাষীরা উপকৃত হবে, সেই সব

পরিকল্পনাও হচ্ছে কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করা হচ্ছে না, যার ফলে যে সমস্ত জায়গার মধ্যে যেস্তা পাট করা হচ্ছে, পাট ভিজানের পর বাজারে নিয়ে বিক্রী করলে তাদের মুনি খরচই হয়ে উঠেনা। মানুষ পরিশ্রম'এর বিনিময়ে চায় একটা রোজগার, সেই রোজগার তাদের হচ্ছে না। অন্যদিকে তাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হওয়ার মত। যখন পাটের দর ১০।১২ টাকা নেমে গেছে তখন সরকার মার্কেটীং সোসাইটীর মাধ্যমে কেনার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সরকারের যে নীতি তাতে আছে যে ৬০ টাকার নীচে নামলেই সরকার নিজে সেইসব পাট কিনে বাইরে চালান দেবে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করা হচ্ছে না, ফলে কৃষকরা আজকে অর্থনীতিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে চিনি সংকট, অবশ্য এটা সর্ব্বভারতীয় সংকট। চিনি কম, দাম বেশী এটা সকলেই জানেন। কিন্তু কথা হচ্ছে আজকে টাকা দিলে এই অভাবতো থাকে না। চার টাকা, আট টাকা কে, জি, যদি কেনা যায় তাহলে বাড়ীতে বস্তা সমেত পাওয়া যায়। তবে সরকারের এই যে ক্রাই তার অর্থ কি? মূল অর্থ হল যেহেতু বর্ত্তমান এই কংগ্রেস সরকার ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে আছে, সেই জন্য তারা গরীবদের শোষণের কলকব্জা তৈরী করে লাভ করে যাচ্ছে। সেজন্যই আজকে দেশের মধ্যে জিনিষপত্র থাকলেও বলব নাই। এই নাই নাই রব শুধু শোনা যায়। আগরতলায় আমরা দেখেছি যখন ৮০/৯০ টাকা চাল হয়েছিল তখন ১০০ টাকা দিলে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চাল দিয়ে আসত। তখন কিন্তু অভাব থাকে না। অভাবটা হল টাকার অভাব। কাজেই এই অভাব সরকারের সৃষ্টি, ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি। বড় বড় মিল মালিকদের, ব্যবসায়ীদের আরও বেশী লাভের ব্যাবস্থা করে দিতে হবে, সেই জন্যই সার্মগ্রিক ভাবে এই সংকট দেখা দিয়েছে। না হলে যে প্রডাক্শন হয়েছে তাতে খুব বেশী অভাব আমাদের থাকবার কথা নয়। সরকার আজকে চিনির দর নিয়ন্ত্রণ করে তার বিলি করার ব্যবস্থা করতে পারে না। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের লুণ্ঠণের সুযোগের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই আমার মূল বক্তব্যের মধ্যে আমি এই কথা বলতে চাই যে, এই যে সঙ্কট, এটা হল সরকারের সৃষ্ট সঙ্কট। অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্ত্রীদের যারা ভিত্তি. তাদের সুযোগ সুবিধা করার জন্যই তাদের লাভ করিয়ে দেবার জন্যই চিনি সম্পর্কে এই বিড়ম্বনা। ন্যায্য দরে জনসাধারণ চিনি পায় না। কিন্তু বেশী দাম দিলে তারা পায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দেশের মধ্যে সমবণ্টনের নামে কো-অপারেটিভ রেশন সপগুলি থেকে কিছু চিনি অবশ্য দেওয়া হয়, কিন্তু তার পরিমাণ অত্যন্ত কম। লোকের চাহিদা তাতে পুরণ হয় না। অর্থাৎ জনসাধারণকে চোরাকারবারীদের প্রতি লয়াল করবার জন্য আজকে সমস্ত প্রচেষ্টা চলছে। সরকারের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের বন্টন ব্যবস্থাই জনসাধারণকে চোরাকারবারীদের প্রতি লয়াল করে তুলছে। তাদের খপ্পরে ঠেলে দিচ্ছে। লোককে মিথ্যা কথা বলতে সরকার বাধ্য করছেন। কারণ মিথ্যে না বললে তারা জিনিষ পাবেন না। গত কয়েক বছর

আগে এখানে যখন খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল তখন আমি দেখেছি কোন কোন লোকের বাড়ীতে চাল নাই, আটা নাই,—হয়ত ভদ্রলোক চায়ের দোকানে এসে চাদর গায়ে দিয়ে চিন্তা করতে করতে ঢুকছেন। এমন সময় একজন এসে বলল, 'বাবু, চাল কিনবেন? আমি দিতে পারি। কিন্তু খবরদার কাউকে বলবেন না কিছু।' এখানে তাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলে প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে। এই ভাবে জোর করে আজকে জনসাধারণকে ব্ল্যাক মার্কেটারের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যারা চোরাকারবারী, ধনিক শ্রেণী, তারা যাতে অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই আইন করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের চীফ মিনিষ্টার ফিফথ সিডিউলের কথা বলতে গিয়ে আমাদের তিনি বুর্জোয়া বললেন। কিন্তু তিনি যে কোন সর্বহারার প্রতিনিধি তা আমি বুঝতে পারলাম না। ভোটের সময় লোকে বলেছে যে, 'শুনলেও হাসি পায়, জোড়া বলদে ভোট চায়'। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের মুখে 'পেটি বুর্জোয়া।' এতে ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনায়। আমরা শুনে এসেছি যে যারা চোর তারাই কীর্ত্তন বেশী করে, ভগবানের প্রতি তারাই নাকি বেশী করে ভক্তি দেখায়। মাসে ২৪ হাজার টাকা লাভ করে কীর্ত্তনের জন্য ২/৪ শত টাকা গেলেই বা কি? মালা যারা টপকায় লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে তারা ঠিক মালা টপকায় না, এই সঙ্গে তারা বলে 'ঠকাই যেন ঠকি না।' আমাদের এই সিংহ মশাইও ঠিক এই রকম। তার নামের দোহাই দিয়ে হাজার হাজার টাকা লুট হচ্ছে।

আজকে পাট চাষীদের অসম্ভব রকম সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই-ভাবে যদি রাজত্বটা চলে তাহলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই দিলেই হবে না। মানুষের পেটে যখন ভাত নাই, তখন আইন তারা মেনে চললেই ভাত আসবে না। তখন ঘেরাও হবেই, চেং দোলা করে নিয়ে যাবেই। কাজেই সামগ্রিকভাবে আজকে জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্রের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনাই দায়ী এবং চিনির সংকট এবং পাটের এই অবস্থার জন্য সরকারই দায়ী, রুলিং পার্টি'র মন্ত্রীরা দায়ী। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Any other Member.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুট সম্পর্কে অবশ্য সরকারের একটা নীতি আছে যে পাটের দর যদি ৩০ টাকার নীচে নেমে যায় তাহলে সরকার পক্ষ থেকে সেগুলি কেনা হবে। কিন্তু আমরা কি দেখি? যখন ধান রোয়া শেষ হয়ে যায় এর সাথে মহাজনরা গিয়ে বাজারে ঢুকে এবং কৃষকদের দাদন দিতে আরম্ভ করে। ধান রোয়া শেষ করেই কৃষকদের চিন্তা হয় কি করে ধান বিক্রী করে তারা দুইটা কাপড় কিনতে পারে, পূজার বিশেষ খরচ চালাতে পারে ইত্যাদি এবং ধান উঠার সাথে সাথেই তারা সেই ধান বিক্রী করতে পারে। তারপর তাদের ভরসা হচ্ছে পাট। পাট উৎপাদন করে তারা চায় নিজের জীবনে একটু সুখ স্বচ্ছন্দ আনতে পারে কিনা। কিন্তু সেই পাটেরও শেষ পর্য্যন্ত তারা ঠিক ঠিক

দর পায় না। ৩০ টাকা পাওয়াতো দূরের কথা, সাধারণ কৃষক ১০।১৫ টাকার উর্দ্ধে দাম পায় না। সেই পাটগুলি তাদের হাত থেকে মহাজনের হাতে চলে যায়, কারণ ধান রোয়া শেষ হতে না হতেই মহাজনরা দাদন দিতে থাকে। এই যে মহাজনের শোষণ, তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ এই ব্যাপারে কোন মহাজনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে আমরা জানিনা। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কাঞ্চনপুর বীরেন্দ্র দের নিকট হইতে তপসী রিহান ১৯৬৬ সালে তিনশত টাকা বাধ্য হয়ে ঋণ নেয়, কথা ছিল পাটের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাট বা ধান তাহার কিছুই হল নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কি করতে হয়েছে? ধান যা কিছু হয়েছিল তা থেকে ১০০ টিন ধান তাকে দিতে হয়েছে। প্রতি টিন ১০ টাকা হলেও সেখানে আসে ১০০০ টাকা, আরও দিতে হয়েছে দুই মন ১৭ কে, জি পাট. দেড় মন সরিষা।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য আমাদের হাউস আজকে প্রোরোগড্ হবে, আপনি আপনার বক্তব্য অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—এইভাবে মহাজনরা কৃষকদের লুণ্ঠন করতে করতে এমন এক পর্যায়ে এসে তারা পৌঁচেছে যেন তারা একটা পাম্প করা বেলুন হয়ে গেছে। কাজেই সেই দিকে যদি সরকার এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সুনজর না দেন তাহলে কৃষক সমাজের উন্নতি আশা করা যায় না। আজকে আমি এই হাউসের মধ্যে এই দাবী রাখব যে, সরকার যেন এইসব দাদন, ঋণ দেওয়া বন্ধ করেন, কৃষকরা যাতে রীতিমত দাম পায় তার ব্যবস্থা করেন এবং পাটের দাম ঠিক ঠিক ভাবে সুনির্দিষ্ট করে যাতে দেওয়া হয় তার জন্য আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

এছাড়া আরেকটা জিনিষ হচ্ছে চিনি। চিনি যে কি জিনিষ আমরা যারা গ্রামের লোক তারা প্রায় জানি না। শুনেছি চিনি মিষ্টি। খেতে ভাল। কিন্তু ক্লাশ থ্রী এবং ক্লাশ ফোর্থ এমপ্লয়ীরা এই জিনিষটা খাওয়া প্রায় ভুলে গেছে। যদি এক কে, জি চিনি আনতে হয় তাহলে তাকে একটা দিন পুরাপুরি সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সেটারও নিশ্চয়তা নাই। এস, ডি, ও সাহেব দয়া করে যদি সেইদিন দেন তাহলে পাওয়া যাবে নতুবা তাকে পরের দিন আসতে হবে, এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা জানি চিনি আছে, টাকা দিলে ত্রিপুরায় চিনি পাওয়া যায়। ১০ টাকা, ১২ টাকা কে, জি, দিলে চিনির অভাব হয় না। এত টাকায় কেন চিনি বিক্রী হয়? আগরতলা বাজারে অনেক চিনি ব্ল্যাকার ধরা পড়েছে কিন্তু তাদের কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে এইসব ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার্স যারা তাদের শায়েস্তা করা দরকার। যাতে চিনি ব্ল্যাকে বিক্রী না হয় তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। চিনি আমদানী হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক জায়গায় যাতে কিছু কিছু পেতে পারে তার দিকেও সরকারী দৃষ্টি থাকা দরকার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other Member from this side ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কত মিনিট সময় নেবেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে হাউসের সামনে অঘোর বাবু যে মোশানটি এনেছেন সেটা হচ্ছে যে, আজকে পাটের দর ত্রিপুরার সব্বত্র নিম্নগতি হয়ে গেছে। আজকে গ্রামের দিকে যদি আমরা যাই আমরা দেখি যারা পাট চাষ করেন তাদের কপালে হাত। কারণ আজকে পাটের দর কোথাও ১০টাকা থেকে ২৫টাকার উর্ধে নাই। তবে কিছুদিন আগে দেখেছি কো-অপারেটিভ মারফত পাট কেনার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার তাব রেট ২৮ টাকা কত পয়সা স্থির করেছেন। আজকে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর বেড়ে যাচ্ছে। আজকে যদি ২৮ টাকা, ৩০ টাকায় চাষীদের পাট বিক্রী করতে হয় তাহলে তাদের বাঁচার পথ নাই। এই যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা কখন করা হয়েছে ? যখন মরশুম শেষ অর্থাৎ পাট যখন সমস্ত বাজারে বিক্রী হয়ে যাওয়ার পথে, কৃষকদের ঘরে যখন সামান্যতম কিছু আছে তখন এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন এই ব্যবস্থা শেষ মরশুমে করা হয়েছে, কেন কো-অপারেটিভগুলিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ? আমরা এই কো-অপারেটীভগুলির চরিত্র যদি দেখি তাহলে দেখব এই কো-অপারেটীভগুলি আজকে রামরাজত্বে বাস করছে, তারা যাতে আরও কিছু লুটতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, মূলতঃ কৃষকদের কোন সুবিধা এর মাধ্যমে আসবে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষকদের যদি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হয়, তাদের সব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। তাদের সমস্ত ফসল বিশেষ করে পাট, তাদের জীবন ধারণের ২য় ফসল তার উপর সরকার পক্ষ থেকে যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তারা যদি এর মাধ্যমে নিজের সংসার প্রতিপালনের সুযোগ না পায় তাহলে ত্রিপুরার অবস্থা কি হবে ? পাটের দর নিম্নগতি চলছে এবং এই অবস্থায় আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি কারণ কৃষক সমাজকে যদি বাঁচার মত ব্যবস্থা করে না দিতে পারি তাহলে এই কৃষক সমাজ উন্নত হতে পারে না।

চিনির কথা মাননীয় অঘোর বাবু অনেক কিছু বলেছেন, আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। এই চিনি পঞ্চায়েত এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিলির একটা ব্যবস্থা আছে। যারা স্লিপ নিয়ে সেখানে চিনি আনতে যান তাদের বলা হয় আউট অব ষ্টক, শেষ হয়ে গেছে। তখন রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়। গ্রামাঞ্চলে কো-অপারেটিভগুলির দিকে যদি লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে কি হচ্ছে। আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলছি যে জিরানীয়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ, সেখানে চিনি দেওয়া হয়। সেখানে চিনি আনতে গেলে বলা হয় চিনি শেষ হয়ে গেছে। চিনিগুলি গেল কোথায় একথা রুলিং পার্টি'র চিন্তা করে দেখা দরকার। এই চিনিগুলি যাতে রীতিমত বিলি হয়, যারা চিনি নিতে যায় তারা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। রুলিং পার্টি'র মাননীয় সদস্যরা কি বলবেন জানি না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি এবং এই চিনির বিলির ব্যবস্থা কি ভাবে চলছে সেটা চিন্তা করবার জন্য

আমি তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। কৃষক এবং জনসাধারণ চিনি যারা চায় তারা যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটু সংক্ষেপে এর উপর বলব। তারপর মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলতে পারেন। বিষয়টা যদিও আলোচনা হয়েছে, তবু এর মধ্যে চিনি থেকে আরম্ভ করে চিনির সরবরাহ ব্যবস্থা সব কিছুই এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল চিনির উচ্চমূল্য। গত কয়েক বছর ধরে চিনির উৎপাদন অত্যন্ত কমে গিয়েছে। খরাজনিত পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী। তাছাড়া ভারতবর্ষের বাইরেও আমাদের চিনি সরবরাহ করতে হচ্ছে। ৫ বছরের জন্য যে চুক্তি হয়েছে যে আমাদের প্রতি বছর বিদেশের বাজারে চিনি পাঠাতে হবে সেই চিনিও আমাদের পাঠানো প্রয়োজন। সেই চুক্তির বিনিময়ে আমরা বিদেশী মুদ্রাও পাই। চিনির জন্য আখ প্রয়োজন এবং সেই আখ উৎপাদন করে কৃষক। সেই আখের দাম তাদের নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। সেই আখ যেখানে উৎপাদন হয় সেই উত্তর প্রদেশেই আখের দাম সবচেয়ে বেশী। কাজেই আখের দাম বেড়ে যাবার জন্যই চিনি উৎপাদনের ফ্যাক্টরীগুলিতে উৎপাদন মুল্য বেড়ে গেছে। কারণ তারা তাদের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী চিনি পাচ্ছে না। সুতরাং আজকের দিনে কেউ এই কথা বলবে না যে উৎপাদন মূল্য কম করে দেবার জন্য শ্রমিক কর্ম্মচারী ছাটাই করা হউক। সেই নীতি নেওয়া যাবে না। অবশ্য জনসাধারণকে যাতে কিছুটা রিলিফ দেওয়া যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি রেটে চিনি দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সব সময় প্রয়োজনীয় জিনিষের সবটাই সরকার সাবসিডি দিয়ে সরবরাহ করতে পারে না। কিছুটা চিনি সাবসিডি রেটে দেওয়া হচ্ছে রেশন সপগুলির মাধ্যমে। আমাদের ত্রিপুরাতেও সরকার তাই দিচ্ছেন। যেখানে যতটুকু সম্ভব দেওয়া হচ্ছে ও গ্রামাঞ্চলেও দেওয়া হচ্ছে। তারা বলছেন ব্ল্যাক মার্কেট হচ্ছে। কিন্তু এখন ব্ল্যাক মার্কেট বলে কিছু নাই। সেই ব্যারিয়ারটা উঠে গেছে। যাদিগকে সাবসিডি রেটে চিনি দেওয়া হচ্ছে তারাও যদি তাদের উদ্বৃত্ত চিনি বাজারে বেশী দামে বিক্রী করেন তাহলেও তাকে ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার বলা চলেনা। কারণ খোলা বাজারে এখন বেশী দামে চিনি পাওয়া যায়। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলব যে, যে দেশে যখন কোন জিনিষের উৎপাদন কম হয় তখন সেই দেশে সেই জিনিষের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করেন সেই দেশের সরকার। মাননীয় সদস্যরা যে দেশ থেকে অনুপ্রেরণা পান সেই সোভিয়েট দেশেও সমগ্র জিনিষের উপর কনট্রোল করা ছিল। নির্দ্দিষ্ট একটা পরিমাণ তারা সরকারী দামে দিতেন এবং তার চাইতে বেশী নিলেই তার চতুর্গুণ দাম দিতে হত। কিন্তু আমাদের দেশ হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশ। প্রতিটি ক্ষেত্রে যদিও আমরা সমাজবাদ বলি তবুও প্রতিটি জিনিষের সমগ্র ব্যবসায়কে যদি আমাদের নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তাহলে তার প্রস্তুতি এখনও দেশে আসে নি। তার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সম্ভাবনা আছে। সেজন্যই আজকে গণতান্ত্রিক দেশে প্রাইভেট বিজনেস নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। সেজন্যই তার মধ্যে সমবায়ের ভিত্তি এনে দেওয়া হয়েছে

যাতে বড় বড় ব্যবসায়ীরা যখন তখন দাম বাড়াতে না পারে। যখন ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসায় একচেটিয়া ছিল তখন বলা হয়েছে শুধু ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে। সেজন্য সরকার আজকে কো-অপারেটিভ করেছেন। সেই কো-অপারেটিভেরও নিন্দা করা হচ্ছে। তাহলে কাকে দিয়ে সরকার করবেন? আজকে যদি তার দোষ ত্রুটি থাকে তাহলে সহানুভূতি দিয়ে তাকে সংশোধন করতে হবে। ব্যবসায়ীদের চোর বলা হত। কিন্তু প্রতিটি জিনিষ এখন ব্যবসায়ীদের না দিয়ে তার জায়গায় কো-অপারেটিভকে রিপ্লেস করতে সরকার চেয়েছেন। সেখানেও বলা হচ্ছে কো-অপারেটিভ চোর। তাহলে সরকার করবেন কি? কাজেই আজকে আমাদের সংশোধনের মনোবৃত্তি নিয়ে সবকিছু করা উচিত। যেটুকু দোষ আছে ততটুকুই দেখা উচিত। পাটের ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে যে কৃষকরা দাম পায় না, সেই দামের নিম্নগতি রোধ করার জন্যই কো-অপারেটিভকে দিয়ে সরকার চাষীদের কাছ থেকে পাট কিনছেন। কাজেই গ্রামের জনসাধারণকে যদি কো-অপারেটিভ মাইনডেড না করা হয় তাহলে সরকার সেটা কাকে নিয়ে করবে। কাজেই জনসাধারণের যারা প্রতিনিধি বা যারা কো-অপারেটিভের দিকে অগ্রণী তাঁরা এই ব্যাপারে এগিয়ে আসছেন। এটা একটা নুতন প্রক্রিয়া চলছে। তাকে আমার তো মনে হয় সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা উচিত ছিল। এটাকে বলতে গিয়ে কো-অপারেটিভের নিন্দা করা হয়েছে। আজকে চাউলের ক্ষেত্রে বা পাটের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে। সেজন্য সরকার কো-অপারেটিভকে দিয়ে পাট খরিদ করেছেন। না হলে ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফা করতেন। কো-অপারেটিভের সদস্যরা মুনাফা করেন কম এবং যে টুকু মুনাফা হয় তাও সেই সদস্যদের মধ্যেই সমভাবে বণ্টন হয়। কাজেই পাটের ক্ষেত্রে বা চিনির ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ত্রুটির কিছুই নাই। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য পাট এবং চিনি এই দুইটি সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। প্রথম বক্তব্য হল এই যে পাটের দর সুনিয়ন্ত্রিত কর। মাননীয় সভ্য হয়তো জানেন না, ত্রিপুরায় ভ্যারাইটীজ অব জুট সমস্ত জুটের একদাম হবে না। আমাদের আগরতলার পাট, বটম ভ্যারাইটীজ, টসা, মেস্তা এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রাইসড সিকিউরড স্কীম যেটা করা হয়েছে তাতে তার দাম রাখা হয়েছে ২৯·৫৫ পঃ, ৩০·৮৭পঃ ২৬·৮৮পঃ প্রতি মণ এবং সেই অনুসারে কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে তা খরিদ আমরা করছি। অতএব গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ উদাসীন সেটা ঠিক নয়। এই যে বক্তব্য তারা রেখেছেন যে পাট সিকিউরড স্কীম করে জুটকে যেন আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করছি না, তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাই তা প্রকাশ করেছেন। তবে তাদের স্বভাব সত্যের কারণে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে এই হল তাদের ভ্রম। অনবরত প্রচারের ভংগী নিয়ে যদি বলা হয় এবং পলিটিক্যাল মটিভ রেখে যদি কার্য করা হয় তার দ্বারা কৃষকের উন্নতি করা যায় না। তাই আমি তাদের অনুরোধ করব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে ত্রিপুরায় এতবড় একটা কৃষি ব্যবস্থা যেখানে গড়ে উঠেছে, যেখানে ১০ লক্ষ মণ পাটের চাষ হচ্ছে এবং সেই

পাট ভিজানোর জন্য জুট ট্যাংক করে ঐ সমস্ত কৃষিজাত পাটের উন্নতির জন্য এবং তার ভ্যারাইটিজের উন্নতির জন্য, ধোয়ার যে প্রসেস তাকে উন্নত করার জন্য তার একটা সুনির্দিষ্ট পথ সরকার গ্রহণ করে কৃষি বিভাগের মধ্য দিয়ে তা পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেছেন এবং এই ব্যবস্থাকে ঠিক ঠিক ভাবে যাতে ব্লক থেকে সরকার গ্রামের প্রতিটি জায়গায় পৌছাতে পারে তারজন্য ত্রিপুরার প্রতিটি সাবডিভিশানে এই পাট ক্রয় করার জন্য যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন সেই নীতি অনুসারে তা পরিচালনা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত তাদের অবগতির জন্য বলব।

Statement of Jute—Under the Price secured Scheme for the year 1967-68 as on the 16th December, 1967.

Kamalpur—Primary Marketing Cooperative Society—Amount advanced Rs. 60,000 Cost of jute—Rs. 1,18,000/-

Total Quantity—1,26,099 kg.

Mesta—25,013 kg.
Shuti—47,823 kg.
Tasha 53,263 kg.

Statement of Jute under the Price Secured Scheme for the year 1967-68 as on the 16th December, 1967

Belonia Primary Marketing Society		Rs.	65,000/-
Kailasahar	—do—	Rs.	70,000/-
Udaipur	—do—	Rs.	30,000/-
Melaghar	—do—	Rs.	50,000/-
Jirania (Sadar)	—do—	Rs.	65,000/-
Dharmanagar	—do--	Rs.	40,000/-
Tripura Apex Marketing Co-operative Societv (Sadar)		Rs.	40,000/-
Sabroom Primary Marketing Society.		Rs,	50,000
Khowai Primary Marketing Society		Rs.	40,000/-

Amarpur Primary Marketing Society & Apex Co-ordination.এ সেখানে কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। সংমোট ৫,৩০,০০০টাকা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সোসাইটিতে এবং সেই টাকা সার্কুলেশান চলছে। অতএব আমি দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে

পাটের চাষ যেমন আমরা বৃদ্ধি করব, সাথে সাথে তার দরকে সুনিয়ন্ত্রিত করব সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেইভাবে কার্য্য পরিচালনা করা হচ্ছে।

তারপর আসছে চিনির কথা। চিনি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তারা কি যে বলতে চেয়েছেন সেটা আমি সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম করিতে পারিনি। তারা বললেন যে চিনির দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে জানাতে চাই যে হোলসেল প্রাইস যেটা সেটা হল ১৬৪টাকা প্রতি কুইন্টল, রিটেল প্রাইস ১.৬৭ প্রতি কে, জি,। অতএব তারা যে কি বলতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। এখানে ফুড কমিটি আছে এবং সেই ফুড কমিটির মধ্য দিয়ে, তাবা সেখানে আলাপ আলোচনা করে কোথায় কত বিলি করবেন তা তারা ঠিক করেন। অতএব একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করে গ্রাম থেকে টাউন পর্যন্ত কিভাবে সমবন্টন করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন জায়গায় যদি রেশান কার্ড না থাকে তাহলে এসেনশিয়াল কমোডিটীজ কার্ডের মধ্য দিয়ে তারা সেই চিনি নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থাগুলি রাখা হয়েছে এবং সেইভাবে চিনি সরবরাহ হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের চিনির যে কোটা ছিল সেই কোটা অনেক কমে গেছে। ৬০ পার্সেন্ট আমাদের (বি) কনট্রোল কোটা এবং ডিকনট্রোল কোটা হচ্ছে ৪০ পার্সেন্ট। এই কোটা অনুসারে তারা চিনি খরিদ করতে পারেন এবং সেইভাবে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন তারা চিনি খরিদ করবেন। এটা হচ্ছে ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট চিনি নীতি এবং সেই নীতি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে গণতান্ত্রিক এই যে ব্যবস্থা তাকে অনবরত নিন্দিত করা, এটা হল তাদের ধর্ম। কারণ তারা নিজেরা গণতন্ত্রের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একটা যে বিরাট সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে সেটাতে তারা মোটেই বিশ্বাসী নন। তাদের দৃষ্টিভংগী চৈনিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমি একটা কাগজে দেখেছি যে সেখানে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে চীনে মাও-সে-তুং এর রাজত্বে দুইশত বুভুক্ষু কৃষককে চাউল চাওয়ার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অতএব সেই ব্যবস্থা এবং সেই পদ্ধতিকে যারা অনুসরণ করেন তাদের পক্ষে গণতন্ত্রের যে আইন সংগত বিধি তা অনুসরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তারা এই সরকারকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করছেন। তারা বিশ্বাস করেন যে অনবরত যদি একটা কথাকে যেটা সত্য নয়, প্রচার করে চলে তাহলে সেটা জনসাধারণ সত্য বলে বিশ্বাস করবে এই বিষয়ে তারা গোবেলককেও হার মানিয়েছেন। অতএব আমি অনুরোধ করব জনসাধারণের উন্নতির জন্য, কৃষকদের উন্নতির জন্য এই যে বন্টন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রাইস সিকিউরড স্কীম গড়ে উঠেছে সেটাকে জয়যুক্ত করার জন্য রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে যদি তারা প্রচার করেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker :—A question of breach of privilege has been raised by Shri Promode Ranjan Das Gupta M.L.A. against Sarbashri Aghore Deb Barma, Bidya Deb Barma and Abhiram Deb Barma. As this is a case of

breach of privilege of the chair, I refer the case to the Committee on Privileges under Rule 154 of the Rules Procedure and Conduct of Business for examination and report.

There is another discussion on "mis-management in supplies of drinking water and mal-treatment of the patients in the G. B. Hospital," notice has been given by Sri Aghore Deb Barma. Now I call on Sri Deb Barma to start discussion. Hon'ble member has been allowed 10 minutes time.

Sri Aghore Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে motionটা আমি move করেছি সেটা হচ্ছে G.B. Hospital সম্পর্কে। G.B. Hospitalএর মধ্যে water supplyর mis-management একটা chronic diseaseএর মত। প্রায় বৎসর খানেকের উপর হবে সেখানে drinking water supply করার জন্য একটা pump machine set করা হয়েছে। সেটা দিয়ে regular জল দেওয়া হত। কিন্তু আজ প্রায় এক বৎসর যাবত সেটা প্রায় সময়েই বন্ধ থাকে। ফলে হস্পিটালের মধ্যে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেটা মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকেই জানেন। কোন কোন সময়ে এমন অবস্থা পর্যন্ত ঘটে যে হসপিটালের মধ্যে যে সমস্ত important case operation হয়, জলের অভাবে অনেক সময় তা বন্ধ রাখতে হয়। এই হল একটা দিক। আর অন্য দিক হল হাসপাতালে জলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। জল ছাড়া কি করে এত বড় একটা হাসপাতাল চলতে পারে? এখন সাময়িকভাবে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে? ঐখানে হসপিটালের নিকবর্তী যে মিলিটারী ক্যাম্প আছে সেই মিলিটারীরা যে ট্রাকে করে জল নেয় ঐ ট্রাকে করে জল নিয়ে pump দিয়ে tankগুলিতে তুলে রাখা হয়। এভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তাতেও প্রয়োজন মেটে না। কাজেই জলের একটা সাংঘাতিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কাজেই এই যে একটা অবস্থা চলছে এই সম্পর্কে যিনি মিনিষ্টার in-charge তিনি যে জানেন না এমন নয়। তিনি সবকিছু জানেন। কিন্তু উনার কথা হল এটা technicianদের ব্যাপার। একটা মেসিন যদি নষ্ট হয়ে যায় সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। তারপর আলাদা একটা machine set করার প্রশ্ন উঠে। সেই রকম set পাওয়া যাবে কিনা ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু মূল যে অসুবিধা সেই অসুবিধা দূরীকরণের কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নি। ফলে এটা একটা chronic disease এর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে ডাক্তারের পক্ষে রোগীদের সেবা যত্ন করা কতই যে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে Minister-in-charge এটা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেন। ফলে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

ডাক্তারদের সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে একটা খোলা চিঠি পড়তে চাই। এই চিঠিটা পড়লেই সবকিছু বুঝা যাবে, আমার আর বেশী বলতে হবে না। আগরতলা হাসপাতাল পরিচালনা সম্পর্কে বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের কাছে একটি খোলা চিঠি জনৈক নাগরিক নামক পত্রিকায় লিখেছেন।" "ত্রিপুরার কথা" আমি একজন

নাগরিক হিসাবে আগরতলার সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পর্কে, G.B. ও V.M. হাসপাতাল সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের কাছে হাজির করছি। আপনারা এর উপর আলোচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। সম্পাদক মহাশয় জায়গা বেশী দিতে পারলেন না, তাই মনের সব কথা বলতে পারলাম না। বারান্তরে বলার ইচ্ছা রইল। কিছুদিন পূর্ব্বে হাসপাতালের Superintendent, Dr. Rathindra Duttaকে নিয়া বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তারপর বিধানসভার এই প্রথম অধিবেশনে আশা করব আপনাদের আলোচনা এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাচনিক আদেশে ও হস্তক্ষেপে ডাঃ দত্তের উপর অবিচার হয়েছে। Superintendent হিসাবে হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা হয়েছে বলে যে সংবাদ স্থানীয় কয়েকটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তা ঠিক নয়। হাসপাতাল পরিচালনার ব্যাপারে আগের চেয়ে এখন আরও বেশী উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে যার প্রতিকারের ক্ষমতা নাই। কারণ বিশেষ দলভুক্ত কিছু বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তার সুপার হিসাবে ডাঃ দত্তকে থোড়াই কেয়ার করেন। তার কোন আদেশ উপদেশ বা অনুরোধ উপরোধ ডাক্তারগণ মেনে চলেন না। তাদের ছুটীর, তাদের অফিসে আসা যাওয়ার ব্যপারে superএর কোন এক্তিয়ার নেই। হাসপাতালের ডাক্তারদের উপর super এর কর্তৃত্ব থাকবে না। কর্তৃত্ব থাকবে অপর ব্যক্তির এটা কোথায়ও নেই। ত্রিপুরায়ও ছিল না। কিন্তু এখন দিনকাল পালটে গেছে। সকাল ৮টায় নাকি হাসপাতালে ডাক্তার বাবুদের যাওয়ার নিয়ম। আমি জোরের সঙ্গে বলছি অনেক ডাক্তারবাবুই সকাল ৯৷৷• বা ১০টার আগে হাসপাতালে যান না। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বসাক হল তার মধ্যে আরও ব্যতিক্রম। তিনি কোন কোন দিন ১১৷৷টার আগে হাসপাতালে যান না। ডাঃ নন্দী ত্রিপুরার ছেলে যার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি। কিন্তু তিনিও ১০৷৷০টার আগে হাসপাতালে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারেন না। এগুলি প্রমাণ করতে হয় না। যে কোন মাননীয় সদস্য হাসপাতালে আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। পূর্ব্বে জানতাম হাসপাতালে দুইটি group প্রধান ছিল। সিলেট বনাম অপর পক্ষ। এখন নাকি ডাঃ রথীন্দ্র দত্ত বনাম অপর বিশেষজ্ঞ দল। আমরা হতভাগ্য নাগরিকগণ এই group এর দলাদলিতে কতকাল পিষ্ট হব। শুনতে পাই আজকাল নাকি সমস্ত ডাক্তারদের non practising ভাতা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত রোজগারের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে হাসপাতালের রোগীদের কাজে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার জন্যই কি এটা দেওয়া হয়? কিন্তু?

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :— এখানে যে discussion raise করেছেন সেটা হল mis-management in supplying drinking water and mal-treatment in the patients of the G. B. Hospital। এখানে শুধু বলা হচ্ছে, গোলমাল, সুপারিণটেণ্ডেণ্ট এর কথা কেউ শুনে না—সেটা প্রশ্ন নয়। Treatment of the patients এই ব্যাপারে কি হচ্ছে সেটাই হল প্রশ্ন।

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য যা বলবেন আপনার discussion এর বিষয় বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে তো? সামঞ্জস্য রেখে আলোচনা করা দরকার।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—আমার বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে। Mal-treatmentএর কথা বলা হয়েছে। ৮টার সময় যাওয়ার কথা, সেই জায়গায় ১১টায় গেলে mal-treatment হবে না। সেটা আপনাদের মতে হতে পারে। কিন্তু আমার বলার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য ধরে শুনুন পরে বুঝতে পারবেন। ডাক্তার বসাক, ডাক্তার নন্দী কি ভাতা নেন ? তারা দুজনেই সকাল বিকাল private call এ বাসায় যান। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—

শ্রী এস, এল, সিংহ :— (মুখ্য মন্ত্রী) Whether this speech will be expunged from the Proceedings ?

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য যা বলবেন relevant বলবেন, Irrelevant কিছু বলবেন না।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— আমার মতে এটা relevant.

Mr. Speaker :— Mal-treatment সম্বন্ধে বলতে পারেন, supply of drinking water সম্বন্ধে বলতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ শ্রীচণ্ডি আচার্য্য উনারা নিজেদের বাড়ীতে বসেই যে শুধু রোগী দেখেন তা নয়, জনসাধারণের বাড়ীতে গিয়েও রোগী দেখেন। এরা সকলেই non-Practising allowance নেন বলেই জানি। আরো অনেক আছে। এত details আমি বলছি না। মাননীয় সদস্যরা এত অস্থির হয়ে উঠছেন কেন জানি না। আমি তো এখনও কোন মন্তব্যই করিনি। এটা শুধু একটা খোলা চিঠি আপনাদের শুনানোর জন্যই কেবল পড়ছি। আমারও কোন বক্তব্য এর মধ্যে রাখিনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালে একটা অরাজকতা চলছে। তারই চিত্র এখানে তুলে ধরছি। এই ধরণের অরাজকতার জন্য দায়ী কে ? আমি কি সকল ডাক্তারদের এর জন্য দায়ী করব, না তা করব না। কারণ এখানে ডাক্তার বসাক সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একজন Gyneocologist, London থেকে পাশ করে এসেছেন। কিন্তু ঘটনাটি কি ? এখন যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের সম্পর্কে কোন বিচার বিবেচনা করা হবে না। সাধারণ ভাবে এখান থেকে যাদেরকে recruit করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে একটা Pay-scale ও করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে কোন রকম non-practising allowance দেওয়া হয় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ... ··· ...

(Interruption)

আমি সেই point এ আসছি। আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? কাজেই এই ভাবে বাড়ীতে বসে যদি ডাক্তারী করেন তবে এর জন্য দায়ী হল কর্ত্তৃপক্ষ। যারা হাসপাতাল পরিচালনা করেন তারা নিশ্চয়ই এর জন্য দায়ী। কাজেই আজকে যদি আমরা তুলনা করে

দেখি, ডাক্তার বসাক যা পান, এখানকার অন্যান্য—ডাক্তাররা তার চেয়ে অনেক বেশী পান। হয়ত ডাক্তার বসাক বেশী পেলেও ৫০০ টাকার বেশী পান না। এ হল অবস্থা, কাজেই এর মধ্যে একটা আরাজকতা চলছে, এই department এর যে Minister তিনি ইচ্ছা করলে এই অরাজকতা বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু সে চেষ্টা উনি করেন না। এমন অনেব রোগী আছে, যাদের সঙ্গে ডাক্তারেরা কথাই বলেন না। মোট কথা বাড়ীতে গিয়ে যদি আগে কিছু না দেওয়া যায় তা হলে তার কিছুই হয় না। আমি এখানে একটি concrete উদাহরণ দিচ্ছি। আগরতলার এক মহিলা চক্ষু operation করার জন্য হাসপাতালে যান আর আসেন, এই ভাবে বহু দিন যাতায়াতের পরও সেই মহিলাটিকে ভর্ত্তি করা হয় না। একদিন ঐ মহিলা আমার নিকট আসে এবং চণ্ডী আচার্য্যের সহিত টেলীফোনে যোগাযোগ করি। উনি বলিলেন যে দেখুন আপনিও কমিউনিষ্ট পার্টির এম, এল, এ, কোন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ভাই বা কোন আত্মীয়, কাকেও স্থানের অভাবে ভর্ত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে মাত্র ১০টি বেড্ আছে আর ৬ শত লোক নাকি waiting list এ আছে। কার নাম যে কখন আসবে তার কোন ঠিকানা নাই। অর্থাৎ টাকা পয়সা খরচ করলে তার কাজটা হয়, নতুবা হবার কোন উপায় নাই এই হল সেখানকার অবস্থা। হাসপাতালের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা খাটে, আর একটি অংশ যারা শুধু—এই ঘরে, ঐ ঘরে বেড়ায়, কাজ কিছুই করেন না। চড়িলাম অঞ্চলের এক মহিলা জরায়ুর রোগে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। তারপর রক্তক্ষরণ হতে হতে তার অবস্থা এমন হয় যে সে কথাই বলতে পারে না। ঘটনাটি হয়—No. 3 ward এ। সে আমার কাছে আসল, আমি তাকে নিয়ে যখন হাসপাতালে যাই তখন প্রায় ১২টা বেজে গেছে। এক মাত্র Ward Doctor আছেন আর অন্য ডাক্তার কেহই নাই। রোগীনীর কথা যখন বললাম, তখন বলল যে তার bleeding বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাকে discharge order দেওয়া হয়ে গেছে। অথচ সে কথাই বলতে পারে না। ঘটনাটি ঘটে মাত্র ২।৩ দিন আগে। এই হল হাসপাতালের অবস্থা। অর্থাৎ ডাক্তারদের আলাদা পয়সা না দিলে সেখানে কোন কাজ পাবার উপায় নাই। জলের অবস্থাই বলুন আর চিকিৎসার কথাই বলুন, সর্ব্বস্তরে একটা Mis-management চলছে। তেলিয়ামুড়া হইতে একজন লোক চক্ষু দেখাবার জন্য এখানে আসেন, অথচ ৮।৯ টা বেজে গেলে সেখানে রোগীদের আর টিকেট দেওয়া হয় না। তেলিয়ামুড়া হইতে একটা লোক কি করে ৮।৯ টার ভিতরে আসবে? অথচ তাকে আবার ফিরে যেতে হয়।

তবে কথা হল' তা হলে এত লোক চিকিৎসার জন্যে এখানে আসে কেন? সকল ডাক্তারই খারাপ নয়, এর মধ্যে ভাল ডাক্তারও আছেন। আজ এখানে অনেক বিষয়ে Specialist আছে, নানা বিভাগে expert ডাক্তারও আছেন, হাসপাতালে বর্ত্তমানে যে click চলছে তা যদি বন্ধ না হয়, তা হলে পূর্ব্বেও যেমন অনেক ভাল ডাক্তার এখান থেকে চলে গেছেন, এখনই তারা চলে যাবেন। যদি এই click বন্ধ না হয় তা হলে ত্রিপুরার জনসাধারণ এখানে সুযোগ্য যে কয়জন ডাক্তার আছেন তাদের service হইতে

বঞ্চিত হবেন এবং তার জন্য সমস্ত দায়িত্ব মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেই বহন করতে হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি মন্ত্রী-মণ্ডলীকে অনুরোধ জানাব, এই সব mis-management এখন যা চলছে, তা যেন সত্বর বন্ধ করা হয় এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমার motion এর স্বপক্ষে এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—বক্তা এখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সত্যের আলাপ করেছেন। এই Motion উত্থাপন করতে গিয়ে হাসপাতালের ব্যাপারে আমাকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছেন। আমার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন কারণ নাই। ঐ Department এর যে মন্ত্রী আছেন, কোন অসুবিধা যখন হয় তখন তা দূরীকরণের দায়িত্ব তারই এবং এই ক্ষেত্রেও তিনি তার দায়িত্বে সব কিছুরই সুব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। তবে যারা সব সময়ই অসত্যের উপর ভিত্তি করে সমালোচনা করেন তাদের ক্ষেত্রে এই রকম বলতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। জল সরবরাহের সম্বন্ধে বক্তা একটি কথা বলেছেন। আপনারা জানেন যে power এর সাহায্যে হাসপাতালে জল সরবরাহ করা হয় এবং power কখনো কখনো fail করতেই পারে। সেই অবস্থা যখন হয় তখন B. M. P., P A C তাদের সাহায্যে motorএ করে অন্যত্র হতে জল সরবরাহ করে থাকে। এটা হল interim একটা arrangement. Water worksএর কাজ শুরু হয়েছে Line যাচ্ছে এবং জল সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা দ্রুত করা হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যের বক্তৃতা শুনে মনে হয় যেন হাসপাতালে খাবার জল কেহই পাচ্ছেন না। আর একটি কথা উনি বলেছেন যে Mal-treatment to the patients. তার বক্তৃতার মধ্যে Mal-treatment এর কোন কথাই তিনি বলেন নাই যদিও বলেছেন যে privte practice যেখানে নেই সেখানে ডাক্তাররা টাকা নিচ্ছেন। উনি জানেন যে, সে সমস্ত case vigilanceএ দেওয়া যায়, তা তিনি দেন নাই, কারণ সেই রকম কোন ঘটনা ঘটে নাই। সেখানে আইন করে দেওয়া আছে যে সরকারী ডাক্তাররা private practice করতে পারবেন না সেখানে তিনি vigilance এর আশ্রয় নিতে পারতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তার একটা রোগীকে ডাক্তার নাকি বলেছেন যে তার নাকি operation stage পার হয়ে গেছে। operation stage পার হয়ে গেছে, তার stage ripe হয়ে পার হয়ে গেছে তার কোন অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। চক্ষু operationএর নানা রকম stage আছে, প্রত্যেক রোগীকে নানা রকম পরীক্ষা করে তারপর operation করতে হয়। রোগীর যদি Diabetis থাকে তা হলে operation চলে না, তার জন্য নানা রকম ঔষধ দিতে হয়। তাদের ধারণা আমি যখন Communist Partyর একজন লোক এবং রোগীকে নিয়ে এসেছি তাকে operation করতে হবে। ডাক্তার তা করতে পারেন না। ডাক্তার যথাযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তার চিকিৎসা করবে। এতো আর হাতুড়ে ডাক্তার নয় যে যা মনে হল তাই করবে। পরে যাই হোক। অতএব, ডাক্তারদের উপর দোষারোপ না করে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে পরে আমার মনে হয় আমাদের যে সংস্থা তা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবে

অতএব আমি অনুরোধ করব, যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুপ্রেণোদিত হয়ে তারা যেন এরকম প্রস্তাব উত্থাপন না করেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Bidya Chandra Deb Barma

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন তার সমর্থনে আমি দু-একটি কথা বলছি। হাসপাতালে জল সরবরাহ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে water supply এর জল নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, যখন line যাবে তখন জল পাবে। আমরা যতটুকু শুনেছি এবং জানি যে সেখানে জলের খুবই অভাব। ডাক্তারখানা জল ছাড়া চলতে পারে না, কাজেই জল যাতে রীতিমত পাওয়া যায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সত্বর গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাব। আর আমি একদিন আমার এক আত্মীয়কে দেখার জন্য হাসপাতালে যাই এবং দেখি ছারপোকার যন্ত্রনায় ঘুমানো তো দূরের কথা বিছানায় বসে থাকাও দুষ্কর। হাসপাতালেও যে ছারপোকা থাকতে পারে সে জিনিষটি আমি কল্পনাও করতে পারি না। তখন আমি রোগীদের পরামর্শ দিয়ে আসি যে এ ব্যাপারটা superintendent এর গোচরে আনার জন্য। আরেকদিন আমি আরেক রোগীকে outdoor এ দেখানোর জন্য—নিয়ে গিয়ে দেখি, outdoor এ Mr. Dutta এর টেবিলে কতগুলি চিঠি দেখি। তারমধ্যে প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্তের লিখা চিঠিও ছিল। আমি রোগীকে নিয়ে সবার আগে যাই, কিন্তু আসতে হলো সবার পরেই। যেহেতু আমি সেইখানে আমার পরিচয় দেই নাই যে আমি একজন এম, এল, এ। এই হল অবস্থা। এই রকমভাবে চিঠি দিয়ে চিকিৎসা করানো ঠিক নয়। এই ধরণের লোক যখন হাসপাতালে যান তখন স্বভাবতই class IV employee রা, যারা নাকি দরজায় duty দেয় তারা দরজা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন তাতে হয় কি? দূর থেকে যারা চিকিৎসার জন্য আসে তাদেরকে বাধ্য হয়ে দু তিন দিন ঘুরতে হয়। এ রকম বহু নজীর আছে। কাজেই এইসব দিক চিন্তা করে তারা যাতে systematically চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। ডাক্তার হিসাবে উনাদের কর্ত্তব্য সকল রোগীর সাথেই একরকম ব্যবহার করা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Health Minister.

Shri T. M. Das Gupta :—(Minister)—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এতে আমার বলার কিছু নেই। তবে নাম করে আমার অপদার্থতার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় Chief Minister মহাশয় বলেছেন যে দু'টো মেসিন এখানে আছে। হঠাৎ কোন কারণে Electricity যদি fail করে তাহলে সাময়িকভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেখানে Electricity যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল সেখানে এরকম ঘটনা ঘটে। মাঝে মাঝে সব জায়গায়ই এ রকম ঘটে। না ঘটলে হয়তো ভাল হতো। সেটা হচ্ছে আলাদা কথা, কিন্তু এ রকম ঘটনা ঘটে। কাজেই Electricity failure হলে তখন সাময়িকভাবে সেটা বন্ধ থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না

Electricity আসে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দু'টো মেসিন রাখা হয়েছে alternative. কিন্তু কোন ক্ষেত্রে দু'টো মেসিনের মধ্যে একটী মেসিন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা repair করতে করতে হয়তো আর একটি মেসিনও নষ্ট হয়ে যায় তখন অন্য কোন গত্যন্তর থাকে না। কাজেই একটা মেসিনের উপর নির্ভর করা হচ্ছে না। দু'টো মেসিনই রাখা হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো exceptionally নষ্ট হয়ে যায়। আজকাল এমন অনেক parts আছে যেগুলি বাইরে থেকে আনতে হয়। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যায় না। কারণ কোন parts চলবে অনেক সময় জানা থাকে না। কাজেই সেই সমস্ত কলকাতা থেকে আনতে হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে যখনই কোন অসুবিধা হয় তারজন্য যেগুলির minimum প্রয়োজন সেগুলি সমস্ত কিছুই বাইরে থেকে আনতে হয়। উনারা বলেছেন ট্রাক দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং এবারও যখন নাকি হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে repair এর চেষ্টা করা হয়। আমাকে বলা হলে আমি বলেছি যে যদি ১০ দিনের মধ্যে repair করা সম্ভব না হয়, কলকাতাতে order দেওয়া আছে, আসতে দেরী হলে লোক পাঠিয়ে মেসিন আনতে হবে। কাজেই already সেই মেসিন আনার জন্য লোক চলে গেছে এবং তিনি মেসিন বুক করে এসেছেন। হয়তো দু' একদিনের মধ্যে মেসিনও এসে পড়বে। তিনি বলেছেন যে গাড়ী দিয়ে জল দেওয়া হয়েছে এবং এক দিন বা দু'দিন কাজ বন্ধ ছিল। দিন চারেক আগে থেকে একটি মেসিনকে ইতিমধ্যে সারানো হয়েছে। কাজেই একদিনের একটি Emergency ঘটনাকে নিয়েই তারা এত বড় একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চান। যন্ত্র যেখানে থাকবে সেখানে তার ক্রমিকতা আসবে। এখানে দু'টি মেসিন রাখা হয়েছে, একটা নষ্ট হলে আরেকটির উপর নির্ভর করা হচ্ছে। দু'টি রাখা হয়েছে এখন আবার তার জায়গায় তিনটি করা হয়েছে। কাজেই যেখানে মানুষ আছে, যন্ত্র আছে, সেখানে ত্রুটী হবে। তবে সেটা দেখতে হবে যে সরকারের তরফ থেকে সেই ত্রুটী দূর করার জন্য যতটুকু সম্ভব দ্রুততর করা ততটুকু দ্রুততর করা হচ্ছে কিনা এবং সেটা যদি দেখা যায় সেই দ্রুততার সঙ্গে যে emergency তার মধ্যে দেওয়া উচিত, এবং যে গুরুত্ব তার দেওয়া উচিত, সেটা দেওয়া হচ্ছে কিনা। কাজেই একটা order দিলেই যন্ত্র এসে পৌঁছায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে আমরা যে আরেকটি টাকা block করবো, তার আগে দেখা উচিত যে অন্যভাবে পারা যায় কি না। আবার এদিকে এও চেষ্টা করা হচ্ছে সহরের যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তাকে ধীরে ধীরে সেখানে নিয়ে পৌঁছান যায় কিনা। কাজেই এই দিকের যেটা তারা বলেছেন যে এর মধ্যে গাফিলতি আছে, সেটা নয়। যন্ত্র হঠাৎ ব্রেক ডাউন করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। আরেকটি ক্ষেত্রে বিন্নাদেব বর্মা মহাশয় বলেছেন যে সেখানে গিয়ে নাকি তিনি প্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয়ের একটি চিঠি দেখেছেন। এখন প্রমোদ দাসগুপ্ত গ্রামের constituency-এর লোক, তার ওখানে বহু আদিবাসী আছে। এই সমস্ত

লোক যখন শহরে আসে, তারা জানতে পারে না যে শহরের কোথায় গেলে কি হবে। তাদের যদি একটা চিঠি দিয়ে তিনি সাহায্য করে থাকেন, তার মধ্যে যে অন্যায়ের কি আছে, সেটা বুঝা যাচ্ছে না। কারণ গ্রাম থেকে যারা আসছে, তারা স্বভাবতই সহরের কাউকে চিনে না। কাজেই তাকে একটা পরিচয় পত্র দিয়ে দিলেন বা কোথায় যেতে হবে একজন লোকের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তা না হলে হয়তো লোকটা ঘুরত। যারা রোগী তাদের সুবিধার জন্যই করা হয়েছে এবং গ্রামের লোকদেরই দেওয়া হয়েছে। কাজেই এতে যে কি অন্যায় করা হ'ল এবং হাসপাতালের কি mismanagement হ'ল সেটা বুঝা যাচ্ছে না। কাজেই একটা অভিযোগ করতে হবে এবং প্রমোদ বাবুকে কিছু বলতে হবে, তাই বলে দেওয়া হ'ল। তাহলে তো দেখা গেল যে মাননীয় সদস্যরাও যাচ্ছেন। মাননীয় উক্ত সদস্য বলেছেন আমি তখন শুনতে পেলাম তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম। তাহলে তো দেখা যায় বিধান সভার সদস্য হিসাবে বা তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য, তার আগেও মাননীয় সদস্য বললেন, তিনি সেখানে গিয়ে খোঁজ খবর করছেন, কাকে চিকিৎসা করা হল না, তিনি ডাক্তারের নিকট দৌড়ে গেছেন। তাহলে তার কাজটি কি অন্যায় হয়েছে এবং তা যদি না হয়ে থাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়, তিনি হয়তো এত দূর থেকে আসতে পারেননি, কাজেই চিঠি দিয়ে তাকে একজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাজেই এরমধ্যে যে কি অন্যায় আছে তা আমি বুঝতে পারছিনা। কাজেই একটা প্রস্তাব এনে কিছু বলতে হবে, তার জন্যই বলা। আবার আমি দেখলাম বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাউকে দেরী করা সম্বন্ধে বলেছেন। আবার ভিতরের কথাও বলেছেন। যেহেতু বলেছেন তারা সেখানে নেই, তাদের পক্ষে আমার বলা উচিৎ। তার কারণ হচ্ছে যে যারা বিশেষজ্ঞ, আজকে আগরতলায় দুটো Hospital আছে, বিশেষজ্ঞদের তার একটা overall charge আছে। ডাঃ বসাকের কথা বলেছেন। তিনি হচ্ছেন Gynocologist. তার যেমন G. B.তে seat আছে তেমন আবার V. M.এর মেটারনিটি ওয়ার্ডেও আছে; সেই হিসাবে তাকে মেটারনিটি ওয়ার্ড ও দেখতে হয়। মেটারনিটি ওয়ার্ডে কোন সময় কখন কি call পড়বে তার কোন ঠিক নেই। কোন caseটা serious হবে তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। কাজেই সেই ক্ষেত্রে যদি সকাল বেলা Delivery Case আসে এবং সেই Delivery Caseএ যদি তার উপস্থিত থাকতে হয় তাহলে G. B. হাসপাতালে পৌছতে তার দেরী হবে। কাজেই V. M.এ তার Duty আছে। একটা হচ্ছে as a Doctor নিজস্ব বেডে নিজস্ব কতগুলি রোগী আছে তাছাড়া as a specialist whole wardটার supervision এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। যখন কোন কঠিন case হয় তখন অন্যান্য ডাক্তাররাও তাকে ডাকেন। কাজেই সেইক্ষেত্রে আজকে যারা specialist আছে, দু'টো হাসপাতালই তাদের দেখার প্রয়োজন আছে। কাজেই তারা যদি special caseএর জন্য একজন এক জায়গায় এসে থাকেন এবং তারপর যদি ১০টার সময়ে যান এটাকে নিয়ে যদি এ ধরণের কাগজে লিখালিখি হয় তাহলে স্বভাবতই ডাক্তারদের চলে যাওয়ার কথা, মনে হবে। মন্ত্রী তার General management দেখবে। অন্যটি superintendent অবলোকন করবেন। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে কাগজে লেখালেখি করে বরঞ্চ দল তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একজন আর একজনকে ছোট করার চেষ্টা করছেন কাজেই দেখতে হবে যে, particular dateএ যদি একজন ডাক্তার যায় তাহলে তার

একটা Duty আছে। Over all দু'টো জিনিষ দেখতে হয়—হয়তো একজন ডাক্তার রাত্রের শেষদিকে গিয়ে duty দিয়ে এসেছে। Minister হিসাবে আমি জানি বহু রোগী রাতে ডাক দেয় তখন রাত বারটা একটার সময়ও Specialistদের হাসপাতালে যেতে হয়। অনেক সময় রাত্র তিনটার সময় গিয়ে সারারাত্র সেখানে বসে থাকতে হয়। তারপরে সেই ডাক্তার যদি পরের দিন ১০টার সময় হাসপাতালে যায়, এইজন্য যদি diciplinary action নিতে হয়, তাহলেই মাননীয় সদস্য বলবেন যে, ডাক্তাররা রাত্রে কাজ করে এসেছিল তার উপর আবার সমালোচনা করা হচ্ছে। কাজেই রোগীদের নিয়ে একটা সুষ্ঠু আচরণ করে প্রত্যেকটা জিনিষ অত্যন্ত মমত্ব বোধ নিয়ে দেখা উচিত এবং তারপরে সমালোচনা করা উচিত। আমরা যদি অতিরিক্ত সমালোচনায়, অতিরিক্ত কিছুতে তার বিকৃত জিনিষটাকে নিয়ে এসেম্বলীতে বলতে যাই তাহলে সেটা ঠিক হবে না। এই জিনিষটা আমাদের দেখতে হবে যে, কোন অবস্থার মধ্যে কোন দিন সেটা হচ্ছে এবং সেটাকে নিয়ে যদি কেউ কোনদিন complain করে তাহলে স্বভাবতঃই সেটা administrationএর দোষের জন্যে নয়। অতিরিক্ত আলোচনা বা অতিরিক্ত এই ধরণের প্রাধান্য দিয়ে এই জিনিষগুলো করলে পর স্বভাবতঃই ডাক্তারদের মনে লাগতে পারে। কাজেই যারা দলাদলি দেখাচ্ছেন, আমার মনে হয় দলাদলিটা তারা যত কম করবেন ডাক্তারদের মধ্যে ততই সুষ্ঠ মনোভাব আসবে এবং হাস-পাতালের অবস্থার উন্নতি হবে। Let the Doctors settle their own problems among themselves. তারপর বেতনের কথা বলেছেন। ডাক্তার বসাকের কথা বলেছেন যে, তার private practice আছে, যেহেতু তিনি C.H.S.এর অন্তর্ভুক্ত নন। আবার তার বেতনের কথাও বলেছেন। Specialist Category আছে সেই Specialist Categoryতে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে পারে না। C. H. S. এর দরকার। কাজেই Public Service Commission advertise করবে সেই postএর জন্য। তারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত advertise না করছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ডাক্তার appointment দেওয়ার কোন উপায় আমাদের নেই। যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, তাই বললাম। তিনি প্রথমে ছিলেন Central Poolএর লোক। Central Pool থেকে তাকে ত্রিপুরাতে পাঠান হয়। পরে ত্রিপুরাতে তাকে একটা postএ absorb করা হয়। কিন্তু এখনও তিনি C.H.S. cadreএর অন্তর্ভুক্ত হননি। যেহেতু তিনি C.H.S. cadreএর অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু তার private practice করার অধিকার রয়ে গেছে। তিনি non-practising allowanceও পান না। কাজেই তার practice তিনি যদি অবসর সময়ে করেন, তাহলে আইনের দিক থেকে আমাদের করার কিছুই নেই। ডাক্তার নন্দীরও একই অবস্থা। তিনিও C.H.S.এর অন্তর্ভুক্ত নন এবং হাসপাতালে অন্যান্য ডাক্তার যারা আছেন, যারা C. H. S. এর অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ যারা ত্রিপুরার সরকার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন এবং যারা non-practising allowance নিচ্ছেন না সে সমস্ত ডাক্তারদের practise করতে বাধা নেই। কিন্তু যারা গ্রহণ করেছেন তাদের বেলায় বাধা আছে। সে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। সে রকম specific case থাকলে, vigillance আছে, যদি প্রমাণ দিতে পারেন, নিশ্চই যা করণীয় আছে তা করা হবে।

তাছাড়া আর যে জিনিষগুলোর কথা তিনি বলেছেন এর মধ্যে দেখতে গেলে সারবস্তু কিছু নেই। এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে তার মধ্যে ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি হবেই। যেখানে দৈনন্দিন হাজারের মত রোগী আসছে সে সমস্ত জায়গায় ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি থাকবেই। অবশ্য সেটার improvement হওয়া যে উচিত একথা আমি অস্বীকার করছি না।

এখন রোগীর কথা তিনি বলেছেন। একটা রোগীর condition কেউ seriously বলতে পারেন না। কোন সময় যে তার conditionটা worsened (noise).........treatment এর কথা উনি যা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব যে, অন্যান্য জায়গায় হাসপাতালের চেয়ে আমাদের এখানকার হাসপাতালে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। অন্যান্য হাসপাতালে অনেক দামী ঔষধ দেওয়া হয় না কিন্তু আমাদের এখানকার হাসপাতালে সবরকমের ঔষধ যতটুকু পারা যায় আমরা দিয়ে থাকি। যেটা দেওয়া হয় না সেটা হচ্ছে latest medicine. কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ অভিযোগ করেন ঐ সমস্ত medicine দেওয়া হচ্ছে না কেন? তার কারণ হচ্ছে অনেক নূতন ঔষধ বেরিয়ে যায় এবং ডাক্তাররা মনে করেন যে ঐ ঔষধ দিলে পরে particular রোগী ভাল হয়ে যাবে। তাছাড়া যেগুলো apporoved medicine আছে সেগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয় এবং কোন রকম দলাদলির মধ্যে মন্ত্রীরা মাথা গলাতে চান না। কারণ সেটা হচ্ছে ডাক্তারদের সাম্রাজ্য এবং তার মধ্যে মন্ত্রীরা কোন সময়েই কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, তাদেরই করা উচিত। যারা এই ঘটনাকে টেনে এনে মন্ত্রীদের জড়াতে চান, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করা এবং এটা যারা করতে চান তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই করতে চান বলে আমি মনে করি এবং যত করবেন ততই হাসপাতালের মধ্যে একটা অসুস্থ অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তার এসেছেন, বিভিন্ন রকমের temper হবে, নিজেদের মধ্যে understading এ একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং তারজন্য আমাদের দিক থেকে ও তাদের এই ব্যাপারে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। কাজেই এই জিনিষকে আলোচনার মধ্যে টেনে এনে তিক্ততার সৃষ্টি করা উচিত নয়, এটাই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker :— The discussion is over. Next item in the list of Business is the discussion on the motion of the food policy of the Govt. of Tripura continued.

I would now call on Sri Aghore Deb Barma to start discussion.

Sri Aghore Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী food policy সমন্ধে হাউসে যে statement দিয়েছেন আমি তার আগাগোড়া পড়ে বুঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই policy র যে statement সেটা একটা বিবৃতিমূলক statement ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন আমি এই কথাটি বলছি? কারণ ত্রিপুরার food policy কে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে ত্রিপুরার total population কত, total production কত, কত আমাদের ঘাটতি, বাইরে থেকে কত আমদানী করতে হয়, সেগুলি সমস্ত এখানে থাকা দরকার ছিল। শুধু উৎপাদন increase, Bumper ইত্যাদির কিছু কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার এখানে নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদি ভারতবর্ষের একটা standard food policy আমরা ধরে নেই, সেটার ভিত্তিতেও যদি আমরা আলোচনা করতে যাই—যে তথ্য এখানে আছে during 1955-56 (i. e. last year of the first five year plan or base year of the 2nd plan) the production of rice in Tripura was 1, 37,658 tons and during 1960-61 (last year of the 2nd plan or base year of the 3rd plan) the production of rice in Tripura had increased to 1. 58, 500 tons. During 1965-66 (last year of the 3rd plan i.e base year of the 4th plan) the production of rice in Tripura has further gone up and at the end of 3rd five year plan the production was estimated to be 2 04,000 tons. এইভাবে মোটামোটি production এর একটা figure এখানে দেওয়া হল। যদি ত্রিপুরার গড়পরতা production বৎসরে চার লক্ষ্য মণ ধরি এবং

population যদি ১৬ লক্ষ্যেরও বেশী হয় তবে আমাদের এখানে ৬৪ লক্ষ মণ চাউল প্রয়োজন। আর এখানে বলা হয়েছে দুই লক্ষ চার হাজার টন। এই হিসাবে প্রায় ৫৪ লক্ষ মণ চাউল বৎসরে তাহলে বুঝা যায় আমাদের আরো ১০ লক্ষ মণ ঘাটতি পূরণ করতে হয়। তবে এই যে হিসাবটা দেওয়া হয়েছে তা কি তহশীল কাছারী মারফৎ না settlement deptt. করেছে, না Agriculture deptt. করেছে তার কোন উল্লেখ এখানে নাই। যদি ধরে নেই যে 2,04,000 টন উৎপাদন হয়েছে, তাতে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরাতে খুব বেশী ঘটাতি নয়। কিন্তু সব সময় দেখি যে Ministerরা যখন press statement করেন, কলকাতায় দমদমে, আগরতলায় যখন press conference করেন তখন কোন কোন সময় বলেন 50 হাজার টন আবার কোন কোন সময় বলেন 52 হাজার টন। অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্যগুলি পরিবেশন করা হয়। বর্ত্তমানে আগরতলা সহরে ration shopএ যে চাউল এবং আটা দেওয়া হচ্ছে এগুলি সব বাহির থেকে আমদানী করা। ত্রিপুরার procure করা চাল কোন ration shopএ দেওয়া হয় বলে আমার মনে হয় না। বাহির থেকে যেগুলি আনা হয় সেগুলি রেশন সপের মাধ্যমে বিলি করা হয়। এইভাবে প্রতি বৎসর বহু চাউল এবং গম বাহির থেকে ত্রিপুরাতে আনা হচ্ছে। তার হিসাবই বা কত তার কোন উল্লেখ এখানে নাই। সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে এটাকে বিভ্রান্তিমূলক statement বলেছি, এখানে এ কথাই আমি বলতে চাই যে যদি আমাদের এখানে 2,04,000 টন খাদ্য production হয়ে থাকে এবং ১৬ লক্ষ population ও যদি আমরা ধরি তাহলে বেশী ঘাটতি হওয়ার কারণ নাই। কিন্তু আরেক দিকে হাজার হাজার মণ চাউল এবং গম বাহির থেকে আসছে, বিলিও হচ্ছে। কাজেই একটার সঙ্গে আরেকটির কোন সামঞ্জস্য নাই। কাজেই এই statementর মধ্যে আমাদের লোক সংখ্যা কত, কত বৃদ্ধি, কত আমাদের ঘাটতি, বাহির থেকে কত চাওয়া হয়েছে এবং কতটুকু পাওয়া গিয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কাজেই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা করা হয়েছে। এটাতেই বুঝা যায় এক দিকে ত্রিপুরার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা আর অন্যদিকে Central Govt. কে ও বিভ্রান্ত করা। যদি এখানে 2,04,000 টন production হয়ে থাকে, তাহালে সাধারণতই বাহির থেকে খুব বেশী চাউল এবং গম পাওয়ার কথা নয়। আমাদের এখানে বৎসরে দুইবার crisis হয় তখন দেখা যায় যে চাউলের দর ১০০ টাকার উপরেই চলে যায়। গত বৎসর অমরপুর এবং সদরের বহু এলাকায় এরকম ঘটনা ঘটেছে। কাজেই আজ যদি actual figure এখানে ধরা হতো তাহলে আমাদের যে ঘটতি সেটা বাহির থেকে এনে পূরণের চেষ্টা করা হতো। কিন্তু সেদিক দিয়াও slag থাকে ঠিক মত করা হয় না। যখন সংকট দেখা দেয় তখন যত দোষ নন্দ ঘোষ, জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়। গতবার Assembly Seession এও দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পাহাড়ের মধ্যে নাকি কমিউনিষ্টরা সব ধান চাল আটকে রেখেছে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে যত দোষ নন্দ ঘোষ, নিজেরা করবে দোষ আর সেটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার tendency সব সময় আছে। এখানে একটা অরাজকতা চলছে। এটা হচ্ছে মূল statementএর উপর আমার বক্তব্য।

Procurement সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে নীতিটি নির্দ্ধারণ করা হল।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you are repeating.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি চেষ্টা করছি avoid করার জন্য। পাঁচ একরের উপর কত জোতদার আছে সেই সম্পর্কে statementএ কিছু তথ্য পরিবেশন করা উচিত ছিল। ত্রিপুরার পাঁচ একরের উপর জমির অধিকারী কত পরিবার আছে তাদের এই production হয়, এই বাড়তি হয় এইগুলি আমাদের এই statement এ থাকা প্রয়োজন ছিল, যা এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। আর বলা হয়েছে চাউল ১০ হাজার টন, ধান ১৫ হাজার টন বাড়তি আছে। এটা যে কি ভিত্তিতে বলা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। এক জায়গায় বলা হয়েছে bumper crop অর্থাৎ jump করে নাকি উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে ত্রিপুরার মধ্যে প্রথম বছরের প্রথম দিক দিয়ে আমন ফলনের লক্ষণ খুব ভাল দেখা গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্ত্তিক মাসের মাঝা মাঝি বা শেষের দিকে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন যদিও গাছ বড় হয়েছে, দূরের থেকে দেখলে বেশ সুন্দর দেখা যায় কিন্তু ধান-গুলি একেবারেই পুষ্ট হয় নাই।

আরেকদিক হচ্ছে যে—কমলপুরের সদস্যোরও তা জানা, যদিও এখন হাউসে নেই, দেউরি নদী, খোয়াই নদী, গোমতী নদী—ত্রিপুরার সমস্ত নদী নালার কিনারে যে সমস্ত ক্ষেত আছে, যে সমস্ত জমিগুলিকে আমরা টান জমি ধরি, ঐ গুলিতে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ কোন কোন জায়গায় ধানের ছড়া ও বের হতে পারে নাই। কাজেই bumper crop এর তথ্যটা কারা দিল? সার্কেল অফিসার, এ, ডি, এম ফুড, উনারা অফিসে বসে কি অনুমানের ভিত্তিতে এ তথ্য সংগ্রহ করছেন না—কি তহশিলদাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেই তথ্য সংগ্রহ করছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়। একর প্রতি ২০ মন কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে যদিও থাকে কিন্তু তার সংখ্যা কম, কিন্তু গড় পরতা হিসাবে তা ধরা যায় না। সেই দিক দিয়ে আমি এখানে বলতে চাই, যে লেভি এখানে ধার্য্য করা হয়েছে তা ঠিক নয়। পাঞ্চায়েৎ কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনা করে, কার জমি বেশী, কার ধান কত হয়েছে, কোথায় গেলে ধান পাওয়া যাবে, তাদের পরামর্শ এবং সহযোগীতার মাধ্যমে যদি তা করা হত তাহলে সঠিক চিত্র পাওয়া যেত। কিন্তু এখানে ঢালাও ভাবে যে একটা তথ্য দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় ইহা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

আর একটা কথা আমি বলতে চাই, যে Policy এখানে বলা হয়েছে সেটা কি? আমরা দেখছি বর্ত্তমানে চাউলের দর ৫০৲ টাকার নীচে কোথাও নাই। ধান সদরে এখনও ২৫-৩৪ এর মধ্যে উঠা নামা করছে। সরকার থেকে এখানে Per quintal 56·25p ধার্য্য করেছেন, অতএব মনের দাম ২১৲ টাকার বেশী হয় না। এখন বাজারে যদি ৩০৲ টাকা দর থাকে তবে গ্রামের যারা কৃষক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যে ভাবে

বৃদ্ধি পাইয়াছে, তারা কেন কম দরে ধান দিবে? কাজেই সরকার যে দর ধার্য্য করেছেন সেই দরে কৃষকরা ধান দিতে চাইবে না। ফলে সরকারের এই খাদ্য নীতি কৃষকদের চোরা কারবারীদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আর একটি কথা যারা ধনী কৃষক, যাদের জমির পরিমাণ বেশী, ধান্য সংগ্রহটা প্রথমে তাদের নিকট হইতেই শুরু করা দরকার, কিন্তু সরকার করেন কি? তহশীল কাছাড়ীতে বসে যাদের ২।৩ একর জমি আছে তাদের নামেই নোটিশ প্রথমে Serve করা হয়। আর যারা ধনী কৃষক তাদের নোটিশ দেওয়া হয় না। যারা ধনী কৃষক, যাদের টাকা আছে তারা কর্ম্মচারীদের কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয়, কারণ কয়েকমাস গেলেই ঐ ধান তারা ৫০৲ টাকা দরে বিক্রী করতে পারবে। টাকা হলে সবই হয়, মানুষ খুন করেও বাঁচা যায়, এমন উদাহরণ আছে। কাজেই ব্যাপারটা হল কি—যাদের টাকা আছে তাদের আরো টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করা হল। কয়েকটি নজীর আমি এখানে দিতে চাই। যেমন সাব্রুমের সমরেন্দ্রনগরের নারায়ণ চন্দ্র রায় তাদের ৪ কানি মাত্র ধানী জমি, তাদের পরিবারে ৮ জন লোক, levy তাকে ধার্য্য করা হল ১৮·২৫ কেজী, আর শীতল চন্দ্র পাল, মাধবনগর, তার জমি মোট ৩ কানি তার ধার্য্য হল ১৭.৪৫ কেজি, এই রকম বহু উদাহরণ আছে। আর এক জায়গায় মুক্তাচন্দ্র দেববর্মা, তার নামে ৭ কানি তৌজি, তার ধার্য্য করা হল ১১·৭৪ কেজি ধান, তার মাত্র ৭ কানি ধানি জমি আছে। কাজেই আমার বক্তব্য হল যাদের ধানি জমি কম, নোটিশ তাদের উপর প্রথমই জারী করা হয়। অন্যের কথা বাদ দিলেও আমার বাবা বহু দিন হয় মারা গেছেন. আমরা সাত ভাই আছি। গত Survey operation এর সময় আমাদের সমস্ত জমি যার যার নামে খারিজ করা হয়, আমার অংশে মাত্র পৌণে দুইকাণি আছে। surveyর জন্য দরখাস্ত আমরা সকলেই করেছি কিন্তু বাবার নামেই ঐ জোতটি এখনও রেখে দিয়েছে। এই ধরণের ভাইরা সবই আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু জোত পিতার নামেই রয়ে গেছে। যখন Notice serve করা হয় অর্থাৎ এই জমিগুলি আলাদা আলাদা ভাবে বন্টণ হয়ে গেল, আলাদা আলাদা পরিবারে ভোগ দখল করল কিন্তু তৌজি মূলে Notice serve করা হলো কাজেই এই পলিসির মধ্যে অনেকগুলি Defect আছে। অর্থাৎ আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যদি গ্রামে পঞ্চায়েত কমিটিগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে কোন কিছু করা যেত তাহলে খুব সুন্দর হত। মানুষের খুব save হত। কারণ, কার ঘরে ধান আছে, কার জমি আছে তারা সব চাইতে ভাল করে বলতে পারে। এই হলো আমার বক্তব্য।

আর একটি কথা হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়—এবার অবশ্য সামান্য কিছু উল্লেখ করে যাচ্ছি। সব জমি এক রকম ফসল দেয় না। এবার আমি জোর করেই বলতে পারি যে সমস্ত জমি গতবার কাণি প্রতি ১০/১১ মণ ধান হয়েছে সে সমস্ত জমিতে এবার কাণি প্রতি ৩/৪ মণের বেশী হয় নাই। বৃষ্টি না হওয়ার দরুন এবার ফসলের খুব ক্ষতি হয়েছে। কাজেই এই লেভি ধার্য্য করার পূর্ব্বে জমির যে শ্রেণী বিভাগটা Survey &

Settlement Deptt. এ আছে তাদের কাছ থেকে কোন তথ্য নেওয়া হয় নাই। তহশীল কাছারীর মধ্যে বসেই হয়তো সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে কথা বলছিলাম। এ রাজত্বটা হলো চোরের রাজত্ব। কেন আমি চোরের রাজত্ব বলি ? কারণ যারা ব্ল্যাক্ মার্কেটিয়ার্স—এখানে আমার একটা ঘটনা জানা আছে, আমি অবশ্য এটা পড়ছি না, শুধু ঘটনাটাই এখানে বলে যাই। বিশ্রামগঞ্জে কিছুদিন আগে যখন ধান প্রথম উঠে তখন চাউলের দর কমে গিয়েছিল। তখন বাইরের থেকে মানুষ চাউল কিনতে যায়। সেখানকার কয়েকজন মানুষ সিণ্ডিকেট করল। যদি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বলেন তাহলে আমি নামগুলি বলতে পারি। জানকি রায়, নেপাল রায়, বিনোদ দত্ত, দীনেশ প্রভৃতি আরো কয়েকজন আছে। তারা একটা সিণ্ডিকেট করল। তারা ঠিক করল যে বাইরের থেকে কেউ এসে বিশ্রামগঞ্জ থেকে চাউল কিনতে পারবে না। তারা কিনল। কেনার পর রাত্র হলে কৃষকরা এবং লোক-জন যে যার বাড়ী চলে গেলে ঐ চাউল যেটা সস্তার সময় ৪৬/৪৭ টাকা দরে কেনা হয় সে চাউল সন্ধ্যার পর ট্রাকে ট্রাকে কিছু উদয়পুর কিছু আগরতলা চলে যায়। মাঝখান থেকে তারা ব্যবসা করলো। এটা কৃষকরা পেল না আর এদিকে এটা ব্ল্যাক হয়ে গেল। এইভাবে আজকাল সব জায়গায় রাজত্ব চলছে। কাজেই সামগ্রীক ভাবে আজকে রেশনের চাউল. আটা ইত্যাদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়, এই খোলা বাজারে রেশনের চাউল যেটা রেশন সপে পাওয়ার কথা এগুলি কি করে খোলা বাজারে যায় ? কাজেই রাজত্বটা কি চলছে সেটা যদি আমরা সামগ্রীক ভাবে চিন্তা করি—তাহলে দেখব যে এটা চোরের রাজত্ব। যে চোর সে হলো বড় সর্দার। সে ব্ল্যাকও করতে পারে। ফলে কি হবে ? সমস্ত ধান চাউল গ্রামের বাজার থেকে কিনে blackmarketeers রা জমা করছে। তখন কৃষকের ঘরে ধান থাকবে না। সমস্ত ধান চাউল এক জায়গায় গিয়ে জমা হবে। এই অবস্থায় সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন মোটামুটি ভাবে যারা black-market করেন তাদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। অতএব আজকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে যে খবর বেড়িয়েছে তা থেকে কিছু অংশ পড়তে পারি উদাহরণ স্বরূপ।

(Interruption)

জাগরন তো আমাদের পত্রিকা নয়। এই ব্যাপারে হাউসের নজরে আনা আমার কর্ত্তব্য তাই আনছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ন্যায় দণ্ডের মধ্যে একটার পর একটা issue তারা লিখে চলেছেন এবং জাগরনের মধ্যেও লেভি সম্পর্কে বহু মন্তব্য আছে। যারা গরীব কৃষক, যাদের জমি কম তাদের উপর pressureটা দেওয়া হচ্ছে। আর যারা ধনী কৃষক, জমি বেশী তাদের থেকে লেভি আদায় করা হচ্ছে না। এ সম্পর্কে বহু অভিযোগ Local পত্রিকাগুলিতে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এ সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নীরব। আমার বক্তব্য হ'ল লেভী করতে হলে গ্রামের জনসাধারণের সহযোগিতা

দরকার। আর হচ্ছে এক দ্রোনের উর্দ্ধে যাদের জমি এবং যারা এই জমির ভোগদখল করে তাদের উপর লেভী বসানো দরকার। বর্ত্তমানে যা করা হয়েছে—ধান হচ্ছে কৃষকের একমাত্র জীবিকার প্রধান উপায়, তাছাড়া তাদের অন্য কোন গতি নাই। শুধু বীজের ধান আর খোরাকীর ধান ত্রিশ কেজি রাখিয়া দিলেই যথেষ্ট নয়। কারণ তার আপদ বিপদ আছে, আবার অনেক সময় বীজের ধানও নষ্ট হয়, বা মুনি মজুর রাখতে গেলেও খোরাকী দিতে হয়, কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, যাদের এক দ্রোণের বেশী জমি আছে তাদের উপর লেভী ধার্য্য করা উচিত। এখন পাঁচ একরের যেটা করা হয়েছে তাতে অনেকের খোরাকী পর্য্যন্ত হয় না। কারণ এর মধ্যে কারো কারো হয়তো পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী থাকে আবার কম থাকে। তার কোন বিবেচনা না করে এটা ঢালাও ভাবে করা হয়েছে। কাজেই এই যে লেভী এটা অত্যন্ত defective. তা চলতে পারে না। কাজেই সেটা যদি চালু করতে হয় তবে আরও সুন্দরভাবে করা দরকার। অর্থাৎ জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। আমার মূলকথা হল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে statement দিয়েছেন তাতে যারা চোরা-কারবারী তাদের খপ্পরে জনসাধারণকে ঠেলে দেওয়ার রাস্তাই এতে হয়েছে এবং তারাই লাভবান হবে। কারণ কেহ কম দরে বিক্রি করতে চাইবে না, ঘুষটুষ দিবে, আমলারা সুযোগ সুবিধা পাবেন। ইদানিং এমন নজিরও আমার কাছে আছে, অবশ্য আমি নাম বলছি না, কিছু দাও তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কাজেই এতে Food policyর নামে আরও দুর্নীতি হবে বলে আমি মনে করি। এই বলেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, I would call on Hon'ble Member Sri Promode Ranjan Das Gupta.

Sri Promode Ranjan Das Gapta :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে হাউসে যে Food Policy discussion হচ্ছে সেটার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। যখনই food policy সম্বন্ধে আলোচনা হয় তখনই তিনটি দিকে দৃষ্টি রাখা হয়, একটী হচ্ছে Production, দ্বিতীয়টী হচ্ছে procurement এবং অন্যটী হচ্ছে proper distribution. এই তিনটী দিকে লক্ষ্য রেখেই food policy করা হয়। কারণ production যদি আমরা না বাড়াই তাহলে distribute করতে পারবোনা এবং জনসাধারণকে যথোপযুক্ত খাদ্যের যোগান আমরা দিতে পারবো না। আর যদিও production বাড়ে সেই উদ্বৃত্ত ধান ও চাউলকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে procure না করতে পারি এবং সেই উদ্বৃত্ত চাউল ও ধান যদি rich peasant বা মজুতদারের হাতে থাকে বা সেটাকে যদি আমরা under groundএ চলে যেতে দিই তাহলে একটা কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই মূল্য বৃদ্ধি সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যহত করে। কাজেই procurement করা প্রয়োজন এবং সেটাকে জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত মূল্যে সুসমবন্টনের মাধ্যমে পৌছে দেওয়া দরকার।

আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে প্রশ্নটা এখানে এনেছেন সেটা থেকে আমি বলছি। তিনি production এর কথা বলছেন যে ত্রিপুরায় যে production হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় আমাদের ঘাটতি বেশী নয়, কারণ এক লক্ষ সাতাশি হাজার ছয় শত আটার টন থেকে বৃদ্ধি হয়ে দুই লক্ষ চার হাজার টন উৎপাদন হয়েছে। এই যে production দেখানো হয়েছে তাতে আমারা Central Govt. থেকে ধান চাউল পাওয়ার সুযোগ নষ্ট করেছি। আপনার বক্তব্য হচ্ছে এই যে Central Govt. এর মুখাপেক্ষী আমাব থাকবো কি না। এই যে production আমাদের বেড়েছে এটা সত্যি কিন্তু একটা ছোট বা একটা বড় কলসী—দুই কলসীর নীচে যদি ছিদ্র থাকে তবে জল ঢাললেও সবটা খালি হয়ে যায়। কাজেই এই Production তার একটা বিরাট অংশ আজ খালি। Rich peasant যেহেতু তার cash হাতে আছে তার hoard করার ক্ষমতা আছে, সে রেখে দিচ্ছে আর একটি অংশ মজুতদারের হাতে চলে যাচ্ছে। এবং সেই ধানগুলি procure করার কথা এখানে হচ্ছে, সেটা লেভি নয়। আর Central Govt. থেকে যে আমরা ধান চাল আনবো এই যে একটা কথা তার সঙ্গে আমি একটা প্রশ্ন তুলছি যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তার কোন মিল নেই, কোন কারখানা নেই, যে মিলে বা কারখানায় মাটি দিয়ে বা সুতা দিয়ে ধান-চাল তৈরী হয় এবং আমরা যদি চাই তবে সেখান থেকে পাব। তাকে Procure করতে হয়, import করতে হয়, সে জিনিষটা আমাদের মনে রাখা উচিত। ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে ভারতবর্ষে সাড়ে আট কোটি মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল তথাপিও বিদেশে থেকে ৬০ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য আমদানী করতে হয়েছে এবং গত ৬৬-৬৭ সালে সারা ভারতে খাদ্য উৎপাদন কমে সাড়ে সাত কোটি মেট্রিকটন হয়েছে। কারণ নানাবিধ দৈব দুর্বিপাকে এবং প্লাবনে বহু ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। Central Govt. এর থেকে খাদ্য এনে যে আমাদের চলতে হবে সে ভাবটা থেকে আমাদের নজর পালটাতে হবে। কারণ একটা জিনিষ আমাদের মনে রাখতে হবে Central Govt, এখন আর সে পরিমাণ খাদ্য দিতে পারেন না। তার দুটি কারণ আছে। একটি হচ্ছে খাদ্য আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়, আমেরিকা থেকে PL 480 দ্বারা আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হয়, যদি আমরা বিদেশ থেকে PL. 480 দ্বারা খাদ্য আনি তবে আমার বন্ধু অঘোর বাবু চীৎকার করে বলবেন, আমেরিকা থেকে কেন খাদ্য আনা হচ্ছে, সেখানে তো একটা Political chain মানে রাজনৈতিক সুতার বন্ধনে ভারতবর্ষ আবদ্ধ হচ্ছে। ঐদিকে তারা চীৎকার করবে এবং সে অবস্থায় একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর কেহ খাদ্যে যোগান দিতে পারে না। যেহেতু সারা বিশ্বে গত কয়েক বৎসর যাবৎ খাদ্যে উৎপাদন কমেছে, আজ একটা দেশ যদি সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় তাহলে সে দেশ তার সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে না এবং সেই সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কোন শক্তিধর দেশের সাহায্য নিতে হয়। সেইরূপ একটা দেশ যদি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়, পরমুখাপেক্ষী হয় অর্থাৎ আজ যদি সারা ভারতকে তার খাদ্যের জন্য আমেরিকা যেতে হয়, তার খাদ্যের জন্য যদি সারা বৎসর আমেরিকার দিকে চেয়ে থাকতে হয়, তেমনি আবার সারা ত্রিপুরার অঘোর বাবুর মতে যদি আমাদের খাদ্যের জন্য দিল্লীর দিকে

চেয়ে থাকতে হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সাবা ভাবতে একটা চাপ সৃষ্টি করা। যে চাপে ভারতে ভারত সরকারকে তাব সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন বেখে অন্য যায়গা থেকে আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য যোগাড করা অনেকসময অসম্ভব হযে পডে। কাজেই আমি সেই দিক দিয়ে এই কথাটাই বলছি যে আমাদেব যে বেকর্ড এখানে দেখান হয়েছে, সে রেকর্ড সেন্টাল গভর্ণমেন্ট ও এপ্রিসিয়েট কর যে আমরা খাদ্যের উৎপাদন বছবের পর বছর বাডিয়ে যাচ্ছি এবং বাডানোর যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার দিকে অঘোর বাবু বিশেষ লক্ষ্য করেননি। তিনি দেখতে পারতেন আমরা সারের মাধ্যমে, কিভাবে জল সেচেব মাধ্যমে আস্তে আস্তে ১৩৭৮ একব জাযগাতে তাইচুং এবং অন্যান্য local variety ব উৎপাদন কিভাবে আমরা বাডিযেছি। তাব সাথে সাথে তিনি দেখতে পারতেন যে আমরা সারেব প্রযোগ করে কিভাবে আস্তে আস্তে ধানের উৎপাদন প্রতি একরে বাড়িযেছি। তিনি এ জিনিষটাও লক্ষ্য করেননি যে আমবা চতুর্থ প্লেনএ ৩৯০০০ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন করার প্রস্তুতি নিযেছি। কারণ আমবা দেখেছি সে খাদ্যেব হিসাব, সে ডাটা এই ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছে। তিনি বলেছেন যে এই ডাটা কোথা থেকে পেযেছ? ডাটা পাওযা যায খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। without statistics কোন পরিকল্পনা দেওযা যায না। এটা একটা মূর্খতাব পরিচায়ক যদি কেউ বলে যে statistics ঠিক নয। statistics হযত বা perfect নাও হতে পারে কিন্তু nearer হতে পারে। এই statistics কে সামনে রেখে রাশিয়াও plan করে ব্রিটিশ ও plan করে এবং ভারতবর্ষও করছে। অতএব আমি আশা করি যে সমস্ত প্লেন অন্যান্য জায়গায় হযেছে সবই statistics এব উপব হয়েছে।

C

মাননীয স্পীকার মহোদয আজকে তাই আমরা এই plan এর মধ্যে দেখছি যে, আমাদের উৎপাদন প্রথমে যে যেখানে ৯ হাজার ৮ শত মেট্রিক টন বাডিযেছিল সেখানে আমরা ৩৯ হাজার মেট্রিকটন বাডিযেছি। সেখানে আমরা সত্যি requisition মারফতে চেষ্টা করেছি যে উদ্বৃত্ত যে খাদ্য, যে ফসল সেই ফসল আমরা কৃষকেব কাছ থেকে আনব। এই ফসল আনতে গিযে আমরা ঠিক করছি যে, ৫ একব বা তদূর্দ্ধে যাদের জমি সেই জমিব ধান এবং চাল আমরা সংগ্রহ করব এবং সেই সংগ্রহ যদি আমরা ঠিক মত করতে পারি এবং সমাজ বিরোধীরা যদি এই সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি না করেন তাহলে আমরা জানি যে এখানে দশহাজার টন চাউল এবং ১৫ হাজার টন ধান সংগ্রহ করতে পারবো। কারণ একটা সত্যি কথা যে ধানের যে উৎপাদন হয়েছে এবং যে হিসাবে হযেছে এর্কথা এখানে তিনি বলেছেন যে, তিন একর কাঁচার একর বা ২ কানি জায়গার উপব লেভি দেওযা হয়েছে। কিন্তু তিনি একটুও পড়ে দেখেন নি। কারণ তিনি উত্তেজিত তিনি emotional তিনি যদি একটু দেখতেন তাঁহলে দেখতে পারতেন যে (noise)

অঘোরবাবুকে আমি আমার ল্যোসায় নিয়ে যেতে পারি যদি তিনি তার বাড়ীতে ল্যোসায় আমায় নিয়ে যান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—চলুন চলুন

শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত :—সেখানে S.D.O. বা A.S.D.O. যারা আছেন (noise) মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অঘোরবাবু একটু unbalanced হয়ে গেছে, তবে তিনি একটু শুনবেন। আমার যদি সত্যি ৭ দ্রোন নাল জমি থেকে থাকে মাননীয় স্পীকার মহোদয় আর একটু সময় দেবেন।

Mr. Speaker :—I can give you only 2 miniutes time.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় S. D. O. বা A. S. D. O.রা ইচ্ছা করলে যদি কোন নোটিশ ৩1০ বা ৫ কাণির উপর দেওয়া হয় তা হলে দরখাস্ত করলেই তাদের বাদ দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় যে সব জমি ১৲॥ কাণির উপরে সে সব জমিতে ধানের ফলন কম হলে পরেও দরখাস্ত করলে পরে সেগুলোকেও লেভির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি শুধু কর্ম্মচারীর উপর দোষারোপ করছেন। মনে হচ্ছে তিনিই একমাত্র সৎ মানুষ আর কেউ সৎ নয়। (noise) West Bengal এর যুক্তফ্রন্ট সরকার ৫৬ টাকা ১৫ পয়সাতে accept করেছিল। তখনকার West Bengal এর প্রাইসই আজ ত্রিপুরায় গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব নিজে চুরি করলে দোষ নাই পরকে চোর করার সময় তাদের যত বাহাদুরা। West Bengal এও এই লেভী করা হয়েছে। এই requisition West Bengal এও করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যুক্তফ্রন্ট সরকার করেছে অর্থাৎ ওনাদের গুরুদেব করেছেন কাজেই তাতে কোন দোষ নেই। দোষ এই ত্রিপুরা সরকারের। এখনকার সরকার যে পদক্ষেপ করেছেন খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সেই পদক্ষেপে দেখা যাবে যে এই সব জোতদার যারা আজকে কমিউনিষ্ট পার্টিকে চাদা দিচ্ছে তারাই আজকে চিৎকার করছে "আমাদিগকে বাঁচান" কারণ এই লেভীর requisition এর মধ্যে আমরা পড়বো। তাদের বাঁচানোর জন্যে আজ অঘোর বাবু দাঁড়িয়েছেন। সে রিকুইজিশন বন্ধ কর লেভী বন্ধ কর। কারণ তা না হলে আমাদের সংগঠন তো আর টিকছে না সংগঠন ভেঙ্গে পড়ছে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয় আর একটি বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই যে ধান সেটা কে সংগ্রহ করবে? সমবায় সে ধান সংগ্রহ করবে। ওনারা বলে থান যে ১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল, তখন ষ্টেট ট্রেডিং গঠন করে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯২১ সালে policy introduce করেছিল। নাম সেটা introduce করার সময় সমবায় রূপে করেছিল। আজকে আমি challenge করছি। আমার এই বক্তব্য যে ভুল তা উনি দেখাতে পারবেন কি? অতএব সমবায় সমিতির মাধ্যমেই এগুলো কেনা হচ্ছে। দোষ ত্রুটি অনেক থাকতে পারে। কর্ম্মচারীদের গাফিলতি অনেক থাকতে পারে। কিন্তু policy আর একটা জিনিষ। সেই policyটা correct কিনা সেটাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। আমি যত বক্তৃতা শুনছি সবটাতেই শুধু কর্ম্মচারীর দোষ দেখান হচ্ছে। কিন্তু question of Implementation এর মধ্যে যদি সরকারী কর্মচারী কিংবা কেউ কেউ যদি সমবায়ে গাফিলতি করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে

বিচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার করবেন। কিন্তু Question হচ্ছে উনারা যে overlapping করেন। কারণ উনারা যখন বক্তৃতা দেন তখন policy is one thing, implementation is another thing এই জিনিষটা উনারা বুঝেন না। policy টা correct কিনা। যে policyতে food procurement করা হচ্ছে যে policeyতে requisition করা হচ্ছে যে policyতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং যে policyতে সমবায়ের মাধ্যমে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এইটি correct কিনা সেটা হচ্ছে আজ বিচার্য বিষয়। তা না করে তিনি যদি কর্মচারী ও শাসনের এই সব নিয়ে আলোচনা করেন সেটা অবান্তর। আজ food policy এর আলোচনায় এগুলি আসতে পারে না। Implementation এর সম্বন্ধে যদি কোন দোষারূপ দেখা যায় তবে সে সব question এখানে raise করা যায়। এর আগে এসব raise করা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ মুখ তার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরকার যেখানে ১২॥ কানির উপর Requisition বলছেন, অঘোর বাবু সেখানে বলছেন ১দ্রোণ অতএব Policy matter এ Requisition ব্যাপারে অঘোর বাবু একমত, তবে তিনি ভূমির পরিমাণ সম্পর্কে মতান্তর প্রকাশ করেছেন। এই ১২॥ কাণির উপরে ও Relaxations আছে, যেমন সেখানে যদি ধান উৎপাদন না হয় এবং তাহা সরকারের নজরে আনা হয় তাহলে সেখানে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আছে। অতএব ১ দ্রোণ আর ১২॥ কাণির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই, তিনি এই পলিসিটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। উৎপাদন বাড়ানোর সম্পর্কে উনার যে সন্দেহ তাহা অমূলক কারণ আমরা জানি বাজারে ধান চাউল কিনতে গেলে পাওয়া যায় কিন্তু Price হচ্ছে Rocket Price। কৃষকদের, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানার যে ধান চাউল তারা তাহা বিক্রয়ে যত উচ্চ মুল্য পায়, ততই চায়। কিন্তু বেশী চাওয়ারও একটা Limit আছে, সেটা অন্যান্য জিনিষের Price Index এর উপর নির্ভর করে এবং সমতা রেখে ঠিক করা হয়। এই যে Price 56·25 per qtl যেটা Central Govt. ঠিক করে দিয়েছেন এবং তাহা সমস্ত Govt ই accept করেছে এবং অন্ধ্র ও কয়েকটি রাজ্যে 43/- Rupees পর্যন্ত আছে। অতএব highest যে Price সেইটাকেই ত্রিপুরাতে রাখা হচ্ছে এবং তাহা অন্যান্য জিনিষের Price Index এর উপর সমতা রেখে করা হয়েছে। আজ যদি ধানের দর ৪০ টাকা ধার্য্য করা হয় তাহলে মুষ্টিমেয় কৃষক যাদের নিজস্ব জমি আছে তারাই লাভবান হবেন আর বিশাল সংখ্যক যে ভূমিহীন কৃষক তারা মারা যাবেন। অতএব সরকার যে Food Policy এখানে এনেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now Call on Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসের সামনে মাননীয় Chief Minister যে Food Policy উপস্থিত করেছেন আমি Policyর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই। তবে তিনি যে খাদ্য সংগ্রহের কথা বলেছেন আমি তাহার বিরোধী নই। আমি বিরোধী তার সংগ্রহের নীতিতে।

তিনি বলেছেন আগামীতে যে খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে তার মোকাবিলা করার জন্য, কৃষকরা যারা ৫ একর জমির মালিক তাদের নিকট হইতে ধান্য সংগ্রহ করা হবে। ৫একর জমি যে কি রকম, সেটা লুঙ্গা, টীলা নাকি তার কোন উল্লেখ তিনি করেন নি। কৃষক যে ৫ একর জমির মালীক সেই ৫ একর জমি তার দখলে আছে কিনা এবং সেই জমি টীলা, লুঙ্গা চাড়া এসব কথার উল্লেখ নাই তার খবর রাখা দরকার। কাজেই এই নিয়ম চালু হলে কৃষকদের প্রতি একটা অন্যায় করা হবে বলে আমি মনে করি। আমরা দেখেছি গত আউস ফসল সংগ্রহের সময় বারহুন পাড়ার মহেন্দ্র সর্দ্দারের নিকট হইতে ১০ মণ ধান আনা হয়েছিল, কিন্তু সেই জমি এখন তার দখলে নাই, তবু তাকে ১০ মণ ধান দিতে হয়েছে। জিরানীয়া এলাকার বহু জমির মালিক আছেন, ১ দ্রোণ ২ দ্রোণ জমির মালীক আছেন কিন্তু তাদের নিকট হইতে সেই সময় আমরা ধান্য সংগ্রহ করতে দেখি নাই। এখনো যে দেখব তাহা আমরা আশা করতে পারিনা। কারণ ধান্য সংগ্রহের যে ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে, Cooperative এর উপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যে সমবায়ের জয়ঢাক মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ বাবু পিটীয়েছেন এবং এই সমবায়গুলিকে ধান্য সংগ্রহ করে, Stock করে, বিলি বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আর একটা কংগ্রেসী রাম রাজত্বের সৃষ্টি হবে। এই সমস্ত Co-operativesএর কার্য্যকলাপ এবং Co-operative এর যারা Head, তাদের কীর্ত্তি কলাপ এই সমবায়কে যে দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব, যার উপর ত্রিপুরার ১৪।১৫ লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা নির্ভর করছে, সেই ভার তাদের দেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনের যে খাদ্য সমস্যা দেখা দিবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা দেখেছি বীজ বন্টনের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় কিন্তু হিসাবের সময় দেখি সেই Co-operative এর Manager, Secretaryরা ১০ | ২০ হাজার করে টাকা গায়েব করেছে। এই রকম একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি। Jirania Marketing Co-operative এর যিনি প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রীমিলন দাস. অডিটের পর দেখা গেল যে ২২ হাজার টাকার হিসাব নেই। অথচ সেই মিলন দাসকে পরে অমরপুর কো-অপারেটীভের ধান কেনার জন্য ভার দেওয়া হয়। কাজেই কংগ্রেসীরা আজ কাকে চান আর কাকে চান্না তা স্পষ্টভাবে ভেবে দেখতে হবে এবং আমি মনে করি যাদের খাবার কোন সংস্থান নাই, যারা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না সেই সমস্ত মানুষের দায়িত্ব যদি আজকে Co-operative এর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা বলব আগামী দিনের যে খাদ্যসমস্যা এবং যারা চোরাকারবারী, মজুতদার ও জোতদার তাদেরই একটা মুনাফা লোটবার অধিকার দেওয়া হবে—এই Food policyর মাধ্যমে।

ফসল ফলানোর জন্য এখান থেকে জয়ঢাক পিটিয়ে মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রীমনসুর আলী মহোদয় আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর, ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জিপ গাড়ী দিয়ে যেতে দেখেছি এবং যেখানেই গেছেন তিনি বলেছেন একর প্রতি এবার ২০ মণ ধান ফলন হবে। কিন্তু এই বিশ মণ ধানের ফলন

কি করে তিনি দেখেছেন জানিনা আমরা গত তিন বছরে এই বিধান সভার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পরিবেশনে আমরা দেখেছি যে ১৫ মণের বেশী ধান প্রতি একরে ফলাতে দেখেনি। তিনি কি করে দেখেছেন তা আমি জানিনা। কাজেই আমরা জানিনা ওনার এই সফরের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বুভুক্ষু জনসাধারণের মুখে দুটো অন্ন পরবে কি না। কিন্তু এটা জানি যে অনেক কিছু T. A. D. A. বিল হয়েছে কাজেই এই যে তাইচুং ধান ফলনের জন্য এবং এটাকে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করবার জন্য কিছু ঋণ, সার প্রভৃতিও নাকি সরকার থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এই তাইচুং ধান ফলানের জন্য এবং ফলাতে গিয়ে কল্যাণপুর প্রভৃতি জায়গায় কৃষকেরা লাভ তো করতে পারেন নি বরং তাদের ক্ষতি হয়েছে। আরোও দেখেছি খোয়াই এর সতাশ সরকার মহাশয় একজন বড় জোতদার এবং শুনেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রার নাকি একজন বিশিষ্ট বন্ধু। সেই হিসাবে তাকে ১০ হাজার টাকা ঋণ, সার, জলসেচ এবং বীজধান প্রভৃতির জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এই কথা তো মননায় মন্ত্রীরা বলেন নি, ruling Partyর কোন সদস্যও একথা বলেননি যে সতাশ সরকারের মত একজন জোতদার কি পরিমাণ ধান সরকারকে দিয়েছেন? তার তো কোন উল্লেখ নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫ একরের উপর জমি আছে এরকম কত জোতদার আছে, তাদের কাছ থেকে কিভাবে ধান নেওয়া হবে একথার তো কোন উল্লেখ নাই। আমরা তো জানি যারা বড়জোতদার, যারা বড় ব্যবসায়ী, যারা বড় মজুতদার তারা হয়তো মন্ত্রীর বন্ধু, হয়তো বড় বড় কংগ্রেসী নেতার বন্ধু কাজেই তাদেরতো স্পর্শ করার কোন কথা নয়। গত আউশ ফসলে যখন ধান সংগ্রহ করা হয় তখন অমরপুরের জুমিয়াদের জুম চাষ করার অধিকারও আজকে নেই। তাদের আজকে Forest Guardরা দিনের পর দিন শোষণ করে চলেছে এবং জেলে পুরছে। এই রকম জুমিয়াদের কাছ থেকেও সেই জুলুমা প্রভৃতি গ্রাম এই ধান সংগ্রহের আওতায় পরে। চাঁদা করে পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এরকম বহু নজীর আছে। কাজেই এর দ্বারা যে কি হবে আমি বুঝতে পারছি না। কারণ এই যে ধান্য সংগ্রহ করা হবে এবং যেভাবে নোটিশগুলো করা হচ্ছে—৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ধান কো-অপারিটিভ অথবা ফুড সেন্টারে দেওয়া না হলে পরে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ধরণের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ক্ষেতের ধান কি গোলায় উঠবে না মাঠে উঠবে এ সম্পর্কে যারা নোটিশ দিয়েছেন তারা কোন খোজ খবর রাখেন কি না জানি না। কারণ যারা ধানের লেভীর কোটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারা কি হিসাব সংগ্রহ করেছেন তাও আমি জানিনা। কাজেই আমি এখানে এই কথাই বলতে চাই যে আজকে খাদ্য সংগ্রহ করা নিতান্তই দরকার। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কারণ খাদ্য সংগ্রহ করা না হলে অভাবের সময় যারা খেতে পারেনা তাদেরকে দেওয়ার মত কোন সুযোগ থাকবেনা। কিন্তু সেটা সংগ্রহ করতে গিয়ে এই পলিসিতে আমি এই দাবীই করব যে যারা এক দ্রোণের জমির মালিক তাদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা হউক। এবং যে এলাকা থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে সেই এলাকার মধ্যেই সে ধান রাখা হউক এবং যে Co-operative-এর মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হবে সেই Co-operative-এর মধ্যেই দুর্নীতির

আড্ডা, চোরের আড্ডা যতরকম পাপ কার্য্য চলতে পারে জনসাধারণের মাথায় বাড়ি দিয়ে তা সমস্ত কিছু Co-operative-এর মাধ্যমে হচ্ছে। এর মাধ্যমে না হয়ে গ্রামের যে পঞ্চায়েত আছে সেই পঞ্চায়েতগুলির সাথে সহযোগীতা করে কোন কৃষক সত্যিকারের ধান দিতে পারে এবং তার সত্যিকারের অবস্থাটা কি তা একমাত্র জানতে পারে, দেখতে পারে গ্রামপঞ্চায়েতের লোকেরা। Co-operative-এর বাবুরা নয়। তারাতো সেই Co-operative-এর গোদামে বসে বসে কলমই পেষেন আর এই সংগ্রহকে সাহায্য করার জন্য যাতে সুষ্ঠু ভাবে ধান সংগ্রহ হতে পারে, স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা খাদ্য কমিটি করা হোক এবং এই খাদ্য কমিটির মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হোক। আজকে বাজারে ধানের দর ৭০--৭৫ টাকা মণ। এই অবস্থায় যদি ৫৬.৫ টাকা কুইন্টাল হয় তাহলে কৃষকদের সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে। কাজেই ধানের দাম একটু বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অতএব অন্ততঃ ৬৫.০০ টাকা কুইন্টাল হিসাবে ধানের দর দেওয়া উচিত। তা নাহলে কৃষকরা কোন মতেই পোষাতে পারবে না। কৃষকদের কোন বিকল্প আয় নেই। তাদের শুধুমাত্র ফসলের উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের বিপদ, আপদ, অসুখ এবং সামাজিক ব্যয় আছে। কাজেই ধানের দর না বাড়ালে তাদের আয় বাড়বে না। কাজেই কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, তারা যাতে বাঁচতে পারে সেই জন্য ৬৫.০০ টাকা কুইন্টাল হিসাবে ধানের দর নির্দ্ধারণ করা উচিত। Cooperative এর মাধ্যমে যে ধান সংগ্রহ করা হবে সেটা চোরাকারবারীদের হাতে যাবে এবং দুর্নীতি যারা করে তাদের সুবিধা হবে। যারা মজুতদার তাদেরই একটা মোটা টাকা রোজগারের সুযোগ করে দিচ্ছেন এই কংগ্রেস সরকার, এবং যারা ছোট ছোট কৃষক তাদের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর বিশেষ বলবনা শুধু বলব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ধান সংগ্রহের নীতি নিয়েছে এটা এইভাবে না হবে যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সংগ্রহ হয় এবং যারা সত্যিকারের গরীব কৃষক তারা যাতে বাঁচে সেই ব্যবস্থা করা উচিৎ। জোতদার এবং মজুতদারদের হাত থেকে যাতে ধান Collection করা হয়। এই কথাই আমি হাউসের কাছে রাখছি, কারণ এটা যদি না হয় এবং জনসাধারণের সহযোগীতা যদি না নেওয়া হয়, কোন খাদ্য কমিটির সহযোগীতা না নেওয়া হয় তাহলে হোমগার্ড, পুলিশ পাঠিয়ে ধান সংগ্রহ করা যাবেনা। সেটা আনবে ত্রিপুরার জন জীবনে অশান্তি। কাজেই আজকে খাদ্য সংগ্রহের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটা বাস্তবে রূপায়িত হবে না।

*এই সঙ্গে এই কথাও বলে রাখতে চাই যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ, হোমগার্ড প্রভৃতি পাঠিয়ে যদি ধান সংগ্রহ করতে হয় তবে ত্রিপুরা রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে। কাজেই এই অশান্তি যাতে না সৃষ্টি হয়.এবং শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু ভাবে যাতে ধান সংগ্রহ করা যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং খাদ্য কমিটির মাধ্যমে ধান সংগ্রহের নীতি নেওয়া উচিৎ। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker (Dy. Speaker) :—Now I call on the Hon'ble Chief Minister.

Chief Minister :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে খাদ্য নীতি নিয়ে বিরোধী পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, প্রথম বক্তা অঘোর বাবু বলেছেন যে এখানে ৭ লক্ষ ৪ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য উৎপন্ন হয়। Statistic দিয়ে দেখানো হয়েছে, সেখানে আবার এত চাউল আমদানী করার কারণ কি। মাননীয় সদস্য দেখিয়েছেন যে 14 /' wastage এবং seeds এর জন্য রাখা হয় তাতে যে খাদ্য আমরা পাচ্ছি সে হয় ১ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন। তার পর লোক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা ৪৯ হাজার মেট্রিক টন আমদানী করার চেষ্টা করছি। এই প্রশ্ন আজকে নুতন নয়, পুনঃ পুনঃ এই হাউসে তা বলা হয়েছে। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে চাউলের মূল্য এখন যেটা আছে ৭৮·৫০ পঃ প্রতি কুইন্টাল, ধান ৪৮·৫০ প. কুইন্টাল। তা থেকে এটা হচ্ছে যে 5 acres and above. এনে কাকে দিতে হবে, ভূমিহীন যার জুমিয়া যারা ছোট ছোট কৃষক, consumeres যারা তাদের মধ্যে, কল কারখানার শ্রমিক যারা তাদের মধ্যে দিতে হবে। অতএব তাদের নীতি হল যে এই, আমার পূর্ব্বে আমার বন্ধু প্রমোদবাবুও এ সম্পর্কে বলেছেন, এবং দোন যাদের আছে তাদের ধান চাউলের সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে দাও, ছোট ছোট কৃষক যারা, যারা শ্রমিক তাদের লুণ্ঠন করবারই হল তাদের মনোবৃত্তি। অতএব আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব তারা যেন এই মনোবৃত্তি ত্যাগ করেন। আমরা যে পাঁচ একর ধরেছি সেখানে টিলা বাদ দেওয়া হয়েছে। যদি কারও টিলা পড়ে থাকে তাহলে সেটা বাদ পড়েছে। তারা কিন্তু এক দ্রোণের কথা বলেছেন। তার মধ্যে টিলার কথা উল্লেখ করেন নি। তাহলে তারা এই চান যে যাদের ১২॥ কাণি নাল জমি থাকবে তাদের উপর লেভি করোনা। তার কারণ কি ? তার কারণ হোল এই জোতদার, মজুতদার, চোরাকারবারী তাদের পকেটে টাকা দেওয়ার জন্য। আবার তারা মুখে বলছেন, আমরা গরীবের বন্ধু, শ্রমিকের বন্ধু, ভূমিহীনদের বন্ধু, কাজেই তাদের এই মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করছি। চম্পকনগর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আমরা জানি তারা জোতদারের ধান রেখে বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য নোটীশ প্রভৃতি দিত এবং সেই নোটিশ ধরা পড়ে এবং পুলিসের তদন্তাধীনে তা হয়। অতএব আজকে আমার ধান ঘরে আসবে, ১২ কানি জমি থাকলে বাজারে আমরা যাব না Permit দেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের নেই। Permit দিবার কথা আপনারা বলবেন অথচ permit দিলে পড়েই আইনতঃ তারা দণ্ডনীয় করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করতে বলব, আমরা ধান উৎপাদন করব, মজুত করব, অথচ সরকারকে তা দেব না। এক জায়গায় বলব প্রচুর ধান রয়েছে সরকার সংগ্রহ করছেন না, আবার সেখানে গিয়ে জোতদারকে বলবে ধান দেবে না। কিন্তু সরকার তা হতে দেবে না, যাদের নাল জমি আছে সরকার তা নেবে। জনসাধারণকে বঞ্চনা করা, চোরাকারবার করা, মজুতদারী বন্ধ করার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে যদি বন্ধুবর আহত হন তাহলে আমরা নাচার।

তারপর বলেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে Agency কাউকে দেবেনা, Cooperative মারফত করা হউক। আবার আজকে যখন Cooperative মারফতে ধান চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে তখন Cooperative এর নামে এই রকম বক্রোক্তি করার কারণ কি? কারণ তারা ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসা করতেন, মজুতদারী করতেন এখন সেটা পারছেন না; "সমানগত ভাবে সংগ্রহ করুক সেই নীতি আমরা চাই না। আমরা যারা নেতৃস্থানীয় আছি, আমাদের দিয়ে দিন আমরা তাতে আত্ম নিয়োগ করব। আমরা মুনাফা লুটব।" এই হল তাদের চিন্তাধারা। কিন্তু আমরা সেই দিকে না গিয়ে Cooperative এর মাধ্যমে কাজ করছি। তাই আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা দেশের জনগনকে ধান চাউল সংগ্রহে উৎসাহ দিয়ে যাতে সুষম বণ্টন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে। তাহলেই এ খাদ্য সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব। ধানের ফসল বাড়াবার জন্য আমরা তাইচুং ধানের চাষের দিকে অধিকতর মন দিয়েছি। জনসাধারণের সহযোগে আমরা এই চাষের উন্নতি করেছি।

অতএব অধিক খাদ্য ফলাও নীতি যে আমরা গ্রহণ করেছি, এক জমিতে ২/৩টি ফসল ফলাও, এই নীতিতে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া জল, সার ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত চাই। তাহলেই আমরা ত্রিপুরাতে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে পারব। আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা, আমরা যে Procurement Policy গ্রহণ করেছি তাকে সাহায্য করে জয়যুক্ত করবেন।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Bajuban Reang to move his Resolution that this Assembly is of opinion that an Animal Park is to be organised in an upper valley of Khowai River with various Kinds of living wild animals which may be a very attractive spot for travellers of the Country as well as for foreigners.

Shri Baju Ban Reang :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে যে সমস্ত বন্যজন্তু আছে সেগুলিকে সংরক্ষণের দরকার এবং এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের দায়িত্ব বলে আমি বিশ্বাস করি। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখব ত্রিপুরাতে অনেক ধরণের বন্যজন্তু ও জানোয়ার ছিল যেগুলির শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাদের বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির চেয়ে কম বলে বাঁচার তাগিদে যুদ্ধ করে তারা টিকতে পারে নাই, দিন দিন তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাই আমরা যদি ত্রিপুরার বন্যজন্তু সংরক্ষণের জন্য খোয়াই নদীর উপত্যকায় একটা নির্দিষ্ট সীমানা করে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি তা হলে তারা রক্ষা পাবে। যেমন আমরা দুর্বল জাতিকে Colony Scheme করে তাদিগকে বাঁচার ব্যবস্থা করি। ত্রিপুরার বন্যজন্তুগুলিকেও যদি আমরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি তাহলে তারা নিরাপদে একস্থানে বাঁচতে পারে। যদি তা করা হয় তাহলেই ত্রিপুরাতে বন্যজন্তু রক্ষা পাবে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যে বন আছে তাতে

এখনও কিছু কিছু বন্যজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বন্যজন্তুগুলি মানুষকে আনন্দ দান করে এমন নয়, সেগুলি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিনা বলে মানুষের ক্ষতিই করে যাচ্ছে। যেমন ত্রিপুরার বাঘ গৃহপালিত পশু নষ্ট করছে এবং হাতী ফসল নষ্ট করছে এবং বন্য শুকর ধান নষ্ট করছে, সেটা আমার মনে হয় মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে নয়, তাদের নিজের বাঁচার তাগিদেই এসব করছে। আমরা তাদের বসবাসের একটা জায়গার ব্যবস্থা যদি করতে পারি, তাহলে খাদ্য সম্পদ অপচয় হতেও আমরা কিছুটা রেহাই পেতে পারব। তাই তাদের বাঁচার একটা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এই হাউসেরও আছে বলে আমি মনে করি। আশা করব আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হবে।

Mr Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Hon'ble Deputy Speaker, এখানে শ্রীবাজুবন রিয়াং মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা খুবই ভাল এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কারণ ত্রিপুরাতে পুরাকালে যে সমস্ত জীবজন্তু ছিল ৫০/৬০ বৎসর আগে, সে সব জীবজন্তু এখন কদাচিৎ দেখা যায় বা নাই বললেই চলে। যেমন একটা জানোয়ার ছিল তার ছিল একটা মাত্র সিং—তাকে আমরা নক্ষরম্ বলি—সাধারণতঃ বন ছাগল বলা হয়ে থাকে। এই জন্তুটি আজকাল আমাদের জঙ্গলে প্রায় দেখাই যায় না। গবয় বা কালেশ্বরের সংখ্যাও দিনের পর দিন কমে আসছে। আজকাল বনজঙ্গলও কমে আসছে এবং জীবজন্তুও কমে আসছে। কাজেই আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবটি খুবই ভাল। তবে যে জায়গায় এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বলা হচ্ছে—সেই খোয়াই অঞ্চলে এখন যারা বসবাস করছেন তাদের নিশ্চয়ই সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। কাজেই আমার একটি অনুরোধ এখানে পশুপালন সংরক্ষণ করার নামে যাতে লোকজনকে উচ্ছেদ করা না হয় এবং উপযুক্ত স্থানে তাদের যাতে আবার পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে আমি একমত যে জীবজন্তুগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার, অতএব এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri Sachindra Lal Singh—(Chief Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য আনা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষের শিক্ষারও অনেক আছে এবং আর্থিক দিক দিয়েও লাভবান হয়। কারণ বিদেশী পর্য্যটকদের একটা আকর্ষনীয় স্থান হয়। এখন বক্তব্য হচ্ছে যে 3rd plan এ আমরা এরূপ একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। প্রথম কারণ হল ত্রিপুরাতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে habitation নেই। দ্বিতীয়তঃ হল আর্থিক দিক। এই দুই কারণেই এই প্রস্তাব

কার্যকরী হয় নাই। অতএব আমি মনে করি আর্থিকদিক দিয়ে কিছু অসুবিধা আছে। কারণ যে সমস্ত লোক ঐ জায়গায় বসবাস করছেন তাদের অন্যস্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এটা একটা সমস্যা। আজকে এই আর্থিক দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমি মাননীয় সদস্যকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করবার জন্য অনুরোধ জানাব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Baju Ban Reang.

Shri Baju Ban Reang—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই প্রস্তাব কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা এখানে না থাকলেও উহার যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা মাননীয় সদস্যরা উপলব্ধি করেছেন। আগামী পরিকল্পনায় যাতে এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। আমি আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

Mr. Speaker :--There is another resolution of Shri Rajkumar Kamaljit Singh. I would call on Shri Singh to move his Resolution that—This Assembly is of opinion that an Ambulance Corps is to be formed in Tripura and some sub-centres are to be started at sub-divisional headquarters as well as in some more suitable central places with a view to giving relief and better facilities for treatment to the ailing and suffering people fetching them to the nearest Primary Health Centres and necessary provision of fund is to be kept in the next budget

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Hon'ble Speaker Sir, আমি এই House এর সামনে এই প্রস্তাব রাখছি—"This Assembly is of opinion that an Ambulance Corps is to be formed in Tripura and some sub-centres are to be started at Sub-Divisional headquarters as well as in some more suitable Central places with a view to giving relief and better facilities for treatment to the ailing and suffering people fetching them to the nearest Primary Health Centres and necessary provision of fund is to be kept in the next budget.

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে সদরের টাউন এলাকায়, তাতে হাসপাতালের যে সব Ambulance আছে তা যথেষ্ট নয় এবং এ সম্পর্কে যারা ভুক্তভোগী তারাই জানেন কি রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বর্তমানে লোকসংখ্যা অনুপাতে যে ব্যবস্থা তাতে সময়মত রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছাইতে অসুবিধা হয়, তাই মানুষকে সুখ সুবিধা দিবার জন্য এ রাজ্যের বিভিন্ন সাবডিভিসনে P. H. Centre এবং হাসপাতাল খোলা হয়েছে। কিন্তু যেসব রোগী বেশী রুগ্ন ও যাদের Ambulance ছাড়া হাসপাতালে নেওয়া যায় না, তাদের যে কি রকম অসুবিধা তাহা মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই

অনুভব করতে পারেন। G. B. এবং V. M. Hospital এ যেসব Ambulance আছে সেগুলি সরকারী আওতায় না রেখে একটা Ambulance corps করে আগরতলা ও সাব-ডিভিসনে রোগীদের যাতে আরো সুষ্ঠুভাবে হাসপাতালে পৌছান যায় তারজন্যই আমি এই প্রস্তাব এখানে রাখছি। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Hon'ble Deputy Speaker Sir এই প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করি, কারণ বর্ত্তমানে হাসপাতালে এবং অন্যান্য জায়গায় যে Ambulance আছে এগুলি প্রায় অকেজো, day to day কাজ করার জন্য এগুলি Service দিতে পারছে না। এ প্রস্তাবটি যদি গ্রহণ করা হয় তবে চিকিৎসার ব্যাপারে জনসাধারণকে আরো সুযোগ দেওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :— Now I would call on the Hon'ble Health Minister T. M. Das Gupta.

Shri T. M. Dasgupta (Minister) **:**—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীকমলজিৎ সিংহ মহাশয় আলোচনার জন্য যে প্রস্তাবটি এনেছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Ambulance service এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তা হচ্ছে। তিনি যে Ambulance corp এর কথা বলেছেন—অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় যে সেখানে কিছু না কিছু Philanthropic Institution অথবা Voluntary Public Service আছে, তারাই এই Ambulance Service গ্রহণ করেন এবং কিছু কিছু মূল্যে এই Service দিয়ে থাকেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যেও আমাদের Ambulance আছে এবং সেটা কোন রকম service charge না নিয়েই কাজ করছে। এখানে যে Ambulance গুলি আছে তার মধ্যে কয়েকটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং বাকিগুলি দিয়ে সেই serviceটি করা হচ্ছে। আজকের দিনে সমগ্র ত্রিপুরাতে যখনই যেটা আমরা করি না কেন আজকে আবার নূতন করে সেটা ভেবে দেখার দরকার হচ্ছে এইজন্যে যে যতই রোগী বাড়ছে, চাহিদাও বাড়ছে এবং নানা রকমের রোগও বাড়ছে। সেইক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে Ambulanceএ যাবে কারা ? ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যে নিয়ম আছে তাতে Ambulance ডাকলে পরে Ambulance তাদের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে Ambulanceএ যাবে কারা ? যাবে সেই সমস্ত রোগীরা যারা স্বাভাবিক কারণে হেঁটে যাবার ক্ষমতা নাই অর্থাৎ যাদের খারাপ অবস্থা, মানে হেঁটে যেতে পারেন না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে Ambulance যাওয়া দরকার। এখন দেখা যায় Ambulance যাদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার মধ্যে এমন অনেক রোগী নিয়ে আসা হয় যার জন্য

Ambulance না হলেও চলত। অনেক ক্ষেত্রে আমরা অভিযোগও পাই যে রোগী গ্রাম থেকে এসেছে কিন্তু শহরে এসে Ambulance না হলে তিনি আর যেতে পারছেন না। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে service এর দিক থেকেও দেরী হচ্ছে এবং callও বেশী। কাজেই আজকে যেমন Ambulance এর service বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করতে হবে সেই সঙ্গে এটাও বিবেচনা করা দরকার যে এই Ambulance service এর সঙ্গে কিছুটা charge যুক্ত থাকবে কি না ? কারণ ব্যক্তিগতভাবে ধনী দরিদ্রের আজকে কোন বিভেদ নেই। Ambulance হলেই Ambulance Fee হয়ে যায়। কিন্তু যারা Ambulance এর জন্য Fee দিতে পারে, যাদের সেই ক্ষমতা আছে তারা Ambulance Charge দেবে কি না ? তা না হলে যে কোন লোক Ambulance ডাকলেই যেতে হয়। যার ফলে দেখা যায় যেখানে একজন গুরুতর রোগী আছে সেখানে একটা Ambulance চলে গেল। কিন্তু আসার পর দেখা গেল যে তার caseটি এমন নয় যে তাকে Hospital এ ভর্তি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সামান্য এক ডোজ ঔষধ খেলেই তা সেরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেটের খুব ব্যথা হয়েছে--কেন না অনেক সময় পেটের ব্যথা খুব উগ্র ভাবে হয় তার ফলে Ambulance ডাকা হলো। Ambulance এ হাসপাতালে আসার পর দেখা গেল সামান্য কয়েকটা ঔষধ খাওয়ার পরে ঘণ্টা খানেকে মধ্যেই তার পেটের ব্যথা কমে গেল। হাসপাতাল থেকে তখন বলতে হয় যে আপনার হাসপাতালে না থাকলেও চলবে। আপনি বাড়ীতে থেকে চিকিৎসা করান। কারণ এটা পেটের রোগ, এটা Long term চিকিৎসার প্রয়োজন। কাজেই সে সব ক্ষেত্রে—আজকে যদি Ambulance এর সংখ্যা বাড়াতে হয় তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিবেচনা করা উচিৎ যে এই Ambulance service এর সঙ্গে কিছু কিছু charge থাকবে কি না এবং প্রকৃত যারা দরিদ্র, যারা Pay করতে পারে না তাদের জন্য সেটা করা হবে। কারণ আজকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে এই যে অন্যান্য জায়গায়, কি বাংলা দেশেও আজকে স্পষ্টতঃ দেখা হচ্ছে যে যতই দিন যাচ্ছে লোকে Public Service গুলো পাওয়ার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন এবং এই Service যদি আরো বেশী করে দিতে হয় তাহলে আরও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আজকে সকল দিকেই অর্থের যে ধরণের প্রয়োজন সেই ধরণের এত পর্য্যাপ্ত অর্থ ··· ... ...

মাননীয় Speaker, Sir আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে। কাজেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যেটা হচ্ছে যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যও সেটা গ্রহণ করছেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্ততঃ হাসপাতালে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে রোগীদের সাহায্য করা হচ্ছে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ততঃ ১০ পয়সা করে একটা Fund excess এর জন্য রাখা হচ্ছে। যেমন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, এখন যেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গে করা হয়েছে এবং আরো অন্যান্য রাজ্যে এটা করা হয়েছে, তা যদি হয় তাহলে একটা Fund তৈরী হয় এবং সেটা দিয়ে আরো রোগীর চিকিৎসা করা যায় এবং আরো অর্থ বৃদ্ধি হয়। তেমনি Ambulance এর বেলাতেও যারা নাকি সরাসরি এর দ্বারা benefited

হচ্ছেন এবং তারই নিজের একটা Service হচ্ছে—এখানে দেওয়ার মত যাদের ক্ষমতা আছে তাদের জন্য সে charge হবে কি না তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন ; কাজেই সব কিছু ভাল ভাবে বিবেচনা করে এই জিনিসটা করলে পরে ভাল হবে। তিনি এখানে বলেছেন যে এটাকে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া যায় কি না, যেমন অন্যান্য জায়গায় আছে। যদি এখানে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে এবং তারা যদি তাদের কোন পরিকল্পনা দিতে পারেন তাতে সরকার নিশ্চয়ই অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে সেটাকে বিবেচনা করে দেখবেন এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান যদি নিজেও কিছু অর্থ দেন তাহলে সরকারও recurring এবং non-recurring grant তাদেরকে এই লাইনে দিতে পারেন কি না। কলিকাতাতে যেমন সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও সেখানে Ambulance Corps আছে এবং তাদের charge দিলে পর Ambulance পাওয়া যায়। তাছাড়াও কলিকাতাতে Red Cross Society, St. John Ambulance এবং ৩। ৪টি Ambulance service কলিকাতাতে Service দিচ্ছে যারা পুরো ভাড়া না নিয়ে nominal servicing charge নিয়ে জনসাধারণকে সাহায্য করছেন। এই ধরণের যদি কোন প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা রাজ্যে বা আগরতলায় হতে চায় এবং তারজন্য যদি কোন আবেদন তাদের কাছ থেকে আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখব। এখানে হাসপাতাল থেকে কোন গরীব রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে তখন আমরা তারজন্য ব্যবস্থা করি। এই বৎসরের বাজেটেও সরকারের তরফ থেকে আরো দুইটি Ambulance খরিদ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তারজন্য চেষ্টাও করা হচ্ছে যাতে আরো দুইটি Ambulance আনা যায়। কারণ এদিকে আগরতলায় আগে যে Ambulance ছিল তার Service এবং প্রয়োজন, বেড়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতাল হওয়ার জন্য এবং চিকিৎসার সুবিধা থাকার জন্যে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকেও আনতে হয়। কাজেই সেইদিক থেকে যে দুটার ব্যবস্থা এবারের বাজেটে করা হয়েছে, গাড়ী যদি পাওয়া যায় এবং গাড়ীর জন্য লেখাও হয়েছে তখন এখানকার যে Squad তাকে strengthen করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে Systematic way তে কি করে এটাকে সরিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে তা করা যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় প্রস্তাবক এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই দিকে সরকারের নজর আছে তবে চট করেই সবগুলি Sub-Division-এ করা হয়ত সম্ভবপর হবে না, কারণ আমাদের এটাও দেখতে হবে, একদিকে টাকার অঙ্ক বেশী রাখলে অন্যদিকে কমে যায়। যারা গরীব রোগী তাদের free আনা এবং যারা charge দিতে পারেন তাদের Payee system এ আনার ব্যবস্থা করলে, বাজেটে যেমন অর্থ বাঁচবে, সেই অর্থ দিয়ে আরো ঔষধ পত্র এবং আরো অধিক সংখ্যক রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। এই সব দিকের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করবো যে প্রস্তাবক উনার এই প্রস্তাব withdraw করে নিবেন।

Mr. Speaker :— Now I call on the mover of the Resolution.

Shri Kamaljit Singh :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্য আমি খুব আনন্দিত এবং সেই অনুযায়ী সরকার যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারজন্য আমরা সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন যে অনেক সময় Ambulanceকে শুধু শুধু call দেওয়া হয় এবং তার জন্য সরকারের অনর্থক ক্ষতি হয় এবং কয়েক বৎসর আগেও দেখেছি যে Ambulanceএর charge হিসাবে আর্থিক সংগতি রেখে ৫৲ টাকা charge নেওয়া হত। এটা বিবেচনা করার একটা অর্থ আছে। যারা charge দিতে পারেন তাদের নিকট হতে কিছু আদায় করতে পারলে ভালই হবে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী আমি আমার প্রস্তাব withdraw করে নিচ্ছি।

Mr. Dy. Speaker :— The question before the House is that the leave be granted to withdraw the resolution.

The resolution is withdrawn with the leave of the House.

There is another resolution of Shri Umesh Lal Singh, I would call on Shri Singh to move his resolution that—this Assembly is of opinion that a suitable building on befitting site for Tripura Legislative Assembly be constructed on a plot to be acquired or purchased and for this purpose adequate fund be provided in the next budget.

Shri Umesh Lal Singh :—Hon'ble speaker Sir, I beg to move this resolution that this Assembly is of opinion that a suitable building on befitting site for Tripura Legislative Assembly be constructed on a plot to be acquired or purchased and for this purpose adequate fund be provided in the next budget. I think Hon'ble Sir, and Hon'ble Members will accept this rsolution. আমরা দেখেছি যে আমাদের এই Assembly তৈরী হওয়ার পর ত্রিপুরা সরকারের একটা সমস্যা হয়েছিল যে কোথায় এই Assemblyকে স্থান দেওয়া যায়। প্রথম Territorial Council এর সময় আমরা দেখতে পাই সেখানে একটি নূতন ঘর তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল। তারপর এই Assembly হওয়ার সাথে সাথে এই buildingএ আমরা স্থান পেয়েছি অতি সংকীর্ণ স্থান, এবং তা protected area. কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করে দেখা যায় যে এটি অনেক-গুলি অফিসের মাঝখানে অবস্থিত। জনসাধারণের এক অফিস থেকে আর এক অফিসে যাওয়ার সময় এটা মাঝখানে পড়ে। আমি বলছিলাম যে এমন একটি স্থান আমাদের বেছে নেওয়া উচিৎ যেখানে Assembly Building তৈরী হতে পারে এবং মাননীয় স্পীকার, ডেপুটী-স্পীকারের বাসস্থান, staff quarter ইত্যাদি তৈরী হতে পারে। বর্ত্তমানে যে Building তাতে Ruling partyর কোন অফিসের স্থানও নেই। তা ছাড়া Notice office ও Enquiry office একই জায়গায় অবস্থিত। Canteen এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যে সবার পক্ষে এটা ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক Assemblyতেই secretaryর Room

এর সংলগ্ন স্থানে Minister এবং তাদের staff এর বসার জায়গা থাকে। অবশ্য এখানেও তা আছে তবে সে জায়গা অতি সংকীর্ণ এবং কাজ-কর্মের পক্ষে অসুবিধাজনক। কাজেই আমি মনে করি আমাদের এমন একটি স্থান মনোনয়ন করা উচিত যা সহর থেকে বেশী দূরেও নয়—এবং যেখানে Assembly Building, staff quarter, M.L.A.দের পরিবার নিয়ে থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। আমি আশা করি হাউস আমার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন।

Mr. Speaker :— Any other member willing to take part in the debate ?

Shri Sachindra Lal Singh :— (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পূর্বে একবার চেষ্টা করেছিলাম যাতে Palace purchase করে তাতে বিধানসভার অফিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু তখন সেটা সম্ভব হয় নি। মহারাজা এখন আবার Palace বিক্রী করার একটি প্রস্তাব দিয়েছেন এবং যদি তা কার্য্যকরী করা যায় তা হলে Assembly Building এর স্থানও সংকুলান হবে এবং তা সহরের কেন্দ্রস্থলেও স্থাপিত হবে। অতএব আমি অনুরোধ করব যে প্রস্তাবক এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিন।

Mr. Speaker :— I would now call on the mover of this Resolution.

Shri Umesh Lal Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে আশ্বাস দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার এই Resolution withdraw করতে চাই।

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

Mr. Speaker :—There is another Resolution to be moved by the Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma. The Resolution is that—"This Assembly is of opinion that the Govt. should take the following measures to meet the present food crisis.

1. Undertaking Agrarian Reforms with a view to giving land to the landless and other land hungry peasants.

2. Declaring moratoriums on debts of peasants and to constitute 'Hrin-Salishi-Board.'

3. Advancing adequate loans to the peasants.

4. Providing improved seed, fertilizer, adequate irrigation facilities in proper time.

5. Fixing Procurement price of rice & paddy at a higher rate than the price fixed at present.

I would request the Hon'ble member to be very brief.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ১নং প্রস্তাব হল—'undertaking agrarian reforms with a view to giving land to the landless and other land hungry peasants. অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দিবার জন্য Land Reforms আইনে যে

সমস্ত clause গুলি আছে সেগুলি ঠিকমত করা হচ্ছে না এবং তার বিপরীত জিনিষটাই করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে Land Reforms Act পাশ হওয়ার আগে একটা আইন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন জায়গায় কেহ যদি জঙ্গল আবাদ করতো তাহলে তাকে জঙ্গল আবাদী বন্দোবস্ত দেওয়া হত। তাকে সেখান হতে উচ্ছেদ করা হত না। বর্ত্তমানে Land Reforms আইন চালু হবার পর আগের আইনটি স্বভাবতই বাতিল হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হবে। ভূমি সংস্কার আইনের ১৫ ধারায় যে কথা আছে যে তাহা খুব বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ভূমিহীনরা যে সব জমি আবাদ করেছেন তাদের ব্যাপক ভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আমার মতে ঢালাও ভাবে যে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে তা না করে যারা Landless peasant তাদের যেন ঐ আইনের আওতা থেকে রেহাই দেওয়া হয় সেই দিকে নজর রাখা দরকার। আর এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন একটি ভাব দেখিয়েছেন যে তিনি যেন বর্গাদারদের জমি দিবার জন্য একেবারে ব্যস্ত। ১১৮ ধারা মতে কোন বর্গাদারের যদি ৩ মাসের খাজানা বাকী থাকে তাহলে তাকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভূমি সংস্কার আইন করা হল বর্গাদার-দের জমি পাওয়ার জন্য। কিন্তু এখানে ত্রিপুরাতে কি হচ্ছে, বর্গাদারদের ৩ মাসের জমির খাজনা বাকী পড়লেই জোতদারগণ সঙ্গে-সঙ্গে তাদের উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন। কাজেই এখানকার বর্গাদাররা জমি পাচ্ছে না। আর ৩২ ও ৩৩ ধারা মতে যেখানে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। আর ১৮৭ ধারা মতে আছে উপজাতিরা যেহেতু অনগ্রসর, তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, জমি হস্তান্তর না হয় সেজন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থা। কিন্তু আজ D. M. এর permission বলে ব্যাপকভাবে tribal দের জমি non-tribalদের হাতে চলে যাচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি এখানে একটি কমিটি গঠন করা দরকার, যাতে D. M. ঐ কমিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করে কোন tribalদের জমি হস্তান্তরের আদেশ না দেন। তাতে এই জমি transfer অনেকাংশে বন্ধ হবে বলে আমি মনে করি। আর একটি প্রস্তাব হল Declaring moratoriam on debts of peasants and to constitute 'Hrin-Salisi-Board'. সবাই জানেন ত্রিপুরার tribalরা ঋণ ও দাদনের কবলে পড়ে আজ জর্জরিত। এমন কি সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য তাদের দ্রোণের পর দ্রোন জমি মহাজনদের কবলে গিয়েছে। বাংলাদেশে ফজলুল হক্ সাহেবের আমলে ঋণ সালিশী বোর্ড নামে যে বোর্ড গঠিত হয় সেই বোর্ডের মাধ্যমে বহু কৃষকের ঋণ মকুব হয়। বহু কৃষক তার জমি ফিরে পেয়েছিল। ঠিক সেই রকম আজকে যারা দীন দরিদ্র, যারা ঋণে জর্জরিত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি ঋণ সালিশী বোর্ড করা হয় এবং তাদের বিষয়ে সমস্ত কিছু তদন্ত করার পরে যদি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে ঋণের দায়ে যে সমস্ত জমিগুলি হস্তান্তর হয়ে গেছে বা জমিহারা হয়ে গেছে, এই জমিগুলি ফিরে পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়। ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করার জন্য এখানে আমি দাবী রাখছি।

Advancing adequate Loan to the peasants.- কিছুক্ষণ আগেও এখানে কৃষকদের উৎপাদন বেড়েছে বলে অনেক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। ত্রিপুরার মধ্যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা কি দেখতে পাই। আগে ত্রিপুরার ভূমির যে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল তা বর্তমানে অনেক কমে গেছে। যদিও আজকে গভর্ণমেন্ট কৃষি বিভাগের উপর খুবই জোর দিয়েছেন, ফসল বাড়ানো যায় একথা তারা মুখেও বলে থাকেন এবং আমরা কাগজেপত্রেও দেখতে পাই, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখতে পাই যে কৃষি বিভাগ একটা বিরাট Deptt. হয়েছে। সেখানে Director, Dy. Director, Adll. Director, Supdt. ও নাকি ৮ জন আছেন, Officerএর তো কোন সীমাই নেই। এ ভাবে বহু Supdt. ও officer নিয়ে অনেক office খোলা হয়েছে। Production দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। কোন ব্যবস্থাতেই এটাকে fertiliser দিয়ে বিভিন্ন ভাবে জল সেচের ব্যবস্থা করে improve করতে আমরা পারিনি। কাজেই এই দিক দিয়ে শুধু Agriculture Deptt. কেই শুধু মাথা ঘামালে চলবে না। officer বাড়ালেই Production বাড়বে না। আজকে যদি Production বাড়াতে হয় তা হলে কৃষকদের Advance loan দিতে হবে। কারণ আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা হয় না। আমাদের ত্রিপুরার একটা বৈশিষ্ট হলো লুঙ্গা টিলা ইত্যাদি। এক জায়গায় বাধ দিলে সব জায়গায় জল সেচ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আজকে ছোট ছোট লুঙ্গা ছরা ইত্যাদিতে বাঁধ দেওয়ার প্রশ্ন আছে। এমন কতগুলি জায়গা আছে যে দিনের পর দিন সমস্ত খাল, ছরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জমিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই জমিগুলিও রক্ষা করা হচ্ছে না। ফলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে। অতএব কৃষকদের বেশী করে loan দেওয়ার ব্যবস্থা করে production বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিৎ। তাদের ভূমির উর্ব্বরতার শক্তি যাতে তারা বাড়াতে পারে সেজন্য তাদের Advance loan দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। আর একটা কথা হল বীজের ধান, সার ইত্যাদিও আমাদের ভাল ভাবে সরবরাহ করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বছর বছর সরকার পক্ষ থেকে এগুলি দেওয়া হয় না এমন কথা নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যে হারে দেওয়া হয় তাতে উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এটা আরো বাড়ানো দরকার। তারপর eixistng procurement price of rice and paddy at a higher rate than the price fixed at present-এ সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি। বর্ত্তমানে যে rate আছে তাতে আজকে সামগ্রীক ভাবে জনসাধারণকে চোরা-কারবারীদের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই যাতে আজকে জনসাধারণ চোরা-কারবারীর খপ্পরে না পরে তারজন্য সরকারের পক্ষ থেকে ধান ও চাউলের দাম বাড়ানো দরকার। যার বেশী ধান নেই তারও বিভিন্ন অসুবিধা বশতঃ ধান বিক্রি করতে হয়। এই ভাবে openly ধানের দর ২৬ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে যদি কেনা হয় পঞ্চায়েত কমিটির সহযোগীতায় তাহলে procure করার পক্ষে সুবিধা হবে

বলে আমি মনে করি। এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠেছে যে কারা ধান কিনবে? Co-operative এর সম্বন্ধে আমি তখন কিছু বলি নাই। Govt. Co-operativeকে ধান কেনার দায়ীত্ব দিয়েছেন। Procurement কে করবে? Co-operativeই তো করছে। Co-operative হচ্ছে receiver. সেই হিসাবে আজকে আমি বলছি Co-operative এর মোটামোটি যে idea তা আমি খারাপ বলছি না। কিন্তু আমরা যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি, যদি ও ভাল ভাল পরিকল্পনা, প্রকল্প করা হয় এগুলি কার্য্যতঃ ব্যর্থ হয়। তা আমরা অধিকাংশ সময়ই দেখতে পাই। এখানে প্রশ্ন আছে। গত মৌসুমে Procurement অনেক ধান চাউল সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এগুলো কোথায় গেল? একমাত্র মঠচৌমুহনি একটি দোকানে কিছু বিলি করা হয়েছে। আরগুলি কোথায় গেল। অর্থাৎ Co-operative গুলির উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক ঠিক ভাবে আজকে Co-operative গুলি ভাল হলেও কিছু পেলেই মেরে দেওয়ার যে tendency এটা যতদিন পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা থাকব ততদিন পর্য্যন্ত থাকবেই। এই অবস্থার মধ্যে আজকে ভাল ভাল উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। ফলে এই Co-operative এর মাধ্যমে যদি ১০০মণ সংগ্রহ করা হয়, সেখানে ২৫ মণ বিলি দেখানো হয় বাকীটা ব্ল্যাক করে। এটা ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে এবং বহুবার ধরিয়েও দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়ও এ সম্বন্ধে উঠেছে। এগুলি সকলেই মোটামুটিভাবে জানেন। বেবী ফুড ইত্যাদি তো Co-operative এর মেম্বার না হলে পাওয়াই যায় না। কাজেই বেবী ফুডই হউক, চালই হউক—ন্যায্যমুল্যে জনসাধারণ যাতে পেতে পারে সেটা হলো. আমাদের মুল বিষয়বস্তু। Fair Price Shop যেগুলি আছে তাদের মাধ্যমে ডাল, তেল ইত্যাদি দেওয়া দরকার। এগুলি দেওয়া হচ্ছেনা। শুধু Co-operative, Co-operative করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলো successful হচ্ছে না। তবে এরজন্য এগুলো বাতিল করে দেওয়া হউক একথা আমি নিশ্চয়ই বলছি না। যে ভাবেই হউক সরকার যদি দৃঢ় হস্তে করতে পারত তাহলে জিনিষটা ভাল হত। কিন্তু তার মধ্যেও অনেক সমস্যা থেকে যাবে। তারজন্য সমাজ ব্যবস্থাও দায়ী। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Soviet Russia প্রসঙ্গে অনেক reference টেনেছেন, আমি অবশ্য জানিনা। যেভাবেই হউক জনসাধারণের অশীর্ব্বাদে আমি Soviet Russia যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি। সেখানে Co-operative Collective Farm আমি দেখেছি। সেখানে চুরির প্রশ্নও নাই, কোন রকম ঝামেলাও নাই।

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্য House আজকে Prorogue হবে। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এখনই আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

Shri Aghore Deb Barma M. L. A. :—এখনই শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করছি না। আজকে মুটামুটিভাবে যেন ধান এবং চাউলের দর বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কারণ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসগুলির দাম দিনের পর দিন যে ভাবে বাড়ছে তার সমতা রক্ষা করে দামগুলি যদি বাড়ানো হয় তাহলে চোরাকারবারীদের সেখানে অন্তত: ঠেকান সম্ভব। এখানেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other Member ? I can allow only five miuntes.

Shri Sunil Ch. Dutta M. L. A :—Thank you Sir, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। তার কারণ ১ম প্রশ্নে তিনি দেখিয়েছেন যে undertaking agrarian reforms সেটা আমরা ত্রিপুরাতে পূর্ব্বেই করেছি। আইন পাশ করা আছে এবং সেই অনুযায়ী কাজও চলছে। এই কথা মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন। আর Landless Peasant কে জমি দেওয়ার দায়ীত্ব সরকারের আছে। কিন্তু land hungry peasants বলতে তিনি কি বলতে চান আমি বুঝলাম না। Land-hungry peasant ত্রিপুরাতে আছে আমি দেখেছি। নিজেদের দ্রোণে দ্রোণে জমি থাকা সত্বেও যারা বলেন ঐ যে জঙ্গলটা আছে ঐটা আমি চেয়ে রেখেছি, আমাকেই দিতে হবে। এই ধরনের যে Land-hunger আছে কোন সরকার কোনদিন সেটা গ্রহণ করতে পারে না।

২নং এ আছে declaring moratoriams on debts of peasants and to Constitute "Hrin-Salishi Board" এ দু'টো আলাদা জিনিস। Hrin-Salishi Board এক জিনিস আর declaring moratoriams আলাদা জিনিস। Moratoriam বিশেষ ক্ষেত্রে, কোন দেশে কোন বিশেষ সঙ্কটের মুহূর্ত্তে ঘোষণা করা হয়। আমি দেখেছি একমাত্র আমেরিকাতে যখন ব্যাঙ্কগুলি একটার পর একটা ফেল পড়তে লাগল তখন United States of America এই moratoriam declare করে ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করে। বিশেষ কোন সঙ্কটের মুহুর্ত্তে, জাতীয় সঙ্কটের মুহুর্ত্তে, এই ধরণের moratoriam ঘোষণা করা হয়। এই moratoriam ঘোষণা করার অর্থ এই নয় যে ঋণ মকুব করে দেওয়া। Moratoriam এর অর্থ হলো delay, সময় দেওয়া, কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা। এমন কোন সঙ্কট বর্তমানে ত্রিপুরাতে নেই যার জন্য moratoriam ঘোষণা করতে হবে। তাছাড়া ৫২-৫৩ সালের পর ত্রিপুরা কৃষকদের খাজনা মকুব করে দেওয়া হয়। আর অন্যান্য যেসব প্রশ্ন তুলেছেন— advancing adequate loan to the peasants সেটা সরকারের ব্যবস্থা আছে, দেওয়াও হচ্ছে।

৪নং—Providing improved seeds, fertilizers ইত্যাদি কাজ ত্রিপুরা সরকার বর্ত্তমানে করছেন।

৫নং Fixing Procurement Price of rice & paddy সেটাও সরকার গতবারের তুলনায় এবার অনেক বেশী বৃদ্ধি দর নির্দ্ধারিত করেছেন। কাজেই যে ৫টি point সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন এর মধ্যে একটিরও কোন যৌক্তিকতা বা সারবস্তু আছে বলে আমি মনে করি না। তারজন্যই আমি এর বিরোধীতা করি।

Mr. Speaker :— Only two minutes.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :– মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৫ মিনিট দিলে ভাল হতো। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সমর্থনে বলছি। Landless দের যে জমির প্রয়োজন আছে ত্রিপুরা রাজ্যে একথা ঠিক। তাদের যে জমির দরকার একথা প্রত্যেকেরই জানা আছে কাজেই তাদের জমি দিতে হবে। সেটা সরকারের পক্ষ থেকেও বক্তব্য আছে এবং settlement আইনেও দেওয়া আছে। কাজেই সেই দিক থেকে প্রকৃত পক্ষে landless-রা জমি পাচ্ছে কি না এটাও আমাদের দেখা দরকার। যদি সুদূর ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যান্ত দেখি তাহলে এটাই দেখি যে বড় বড় হাকিমবাবুরা, বড় বড় জোতদারদেরই দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যারা landless তারা জমি পান না। যেমন প্রমাণস্বরূপ বলছি যে সাব্রুমের গোয়াচান্দের সতীশ নন্দী তার পারিবারের ১৫০ কাণি জোত আছে, তার দোতালা বাড়ী আছে। তাছাড়া তার বাগানবাড়ী লেক্ ইত্যাদি ও আছে। এইসব settlement থেকে তিনি বন্দোবস্ত পেয়েছেন। এটা হল সেই এলাকার কংগ্রেসের একটা ঘাটি। তাছাড়া কৈলাসহরে যদি দেখেন, দেখবেন সেখানে মনুতে অমূল্য চক্রবর্ত্তী ২নং জোতে জমির পরিমাণ মোট এক দ্রোন চৌদ্দ কানি আর অন্য একটি জোতে ১ কানি ১০ গণ্ডা। এই সকল জমির ভিতর ৭০ দ্রোণ খাস জমি দখল আছে। এই জমি থেকে তিনি সাহা ব্রাদার্স'কে ৪ কানি জমি বিক্রয় করেছেন, অধীর পালকে ৪ কানি বিক্রয় করেছেন, অমিয় পালকে ১ কানি ২ গণ্ডা, নিরঞ্জন পালকে ১ কানি ২ গণ্ডা, Service Cooperative Societyকে, রুপেশ পুরকায়স্থ এবং মণিলাল ধরকে আধা কানি করে বিক্রয় করেন এবং কার্ত্তিক সাহা ও নকুল সাহাকে ৬ গণ্ডা করে বিক্রয় করেন। এছাড়াও খাস জমি থেকে তিনি এরূপে বহু জমি বিক্রয় করেন। রাজবল্লভ সাহাকে ৮ কানি বিক্রয় করেন, গাঁও প্রধান নগেন্দ্র ভদ্রকে ১ দ্রোণ, রুপেশ পুরকায়স্থ ১৪ কানি, সুবোধ দেকে ৬ কাণি, পিযুষ বরুয়া ৬ কানি, সুখরঞ্জন নন্দী ৫ কানি, হৃদয় দয়াল ১৪ কানি, সুনীল বনিক ৪ কানি, মুকুন্দ পাল ৬ কানি, পরেশ সরকার ৮ কানি, মনোমোহন বণিক ৪ কানি, সুরেশ সাহা ৫ কাণি, এরূপ ভাবে জমিগুলি বিক্রয় করেন। জমিগুলি সেখানকার লোকদের এবং উপজাতিদের ছিল। কিন্তু সেটাকে বে-আইনীভাবে Settlement Officer তাকে দিয়েছেন কাজেই আজ আমরা দেখি যে ভূমিহীন জমি পাচ্ছে না। বড় বড় জোতদাররা ও বড় বড় হাকিমরা পাচ্ছেন। এইরূপভাবে প্রত্যেক ডিভিসনে অনেক নজীর আমি

দিতে পারি যে যেসব জায়গায় ভূমিহীন কেউ নহে। বরঞ্চ তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে এক একজন করে। সেই দিক থেকেই প্রকৃত যারা landless তাদেরই জমি পাওয়া দরকার, এবং যারা পূর্ব্বে সেখানে বসবাস করতো, যারা পূর্ব্বে সেই জমি দখল করতো সে জমি তাদেরই পাওয়া উচিত। ঋণ শালিসী বোর্ড গঠন করা দরকার।

Mr. Speaker—Hon'ble Member your time is over.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—এক মিনিট স্যার।

Mr. Sperker—No, I am sorry. I am prolonging the Sitting by ten miniutes.

Shri S. L. Singh—(Chief Minister) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে প্রস্তাবটি উঠাতে গিয়ে পাঁচটি পয়েন্ট রেখেছেন, এই পয়েন্ট নিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে এভিকশন করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলবো যে সরকারের প্রয়োজন ব্যাতিরেকে কোন ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা হয় না। ১৫নং ধারাতে আছে, তাদের মাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলে, fine impose করা চলে, কিন্তু সরকারের যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে সে সমস্ত জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয় না। তারপর বলা হয়েছে under rayot সম্পর্কে, এই সম্পর্কে উনারা বলেছেন উচ্ছেদ করা হচ্ছে। under rayotকে Court এর permission ব্যতিরেকে উচ্ছেদ করার কোন অধিকার নেই অতএব ইহা সত্য নয়। ইহা হল আইনের বিরোধী ব্যাখ্যা। তারপর এখানে ভূমি আইনের মধ্য দিয়ে যারা জমিদার, তালুকদার ছিল তাদের জমি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছি এবং অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেভাবে বন্টন ও করে দেওয়া হয়েছে। ভূমি আইনের পূর্বে রায়তের underএ বর্গা হিসাবে ছিল তারাই আজ রায়ত রূপে পরিগণিত হয়েছে। এখন সরাসরি সরকার এবং রায়তের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আর under রায়ত যারা তাদিগকে খেয়াল খুশী মতো কোন রায়ত উচ্ছেদ করতে পারে না। তবে তার dues যদি না দেয় তাহলে তারা মোকদ্দমার আশ্রয় নিতে পারেন।

সেখানে Court এ তা স্বিরীকৃত হয়, Court তাকে ৬ মাসের সময় দিতে পারেন, আইনে তা উল্লেখ আছে কিন্তু আইনকে এখানে ফাঁকি দিয়ে, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তারপর বলা হয়েছে ভূমির ক্ষুধা। ভূমির ক্ষুধা তো মানুষের আছেই, এবং সেইজন্যই এই আইন করা হয়েছে, যারা under rayot ছিল তাদেরে rayot করা হয়েছে। যারা বড় বড় জমিদার, তালুকদার ছিল, তাদের জমি তাদের জমিদারী, তালুকদারী উঠিয়ে দিয়ে সেখানে distribution of land to others করা হয়েছে। তার সাথে সাথে landless এবং জুমিয়া যারা তাদের সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে জমি দেওয়া হচ্ছে এবং অর্থও দেওয়া হচ্ছে। জুমিয়াদের ১৯,৭৫৭ Familyকে আমরা বসিয়েছি এবং বর্ত্তমানে যে পদ্ধতি আছে সেই অনুযায়ী ১৯১০ টাকাও তাদিগকে দিব এবং অন্যান্য যে পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদিগকে যাতে আরো অর্থ দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করবো। রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হচ্ছে। অতএব এই আইন agrarian reforms with a view to give land to the landless and other land-hungry peasants. অতএব এটাকে reform করতে দেওয়ার মানেই হ'ল, এই জিনিষগুলোকে উচ্ছেদ করে দেওয়া। আমার মনে হচ্ছে একথাই তারা বলছেন। তারপর বলা হয়েছে ঋণ শালিসী বোর্ডের কথা। এখানে আমি উল্লেখ করবো যে ত্রিপুরাতে যারা উদ্বাস্তু ভাইয়েরা এসেছিলেন, তাদের যে loan ছিল সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর যারা সরকারের কাছে ঋণী ছিল জমি সংক্রান্ত ট্যাক্সের ব্যাপারে, সেটা এখন আদায় করা হচ্ছে না। তারপর দাদন দেওয়া হচ্ছে, ছোট্ট ছোট্ট কৃষক যারা তাদের দাদন দেওয়া হচ্ছে এবং ঋণকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বোম্বে মহাজনী এ্যাক্ট এখানে চালু করা হয়েছে। অতএব আমি এর কোন তাৎপর্য্য বুঝতে পারছি না। তারপর Advancing adequate loan to the peasants সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, সার, বীজ, loan দেওয়া হয়। Adequate মানে কি বলেছেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। আর Co-operative এর মধ্যমেও লোন দেওয়া হচ্ছে। Service Cooperative Society, Marketing Cooperative, Purchasing Cooperative করে লোন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা প্রমাণ করতে চান যে, যেন লোন দেওয়া হচ্ছে না। সেইজন্য একটা লোনের ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু লোন দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে দিয়ে তাহাদিগকে বলবো যে, রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন করে এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার উর্দ্ধে থেকে কৃষাণের উন্নতির জন্য, ভূমিহীনদের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে জমিতে বসিয়ে শক্তিশালী করার জন্য যেভাবে আমাদের প্রচেষ্টা চলছে তার সাথে মিলে ভূমি আইনকে জয়যুক্ত করার জন্য সর্বসম্মতভাবে চেষ্টা যদি করা হয়, আমি মনে করি তাদের উন্নতির বিধান তারা করতে পারবেন। "Providing improved seeds, fertilizers, adequate irrigation facilities in proper time," Proper timeএ আমরা seeds দিয়ে থাকি, fertilizers, irrigation facilitiesও দিয়ে থাকি। অতএব এই প্রস্তাবটি

আনার কারণ হল এই, হয়তো অন্যান্য জায়গায় বলে এসেছেন যে, seeds দেওয়া হবে, fertilizers দেওয়া হবে, irrigation facilities দেওয়া হবে এবং তারপর যখন sanction হবে, তখন বলবেন যে আমরা Assemblyতে বলেছিলাম, সেইজন্য হয়েছে। কিন্তু সেইজন্য যদি করে থাকেন তাহলে এটা আলাদা কথা। Procurement price of rice and paddy fixed করার সম্বন্ধেও আজ এখানে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেটা fixed করা হয়েছে। আমি আশা করবো procurement policyকে land reforms policyকে এবং peasantsকে শক্তিশালী করার জন্য, বর্গাদারকে শক্তিশালী করার জন্য যে আইনের বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য দলমতের উর্দ্ধে থেকে সক্রিয়ভাবে সংগঠনিক মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ যদি তারা করেন, তাহলে আমরা কৃষাণের উন্নতি করতে পারবো।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার প্রস্তাবে stick করছি। কারণ আমার মূল বক্তব্যে ছিল বর্গাদার, ভূমিহীনদের যে ভূমি দেওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে, আইনের ফাঁক দিয়ে তারা বঞ্চিতই হচ্ছে। অতএব এই আইনের সংস্কার করা দরকার যাতে তারা পায়। বহু নজীর এই সম্বন্ধে আমরা দিয়েছি কাজেই সেইদিক দিয়ে আমার এই প্রস্তাবের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কাজেই আমি আমার প্রস্তাবে stick করছি।

Mr. Speaker :—The question before the house is that this Assembly is of opinion that the Govt. should take the following measures to meet the present food crisis.

1) Undertaking agraian reforms with a view to give land to the landless and other land hungry peasants,

2) declaring moratoriams on debts of peasants and to constitute "Hrin Salisi Board",

3) Advancing adequate loan to the peasants,

4) Providing improved seeds, fertilizer adequate irrigation facilities in proper time.

5) Fixing procurement price of rice and paddy at a higher rate than the price fixed at present.

The resolution is lost.

I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

Appendix "A"

QUESTION

Unstarred question No. 173 by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M.L.A.

১) Family Planning সপ্তাহে কোন্ পত্রিকাকে কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে ;

২) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ পত্রিকাকে এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই ;

৩) বিজ্ঞাপন না দেওয়ার কারণ ?

ANSWER

১) ১৯৬৭ সনে ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত Family Planning উপলক্ষে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলিকে নিম্নলিখিত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে ;

১)	জাগরণ	১৪০·০০
২)	দৈনিক গণ অভিযান	২০৫·০০
৩)	মানুষ	২০৫·০০
৪)	সমাচার	২০৫·০০
৫)	সেবক	২০৫·০০
৬)	ত্রিপুরা	২০৫·০০
৭)	গণ অভিযান (সাপ্তাহিক)	১৪০·০০
৮)	সমবায় বার্ত্তা	১৪০·০০
৯)	ত্রিপুরা টাইমস	২০৫·০০
১০)	বিবেক	১৪০·০০
১১)	ভারত কল্যাণ	২০৫·০০
১২)	রুদ্রবীনা	২০৫·০০
১৩)	স্ফুলিঙ্গ	২০৫·০০
১৪)	ন্যায়দণ্ড	১৪০·০০
১৫)	সন্ধ্যানী	১৪০·০০
	মোট—	২,৬৮৫·০০

২) ১) গনরাজ

২) ত্রিপুরার কথা

৩) দেশের ডাক

৪) আমাদের কথা

৫) নুতন বার্ত্তা

৩) অনুমোদিত পত্রিকাগুলিতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়